রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ কার্তিক ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/৩০ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস,আর, ও, নং ৩১৬/আইন/২০১৮।—যেহেতু পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক উহার ২৪ কার্তিক, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৮ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং-৩১৭-আইন/২০১৭ এর মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়নের প্রস্তাব প্রাক-প্রকাশক্রমে উহার উপর প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আপত্তি বা পরামর্শ আহ্বান করা হইয়াছিল; এবং

যেহেতু প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে প্রস্তাবিত বিধিমালার উপর প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ বিবেচনাক্রমে সরকার উক্ত বিধিমালা চূড়ান্ত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

সেহেতু সরকার উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১), উপ-ধারা (২) উহার সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—(১) এই বিধিমালা পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) ''অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম'' অর্থ প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত পেট্রোলিয়াম যাহা পরিশোধন প্রক্রিয়ার দ্বারা কোনো পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যে পরিণত করা হয় নাই;

(খ) ''আইন'' অর্থ পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩২ নং আইন);

(গ) ''উপযুক্ত'' অর্থ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত কোনো ব্যক্তি বা সরঞ্জাম;

(ঘ) ''ওয়েল হেড ট্যাংক" অর্থ যে ট্যাংক-এ সর্বপ্রথম কোনো তৈলকূপ হইতে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম (crude petroleum) প্রবাহিত বা পাম্প করিয়া ভর্তি করা হয়;

(ঙ) ''জেলা কর্তৃপক্ষ'' অর্থ জেলা প্রশাসক, এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) ''ট্যাংক ইন কার্ট (tank in cart)'' অর্থ ট্যাংক যুক্ত থাকে এমন কোনো হস্ত অথবা যন্ত্রচালিত পরিবহন যান;

(ছ) ''তফসিল'' অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(জ) ''পরিবহন যান'' অর্থ এমন কোনো বাহন, ট্যাংক অথবা ট্যাংক ব্যতীত, যাহার মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা হয়;

(ঝ) ''পরিদর্শক'' অর্থ বিধি ১৯৭ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(ঞ) ''পরীক্ষণ কর্মকর্তা'' অর্থ আইনের ধারা ১৬ এর অধীন সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(ট) ''পেট্রোলিয়াম স্থাপনা'' অর্থ এমন একটি প্রাঙ্গণ যেখানে ট্যাংক বা বাল্কে পেট্রোলিয়াম মজুদ করা হয়;

(ঠ) ''ফরম'' অর্থ তফসিল-২ এ উল্লিখিত কোনো ফরম;

(ড) ''বাল্ক পেট্রোলিয়াম (petroleum in bulk)'' অর্থ অন্যূন ১০০০ (এক হাজার) লিটার পেট্রোলিয়াম মজুদ করা যায় এমন কোনো ধারণপাত্র বা আধার;

(ঢ) ''বিস্ফোরক পরিদর্শক'' অর্থ উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, এবং সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শকও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) ''বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত'' অর্থ এমন ব্যবস্থা দ্বারা সংযুক্ত যাহার মাধ্যমে বিদ্যুৎ ভূমিতে প্রবাহিত হইতে পারে;

(ত) ''মজুদাগার (storage shed)'' অর্থ বাল্ক বা ট্যাংক ব্যতীত অন্য কোনো ধারণপাত্র বা আধারে পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য ব্যবহৃত কোনো ভবন বা স্থাপনা বা উহার অংশবিশেষ, কিন্তু আইনের ধারা ৬, ৭ ও ৯ এ অব্যাহতিপ্রাপ্ত পেট্রোলিয়াম মজুদকরণে ব্যবহৃত কোনো ভবন বা স্থাপনা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(থ) ''যোগ্য'' অর্থ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক যোগ্য বলিয়া বিবেচিত কোনো ব্যক্তি বা সরঞ্জাম;

(দ) "সারণি" অর্থ তফসিল-২ এ উল্লিখিত সারণি-১, সারণি-২ ও সারণি-৩;

(ধ) ''সার্ভিস স্টেশন'' অর্থ মোটরযানে জ্বালানি সরবরাহের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত কোনো প্রাঙ্গণ, এবং লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত উক্ত প্রাঙ্গণের সীমানায় মোটরযান সার্ভিস করিবার স্থানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ন) ''সংরক্ষণীয় পূর্তকর্ম'' অর্থ মানুষ বা গৃহপালিত জীবজন্তুর বসবাস বা অবস্থানের জন্য ব্যবহৃত হয় এমন কোনো ভবন বা স্থান অথবা পেট্রোলিয়াম অথবা অন্য কোনো দাহ্য পদার্থ মজুদ করা হয় এমন কোনো স্থান, এবং কোনো ডক, জাহাজঘাট, চুল্লি, কয়লা মজুদ প্রাঙ্গণ, রেললাইন, সড়ক, পার্ক এবং উচ্চচাপসম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইনও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(প) ''সংরক্ষিত এলাকা'' অর্থ এমন সকল প্রয়োজনীয় এলাকা যেখানে এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং লাইসেন্সের শর্ত অনুসারে কোনো স্থাপনা অথবা সার্ভিস স্টেশন অথবা মজুদাগার হইতে কোনো সংরক্ষণীয় পূর্তকর্মের অবস্থান পর্যন্ত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিতে হয়;

(ফ) ''স্বীকৃত'' অর্থ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক স্বীকৃত।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধারণ বিধানাবলি

৩। **বিধিমালার অপ্রযোজ্যতা** ।— ৯৫ (পঁচানব্বই) ডিগ্রি সেলসিয়াস ও তদূর্ধ্ব জ্বলনাঙ্কের পেট্রোলিয়াম এর ক্ষেত্রে, ৬ষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের বিধানাবলি ব্যতীত, এই বিধিমালার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

৪। **সতর্কবাণী-সম্বলিত সাইনবোর্ড বা লেবেল** ।—(১) কোনো পেট্রোলিয়াম মজুদাগার, স্থাপনা, ফিলিং স্টেশন, ড্রাম, ট্যাংক, শোধনাগার ও পরিবহন যানে “ধূমপান বা আগুন নিষিদ্ধ” সতর্কবাণী ও পেট্রোলিয়াম/প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থের ঝুঁকি সনাক্তকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত আকারের সাইনবোর্ড বা লেভেল লাগাইতে (affix) বা সাইনবোর্ড স্থাপন করিতে হইবে, যথা:—

(ক)	ড্রামের ক্ষেত্রে	- অন্যূন ১০০ বর্গ সে মি.;
(খ)	অনধিক ২০,০০০ লিঃ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংক-এর ক্ষেত্রে	- ১৬৯ বর্গ সে. মি. (১৩ সে.মি ×১৩ সেমি.);
(গ)	২০,০০১ হইতে ১,০০,০০০ লিঃ পর্যন্ত ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাংক-এর ক্ষেত্রে	- ২৮৯ বর্গ সে মি. (১৭ সে মি×১৭সে মি.);
(ঘ)	১,০০,০০০ লিটারের বেশি ধারণক্ষমতা-সম্পন্ন ট্যাংক, শোধনাগার অথবা পেট্রোলিয়াম ডিপোর ক্ষেত্রে	- ৪০০ বর্গ সে মি. (২০ সেমি. ×২০ সে মি.);
(ঙ)	অন্যান্য পেট্রোলিয়াম মজুদাগার, স্থাপনা ও ফিলিং স্টেশনের ক্ষেত্রে	- ২৮৯বর্গ সে মি.(১৭সে মি.× ১৭ সে মি.)।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত লেবেল বা সাইনবোর্ড সহজে দৃশ্যমান হয় এমন কোনো স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে যাহার প্রতিটি অক্ষরের ক্ষেত্রফল হইবে অন্যূন ২৫ বর্গ সে.মি.।

(৩) প্রত্যেক লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে লাইসেন্সধারীর নাম ও লাইসেন্স নম্বর, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের টেলিফোন নম্বর সহজে দৃশ্যমান হয় এমনভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

৫। **ধূমপান, আগুন এবং বাতি, ইত্যাদির ব্যবহারে বিধি-নিষেধ।**—যে স্থান বা প্রাঙ্গণে পেট্রোলিয়াম শোধন, মজুদ, খালাস অথবা হ্যান্ডলিং করা হয় অথবা যে পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম বহন করা হয় উহার নিকটে কখনো কোনো ব্যক্তি ধূমপান করিতে পারিবে না অথবা আগুন, অনাবৃত বাতি, ফিউজ, দিয়াশলাই, বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা বিস্ফোরণ সৃষ্টিকারী বা পেট্রোলিয়াম জ্বালাইতে সক্ষম এমন কোনো দ্রব্যাদি আনিতে পারিবে না।

৬। **দুর্ঘটনা প্রতিরোধে বিশেষ পূর্ব সর্তকতা।**—(১) কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম শোধন, মজুদ এবং হ্যান্ডলিং এর স্থান অথবা পেট্রোলিয়াম বহনকারী কোনো পরিবহন যান বা আধারে অগ্নিকান্ড অথবা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এমন কোনো কার্য করিবে না বা করিবার চেষ্টা করিবে না।

(২) পেট্রোলিয়াম মজুদ, হ্যান্ডলিং ও পরিবহনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বদা এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি পরিপালন করিবে এবং অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সকল পূর্ব সতর্কতা অবলম্বনসহ উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কার্য ঘটাইতে সচেষ্ট কোনো ব্যক্তিকে প্রতিরোধের চেষ্টা করিবে।

৭। **অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং নেশাগ্রস্ত লোক নিয়োগে বিধি-নিষেধ।**—১৮ (আঠার) বৎসরের কম বয়স্ক বা অপ্রকৃতিস্থ কোনো ব্যক্তিকে ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম ভর্তি অথবা ট্যাংক হইতে পেট্রোলিয়াম খালাস বা পেট্রোলিয়াম পরিবহনের কাজে অথবা এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সকৃত কোনো প্রাঙ্গণে নিয়োগ করা যাইবে না।

৮। **পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, পরিবহন যান ইত্যাদি পরিচালনা ও তদারকিকরণ।**—লাইসেন্সের শর্তাবলি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত আছেন এইরূপ একজন অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধায়ক লাইসেন্সকৃত যে কোনো পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, সার্ভিস স্টেশন, মজুদাগার, ফিলিং স্টেশন অথবা পরিবহন যানের সকল কার্যাবলি পরিচালনা ও তদারকি করিবে।

৯। **পেট্রোলিয়াম সরবরাহ এবং প্রেরণে বিধি-নিষেধ।—(১)** কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম মজুদের লাইসেন্সধারী অথবা তৎকর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ বা প্রেরণ করিতে পারিবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি বাল্কে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য নিয়োজিত কোনো জল বা স্থল পথে ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য যথাক্রমে- ফরম 'ড' বা ফরম 'ঢ' তে প্রদত্ত লাইসেন্সের মেয়াদ না থাকিলে কোনো জলযান বা স্থলযানে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করিতে পারিবে না।

(৩) কোনো ব্যক্তি লাইসেন্সে উল্লিখিত, শ্রেণি ব্যতীত অন্য কোনো শ্রেণির পেট্রোলিয়াম, বা পরিমাণের অধিক পরিমাণ পেট্রোলিয়াম, অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট প্রেরণ বা সরবরাহ করিতে পারিবে না।

(৪) আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে যে পরিমাণ পেট্রোলিয়াম মজুদ করিতে লাইসেন্সের প্রয়োজন নাই সেই পরিমাণ পেট্রোলিয়াম কোনো ব্যক্তিকে প্রেরণ বা সরবরাহের ক্ষেত্রে ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্ষেত্রে এই বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

১০। **পেট্রোলিয়াম ভর্তি এবং খালাস।**—(১) পেট্রোলিয়াম বহনকারী ট্যাংক-ওয়াগন, লরী বা অযান্ত্রিক গাড়িতে কেবল ধাতব পাইপ অথবা বৈদ্যুতিকভাবে নিরবিচ্ছিন্ন সুরক্ষিত হোস (armoured hose) এর মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম ভর্তি (filling) বা খালাস (discharge) করিতে হইবে।

(২) কোনো পরিবহন যানের জ্বালানি ট্যাংক ব্যতীত পেট্রোলিয়াম বহনকারী ট্যাংক-এ-

(ক) আগুনের উৎস, চুল্লি অথবা প্রজ্বলনীয় বাষ্পকে জ্বালাইতে পারে এমন কোনো কৃত্রিম বাতির অবস্থানের ৩০ (ত্রিশ) মিটারের মধ্যে হয়; বা

(খ) পেট্রোলিয়াম বহনকারী লরী, ট্যাংক-ওয়াগন বা অযান্ত্রিক পরিববহন যান অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে আসিতে পারে;

এমন কোনো স্থানে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাস করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) আবদ্ধ অবস্থায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাসের ক্ষেত্রে উক্ত দূরত্ব হ্রাস করিয়া অন্যূন ৯ (নয়) মিটার করা যাইবে; এবং

(খ) ফরম ''ট'' তে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে পেট্রোলিয়াম ভর্তি, মজুদ ও খালাসের ক্ষেত্রে উক্ত দূরত্ব হ্রাস করিয়া অন্যূন ৪ (চার) মিটার করা যাইবে।

(৩) আবদ্ধ (under seal) ট্যাংক-এ পাইপের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করা যাইবে যদি উহা ট্যাংক-এর সহিত স্ক্রু দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যাহাতে অনুমোদিত নির্গমন পথ ব্যতীত তরল পেট্রোলিয়াম বা উহার বাষ্প অন্য কোনোভাবে বাহিরে নির্গত হইতে না পারে।

১১। **পেট্রোলিয়াম নির্গমন প্রতিরোধ।**—পেট্রোলিয়াম পরিবহনের সময় কোনো নালা, নর্দমা, পোতাশ্রয়, নদী, জলধারা, জনপথ বা রেল লাইনে যাহাতে পেট্রোলিয়াম নির্গমন হইতে না পারে উহার সকল প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। **খালি ধারণপাত্র বা আধার (receptacles)।**—বাল্কে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম থাকে এইরূপ সকল খালি ট্যাংক বা ধারণপাত্র বা আধার পরিষ্কার ও বাষ্পমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে খোলা ব্যতীত উক্ত ট্যাংক বা ধারণপাত্র বা আধার পরিষ্কার ও বাষ্পমুক্ত না করা পর্যন্ত উহা নিরাপদভাবে আটকাইয়া বন্ধ রাখিতে হইবে।

১৩। **ট্যাংক-এ প্রবেশ।**—কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম রহিয়াছে এইরূপ কোনো ট্যাংক-এ প্রবেশ করিবে না বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিবে না, যদি না-

(ক) উক্ত ট্যাংক বা ধারণপাত্র বা আধার বাষ্প মুক্ত না থাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি যেমন-হেলমেট, গ্যাস মাস্ক, চশমা, ইত্যাদি পরিধান না করা হয়; এবং

(খ) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক অথবা কোনো বিস্ফোরক পরিদর্শক এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষণ ফি এর ৫০% ট্রেজারী চালানে জমা এবং ৫০% পরীক্ষণ কর্মকর্তা নগদ প্রাপ্তির পর, বাষ্প পরীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেকটি ট্যাংক এবং আবদ্ধ খালি স্থান (Confined space) পরীক্ষা করিয়া এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উহা বিপজ্জনক দাহ্য বাষ্প মুক্ত এবং উহাতে মানুষের প্রবেশ নিরাপদ।

১৪। **ধারণপাত্র মেরামত**।—(১) কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম ধারণকৃত কোনো ট্যাংক বা আধার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো যন্ত্র, আগুন, উত্তপ্ত পেরেক ব্যবহার করিয়া অথবা ঝালাই করিয়া মেরামত করিতে বা করাইতে পারিবে না, যদি—

(ক) ট্যাংক বা আধারটি নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করিয়া সম্পূর্ণরূপে পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়াম বাষ্প মুক্ত অথবা উক্ত মেরামতের জন্য অন্যরূপ নিরাপত্তামূলক সতর্কতা অবলম্বন না করা হয়; এবং

(খ) কোনো বিস্ফোরক পরিদর্শক অথবা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রাপ্তির পর বাষ্প পরীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া প্রত্যয়ন করেন যে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো যন্ত্র আগুন, উত্তপ্ত পেরেক ব্যবহার করিয়া মেরামত করা নিরাপদ নহে।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত কর্মকর্তা কর্তৃক জারিকৃত প্রত্যয়নপত্র পরীক্ষিত ট্যাংক বা আধার মেরামতকারী কর্তৃক অন্যূন ৩ (তিন) মাস সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং চাহিবামাত্র উহা প্রদর্শন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) পেট্রোলিয়াম বহন করিয়াছে এমন ট্যাংক বা আধারযোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা মেরামত করাইতে হইবে।

(৪) প্রতিবার মেরামতের পর ট্যাংক বা আধারের সকল প্রকোষ্ঠ বিধি ৭৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা করিতে হইবে।

১৫। **ট্যাংক বিনষ্টকরণ (dismantle)** ।—বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শর্তাবলি পরিপালন ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম অথবা পেট্রোলিয়াম বাষ্প ধারণকৃত ট্যাংক অগ্নিস্ফুলিঙ্গা সৃষ্টিকারী কোনো যন্ত্র বা আগুন ব্যবহারের মাধ্যমে ধ্বংস করিতে বা করাইতে পারিবে না।

১৬। **ট্যাংক নির্মাণ**।—(১) বাল্কে পেট্রোলিয়াম মজুদ করিবার জন্য ওয়েল হেড ট্যাংক ব্যতীত প্রত্যেকটি ট্যাংক বা ধারণপাত্র বা আধার বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত অথবা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোনো আন্তর্জাতিক কোড বা স্পেসিফিকেশন অনুসারে নির্মাণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মজুতব্য পেট্রোলিয়াম-এর কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা প্রয়োজনীয় অন্য কোনো কারণে লোহা অথবা স্টীল ব্যতীত অন্য কোনো উপযুক্ত উপকরণ দ্বারা ট্যাংক বা ধারণপাত্র বা আধার নির্মাণ করা যাইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে উপকরণ হিসাবে গ্লাস সংযোজিত প্লাস্টিক (glass reinforced plastic) উপকরণও ব্যবহার করা যাইবে।

(২) ট্যাংক বা ধারণপাত্র বা আধার—

(ক) নিখুঁত প্রকৌশল পদ্ধতিতে অদাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মাণ করিয়া মজবুত ভিত্তি বা কাঠামোর উপর খাড়াভাবে স্থাপন করিতে হইবে;

(খ) এর উচ্চতা উহার ব্যাসের দেড়গুণ অথবা ২০ (বিশ) মিটার, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা দৈর্ঘ্যে কম, এর অধিক হইতে পারিবে না এবং উচ্চতার পরিমাপ উহার তলদেশের নিম্নতম বিন্দু হইতে শীর্ষ দেশের বক্রকোণ (curb angles) পর্যন্ত হইতে হইবে;

(গ) এর মোট ধারণক্ষমতার শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ বায়ুর জন্য খালি রাখিতে হইবে।

১৭। **ধারণপাত্র অনুমোদন।**—(১) প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের জন্য ১ (এক) লিটারের অধিক এবং দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের জন্য ৫ (পাঁচ)লিটারের অধিক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ধারণপাত্রের শ্রেণি এবং প্রকার প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) ধারণপাত্রের অনুমোদনের জন্য উহার শ্রেণি, নির্মাণ উপকরণের বর্ণনা, নির্মাণ প্রণালী ও ধারণক্ষমতা উল্লিখিত নির্দিষ্ট স্কেলে অংকিত ১২ (বার) সেট নকশা এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৩) প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন ধারণপাত্র বা আধারের ক্ষেত্রে এই বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

১৮। **প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ধারণপাত্র** ।—(১) প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম, বাল্ক পেট্রোলিয়াম ব্যতীত, বায়ুরোধী গ্যালভেনাইজকৃত টিনে অথবা বহির্পৃষ্ঠে মরিচা ধরে না এইরূপ লোহা বা স্টীল দ্বারা নির্মিত ধারণপাত্র বা আধারে রাখিতে হইবে এবং উহাতে পেট্রোলিয়াম ভর্তির সুগঠিত প্রবেশ পথ এবং স্ক্রু প্ল্যাগ, স্ক্রু ক্যাপ বা অন্য কোনো ধাতু নির্মিত ক্যাপসম্বলিত বায়ুরোধী ব্যবস্থা সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

(২) ধারণপাত্র বা আধার যাহাতে উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় এইরূপ অবস্থায় সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) কোনো ধারণপাত্র বা আধার, ট্যাংক কার্টের উপরস্থ ট্যাংক ব্যতীত, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত ধরনের অনুমোদিত হইতে হইবে এবং উহার ধাতব পুরুত্ব নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

ধারণপাত্র বা আধারের বায়ুশূন্য স্থান ব্যতীত ধারণক্ষমতা	পুরুত্ব (কমপক্ষে)
অনধিক ১০ লিটার	০.৪৪ মিমি (২৭ বিজি);
১০ লিটারের অধিক কিন্তু অনধিক ২৫ লিটার	০.৬৩ মিমি (২৪ বিজি);
২৫ লিটারের অধিক কিন্তু অনধিক ৫০ লিটার	০.৮০ মিমি (২২ বিজি);
৫০ লিটারের অধিক কিন্তু অনধিক ২০০ লিটার	১.২৫ মিমি (১৮ বিজি);
২০০ লিটারের অধিক কিন্তু অনধিক ৩০০ লিটার	১.৫৯ মিমি (১৬ বিজি):

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিশেষ প্রয়োজনে, লিখিত আদেশ দ্বারা এই উপ-বিধি দ্বারা নির্ধারিত পুরুত্ব অপেক্ষা কম পুরুত্বসম্পন্ন ধারণপাত্র বা আধার ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ ধারণপাত্র বা আধারের জন্য প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের অনুমোদন গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে ৩ (তিন) সেট বিস্তারিত নকশাসহ আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৫) ধারণপাত্রগুলি এমনভাবে নির্মিত এবং নিরাপদে রাখিতে হইবে যাহাতে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মারাত্মক অথবা অস্বাভাবিক দুর্ঘটনার কারণে বা পরিবহনকালে ত্রুটিপূর্ণ ও ছিদ্রযুক্ত না হইয়া পড়ে অথবা নিরাপত্তাহীনতার কারণ না হয়।

(৬) প্রত্যেক আধার বা ধারণপাত্রে সহজে দৃশ্যমান হয় এমন স্থানে সুস্পষ্টভাবে ''পেট্রোল'' বা ''মোটর স্পিরিট'' অথবা বিপজ্জনক প্রকৃতির পেট্রোলিয়ামের সহিত সমার্থক অনুরূপ কোনো সর্তকবাণী খোদাই, অঙ্কন, ছাপা বা মুদ্রণ করিতে হইবে।

(৭) প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ধারণকৃত ট্যাংক, ড্রাম, ধারণপাত্র বা আধার উহার ধারণক্ষমতার অন্যূন ৫ (পাঁচ) শতাংশ স্থান বায়ুর জন্য খালি রাখিতে হইবে।

(৮) প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন ধারণপাত্র বা আধারের ক্ষেত্রে এই বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

১৯। **দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের ধারণপাত্র।**—(১) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের অনুমোদন গ্রহণক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের ট্যাংক স্টীল বা লোহা দ্বারা অথবা বিএস ৪৯৯৪ অনুসারে গ্লাস সংযোজিত প্লাস্টিক (glass reinforced plastic) দ্বারা নির্মাণ করিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের ক্ষেত্রে, প্রতিটি মজুদ ট্যাংক-এর ধারণক্ষমতার অন্যূন ৫ (পাঁচ) শতাংশ এবং তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের ক্ষেত্রে, প্রতিটি মজুদ ট্যাংক-এর ধারণক্ষমতার অন্যূন ৩ (তিন) শতাংশ বাষ্পের জন্য খালি রাখিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

পেট্রোলিয়াম আমদানি

প্রথম অংশ-সাধারণ

২০। **পেট্রোলিয়াম আমদানির জন্য লাইসেন্স।**—(১) এই বিধিমালার অধীন মজুদের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম বা প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ আমদানি করিতে পারিবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পেট্রোলিয়াম বা প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ আমদানির লাইসেন্সধারীকে পেট্রোলিয়াম বা প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ আমদানির পূর্বে উহার মজুদের লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

২১। **অব্যাহতিপ্রাপ্ত পেট্রোলিয়াম।**—(১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

(ক) বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম;

(খ) মোটর যানের সহিত সংযুক্ত ফুয়েল ট্যাংক-এ রক্ষিত প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম;

(গ) জাহাজের ভাণ্ডারে রক্ষিত দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম, তবে উহা স্বাভাবিক পরিমাণ হইতে অতিরিক্ত পরিমাণের হইতে পারিবে না।

(২) জাহাজের ভান্ডারে রক্ষিত পেট্রোলিয়াম স্বাভাবিক পরিমাণ হইতে অতিরিক্ত পরিমাণের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন হইলে তৎসম্পর্কে কমিশনার অব কাস্টমস্ এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

দ্বিতীয় অংশ
সমুদ্রপথে আমদানি

২২। **নির্দিষ্ট বন্দরের মাধ্যমে আমদানি।**—(১) চট্টগ্রাম, মংলা, খুলনা ও পায়রা বন্দর ব্যতীত অন্য কোনো বন্দরের মাধ্যমে সমুদ্র পথে পেট্রোলিয়াম আমদানি করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনার অব কাস্টমস্ কর্তৃক প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের সুপারিশক্রমে অনুমোদিত অন্য কোনো বন্দরের মাধ্যমে ট্যাংক ব্যতীত অন্যবিধ ধারণপাত্র বা আধারে পেট্রোলিয়াম আমদানি করা যাইবে।

২৩। **পেট্রোলিয়াম বহনকারী জাহাজের মাস্টার অথবা এজেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা।**—(১) পেট্রোলিয়াম বহনকারী প্রত্যেক জাহাজের মাস্টার কোনো বন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্বে ফরম 'ক' তে তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র পাইলটের নিকট সরবরাহ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জাহাজ আগমনের পূর্বে জাহাজের এজেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত কোনো ঘোষণাপত্র বন্দর কনজারভেটরকে প্রদান করা হইলে জাহাজের মাস্টার কর্তৃক এই উপ-বিধির অধীন কোনো ঘোষণাপত্র প্রদানের প্রয়োজন হইবে না ।

(২) উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ঘোষণাপত্র পাইবার পর পাইলট অনতিলম্বে উহা বন্দর কনজারভেটরের নিকট প্রেরণ করিবে এবং কনজারভেটর, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ, উহা কমিশনার অব কাস্টমস্ এর নিকট প্রেরণ করিবে।

২৪। **পেট্রোলিয়াম বহনকারী জাহাজ নোঙ্গর।**—(১) পেট্রোলিয়াম ভর্তি প্রতিটি জাহাজ কেবল বন্দর কনজারভেটর কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে নোঙ্গর করিতে হইবে এবং তাহার নির্দেশ ব্যতীত কোনো জাহাজ উক্ত নোঙ্গরের স্থান ত্যাগ করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বহনকারী কোনো জাহাজের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

(২) বিস্ফোরক ভর্তি কোনো জাহাজ নোঙ্গরের স্থানে পেট্রোলিয়াম ভর্তি কোনো জাহাজ নোঙ্গর করিতে পারিবে না এবং পেট্রোলিয়াম বহনকারী জাহাজ নোঙ্গরের স্থান এমন দূরত্বে অবস্থিত হইতে

হইবে যাহাতে নোঙ্গারের স্থানে অবস্থিত অন্য কোনো জাহাজে অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটিলে উহা উভয় জাহাজের নোঙ্গর স্থানে ছড়াইয়া না পড়ে:

তবে শর্ত থাকে যে, তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বহনকারী কোনো জাহাজের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

২৫। **আমদানি সনদ ও লাইসেন্স দাখিল।**—বিধি ২১ এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অন্যান্য পেট্রোলিয়াম আমদানি করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি বা তাহার এজেন্ট কমিশনার অব কাস্টমস্ এর নিকট পেট্রোলিয়াম আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি অথবা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিবে।

২৬। **জাহাজ হইতে পেট্রোলিয়াম খালাসকরণ।**—(১) কমিশনার অব কাস্টমস্ এর অনুমোদন ব্যতীত আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম জাহাজ হইতে খালাস করা যাইবে না।

(২) কমিশনার অব কাস্টমস্ আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম পরীক্ষার প্রতিবেদন এবং বিধি ২৫ এর অধীন দাখিলকৃত লাইসেন্স বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি বা সনদপত্র প্রাপ্তির পর এবং, প্রয়োজনে, অধিকতর তদন্ত করিয়া যদি সন্তুষ্ট হন যে, বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে পেট্রোলিয়াম আমদানি করা হইয়াছে এবং উহা মজুদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা হইলে, তিনি আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম জাহাজ হইতে খালাস করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

(৩) কমিশনার অব কাস্টমস্ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বাংলাদেশে মজুদকরণের উদ্দেশ্যে নহে বরং বাংলাদেশের বাহিরে তৎক্ষণাৎ প্রেরণের উদ্দেশ্যে, পেট্রোলিয়াম বাল্ক ব্যতীত, আমদানি করা হইয়াছে, তাহা হইলে, বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে, তিনি বিধি ২০ ও ২৫ এর বিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদানক্রমে উক্ত পেট্রোলিয়াম জাহাজ হইতে খালাসকরণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) এই বিধির কোনো কিছুই আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা বিধির অধীন পেট্রোলিয়াম আটকের ব্যাপারে কমিশনার অব কাস্টমস্ এর ক্ষমতাকে খর্ব করিবে না।

২৭। **দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম জাহাজ হইতে খালাসকরণ।**—(১) বিধি ২৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি আমদানিকারক নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, পরীক্ষণ কর্মকর্তার প্রতিবেদন সন্তোষজনক না হইলে খালাসকৃত পেট্রোলিয়াম পুনঃজাহাজীকরণ করা হইবে, তাহা হইলে পরীক্ষণ কর্মকর্তার প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত, উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কমিশনার অব কাস্টমস্ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির কোনো পেট্রোলিয়াম কোনো নৌযান অথবা সমুদ্র সৈকতে খালাসের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো অনুমোদন প্রদান করা হইলে, খালাসকৃত পেট্রোলিয়াম বন্দর কনজারভেটর কর্তৃক নির্ধারিত স্থান বা এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সকৃত কোনো প্রাঙ্গণে মজুদ রাখিতে হইবে।

২৮। **বাল্ক পেট্রোলিয়াম খালাসকরণ।**—চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের বিধান অনুসারে আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম সরাসরি সমুদ্র সৈকতস্থ মজুদ ট্যাংক বা বার্জ বা বাল্কে আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম বহন করার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত লাইটার জাহাজের মাধ্যমে বন্দর কনজারভেটর কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত স্থানে খালাস করিতে হইবে।

২৯। **বাল্ক ব্যতিরেকে পেট্রোলিয়াম খালাসকরণ।**—(১) চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের বিধান অনুসারে বাল্ক ব্যতীত অন্য কোনোভাবে আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম খালাসের জন্য নির্ধারিত জেটি বা বার্জ বা লাইটার জাহাজে কনজারভেটর কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত স্থানে খালাস করিতে হইবে।

(২) পেট্রোলিয়াম ভর্তি কোনো ধারণপাত্র বা আধার মজবুত উপকরণ দ্বারা নির্মিত বা ছিদ্রমুক্ত না হইলে অথবা কর্তব্যে অবহেলাজনিত কারণ বা মারাত্মক দুর্ঘটনা ব্যতীত উহা ছিদ্র হইবে না বা ভাঙ্গিয়া যাইবে না মর্মে নিশ্চিত না হইলে কোনো পেট্রোলিয়াম খালাসের জন্য উহা অবরতণ করানো যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, পেট্রোলিয়াম ভর্তি ধারণপাত্র বা আধার এই বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্মিত না হইলে চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের বিধান অনুসরণক্রমে বন্দর কনজারভেটর কর্তৃক আরোপিত শর্তে তৎকর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো স্থানে পেট্রোলিয়াম খালাসের জন্য উহা অবরতণ করানো যাইবে।

৩০। **পেট্রোলিয়াম পরিবহন (Transshipment)।**—চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের বিধান অনুসারে এক বন্দর হইতে অন্য কোনো বন্দরে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে।

তৃতীয় অংশ
স্থলপথে পেট্রোলিয়াম আমদানি

৩১। **স্থলপথে পেট্রোলিয়াম আমদানি।**—সরকার কর্তৃক, বিশেষভাবে, নির্ধারিত স্থলপথ ব্যতীত অন্য কোনো স্থলপথে পেট্রোলিয়াম আমদানি করা যাইবে না।

৩২। **স্থলপথে পেট্রোলিয়াম আমদানির ঘোষণা, ইত্যাদি।**—বিধি ২১ এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অন্যান্য পেট্রোলিয়াম স্থলপথে আমদানি করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তি বা এজেন্ট কমিশনার অব কাস্টমস্ এর নিকট সরাসরি ফরম 'ক' তে তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণা প্রদানপূর্বক পেট্রোলিয়াম আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি অথবা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিবে।

৩৩। **পেট্রোলিয়াম খালাসকরণ।**—(১) কমিশনার অব কাস্টমস্ এর অনুমতি ব্যতীত স্থলপথে আমদানিকৃত কোনো পেট্রোলিয়াম খালাস করা যাইবে না।

(২) কমিশনার অব কাস্টমস্ স্থলপথে আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম পরীক্ষার প্রতিবেদন এবং বিধি ৩২ এ উল্লিখিত লাইসেন্স বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি প্রাপ্তির পর এবং, প্রয়োজনে, অধিকতর তদন্ত করিয়া যদি সন্তুষ্ট হন যে, বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে পেট্রোলিয়াম আমদানি করা হইয়াছে এবং উহা মজুদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা হইলে, তিনি আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম খালাস করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

(৩) কমিশনার অব কাস্টমস্ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বাংলাদেশে মজুদকরণের উদ্দেশ্যে নহে বরং বাংলাদেশের বাহিরে তৎক্ষণাৎ প্রেরণের উদ্দেশ্যে বাল্কে ব্যতীত পেট্রোলিয়াম আমদানি করা হইয়াছে, তাহা হইলে, বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে, তিনি বিধি ২০ ও ৩২ এর বিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদানক্রমে, উক্ত পেট্রোলিয়াম খালাসকরণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) এই বিধির কোনো কিছুই আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা বিধির অধীন পেট্রোলিয়াম আটকের ব্যাপারে কমিশনার অব কাস্টমস্ এর ক্ষমতাকে খর্ব করিবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
পেট্রোলিয়াম পরিবহন
প্রথম অংশ-সাধারণ

৩৪। **যাত্রী, দাহ্য পদার্থ এবং প্রজ্বলনীয় পদার্থ একত্রে পরিবহনে বিধি-নিষেধ।**—বিধি ৪৩, ৪৪, ৫৭ ও ৬৫(খ) এর বিধান পরিপালন ব্যতীত যাত্রী, দাহ্য বা প্রজ্বলনীয় পদার্থ বা কয়লা বহন করা হয় এমন কোনো জাহাজ, নৌযান বা পরিবহন যানে কোনো বাল্ক বা ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে না।

৩৫। **ছিদ্রযুক্ত ধারণপাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ।**—কোনো ছিদ্রযুক্ত ট্যাংক বা অন্য কোনো ধারণপাত্র বা আধারে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে না।

৩৬। ব্যারেল, ড্রাম, ইত্যাদি ভর্তিকরণ।—ব্যারেল, ড্রাম বা অন্য কোনো ধারণপাত্র বা আধারে পেট্রোলিয়াম ভর্তি ও উহা পরিবহনের সময় উহার মুখ উপরের দিকে রাখিতে হইবে।

৩৭। **রাত্রিকালে পেট্রোলিয়াম ভর্তি এবং খালাসকরণে বিধি-নিষেধ।**—(১) কোনো জাহাজ, নৌযান অথবা পরিবহন যানে সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাস করা যাইবে না, যদি না পেট্রোলিয়াম ভর্তি অথবা খালাস করিবার স্থানে পর্যাপ্ত—

(ক) আলোর ব্যবস্থা থাকে এবং অষ্টম অধ্যায়ের বিধানাবলি সম্পূর্ণরূপে মানিয়া চলা হয়;

(খ) অগ্নি-নির্বাপক সরঞ্জামাদি এবং যোগ্য জনবল থাকে যাহাতে অগ্নিজনিত দুর্ঘটনা দ্রুত মোকাবেলা করা যায়।

(২) লাইসেন্সকৃত কোনো নৌযান বা পরিবহন যান দ্বারা কোনো উড়োজাহাজে জ্বালানি সরবরাহ বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোনো উড়োজাহাজে জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

দ্বিতীয় অংশ
জলপথে পেট্রোলিয়াম পরিবহন

৩৮। **জলপথে ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম পরিবহনের শর্তাবলি।**—(১) জাহাজ অথবা অন্য কোনো নৌযানে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত অংশে পেট্রোলিয়াম মজুদ ও পরিবহন করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালার অধীন ফরম 'ড' তে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত কোনো জাহাজ বা অন্য কোনো নৌযানের মাধ্যমে জলপথে বাল্কে পেট্রোলিয়াম মজুদ ও পরিবহন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম পরিবহনকারী জাহাজ বা নৌযানের ক্ষেত্রে এই বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না;

(খ) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অরোপিত শর্তাবলি পালন সাপেক্ষে, এই উপ-বিধিতে উল্লিখিত লাইসেন্স ব্যতীত ফেরীতে নদী পারাপারে স্বীকৃত ওয়াগন বা ট্যাংক পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে।

৩৯। **পেট্রোলিয়াম পরিবহনকারী নৌযান নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ।**—(১) বিধি ৩৮ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন স্বীকৃত ওয়াগন ফেরী ব্যতীত বাল্ক বা ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম বহনকারী প্রতিটি জাহাজ বা নৌযান উহার মোট আয়তনের অনুপাতে লোহা বা ইস্পাত খণ্ড দ্বারা শক্তভাবে নির্মাণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক তৎকর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, লোহা বা ইস্পাত ব্যতীত অন্য কোনো উপকরণ দ্বারা নির্মিত জাহাজ অথবা নৌযান ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৪০। **জাহাজ বা নৌযানে ট্যাংক সংযুক্তকরণ।**—তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অন্য শ্রেণির পেট্রোলিয়াম জাহাজ বা অন্য কোনো নৌযানে পরিবহনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(ক) সকল ট্যাংক-এর সহিত অনুমোদিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ভর্তিকরণ ও সাকশন পাইপ এবং ভাল্ব অথবা ফাঁকা ফ্লাঞ্জ যুক্ত খাড়া পাইপ সংযুক্ত থাকিতে হইবে;

(খ) সকল পাইপ নিচের দিকে ট্যাংক-এর তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিবে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর লিখিত অনুমোদন ব্যতীত উক্তরূপ পাইপ ও ভাল্ব ব্যতিরেকে অন্য কোনোভাবে ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাস করা যাইবে না;

(গ) সকল ট্যাংক-এ স্ক্রু সংযুক্ত ঢাকনার সহিত পেট্রোলিয়াম নিরোধী সংযোগ বিশিষ্ট ম্যানহোল সংযুক্ত থাকিতে হইবে এবং প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ট্যাংক-এ প্রতি রৈখিক সেন্টিমিটারে অন্যূন ১১টি ফাঁসবিশিষ্ট তারজালি দ্বারা অনুমোদিত নমুনা অনুসারে সঠিকভাবে সংরক্ষিত বায়ু নির্গমন পথ অথবা রিলিফ ভাল্ব সংযুক্ত থাকিতে হইবে; এবং

(ঘ) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক নির্ধারিত ছোট আকৃতির নৌযান ব্যতীত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীন ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার মধ্য দিয়ে যাতায়াতকারী সকল পেট্রোলিয়াম বহনকারী জাহাজ সহ অন্য সকল জাহাজের কার্গো ট্যাংক ডবল বটম ও ডবল হালবিশিষ্ট হইতে হইবে।

৪১। **স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত বার্জ (Self-propelled barges)।**—তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অন্য কোনো পেট্রোলিয়াম স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত বার্জে পরিবহন করিবার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(ক) বার্জের সকল যন্ত্রপাতি উহার পশ্চাদংশে থাকিবে এবং উহা কার্গো ট্যাংক হইতে অন্যূন ৭৫ (পঁচাত্তর) সেন্টিমিটার দূরে দুইটি আড়াআড়িভাবে পেট্রোলিয়াম নিরোধী বাল্ক হেড দ্বারা স্থাপিত কফারড্যাম দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকিতে হইবে;

(খ) কার্গো স্পেসে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(গ) দ্রুত কার্যকর ক্লোজিং ভাল্ব যাহা মেশিন কক্ষের বাহির হইতে পরিচালনা করা যায়, এমন প্রতিটি ফিল পাইপ এবং ফুয়েল ট্যাংকারের সংযোগ স্থলে স্থাপন করিতে হইবে;

(ঘ) বার্জে ভারী কাঠের বেল্টিং থাকিতে হইবে।

৪২। **বার্জ বা ফ্ল্যাটে বাল্ক পেট্রোলিয়াম পরিবহন।**–(১) বার্জ বা ফ্লাটে বাল্ক পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে না, যদি না বার্জ বা ফ্ল্যাট স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত হয় অথবা উহাকে স্টীমার বা অন্য কিছু দ্বারা টানিয়া নেওয়া যায়।

(২) বার্জ বা ফ্ল্যাটে বাল্ক পেট্রোলিয়াম পরিবহন করিতে হইলে পেট্রোলিয়াম হইতে সৃষ্ট আগুন নিভাইতে সক্ষম এমন অন্যূন ৪ (চার) টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, ডেকে এক ঢাকনা বিশিষ্ট স্ট্যান্ড-বক্সে অন্যূন ২০ (বিশ) ঘনমিটার শুষ্ক বালি, নন-স্পার্কিং ধর্ম বিশিষ্ট ধাতু দ্বারা নির্মিত একটি উপযুক্ত হাতুরী এবং একটি লাল পতাকা থাকিতে হইবে।

৪৩। **দাহ্য কার্গোতে পেট্রোলিয়াম পরিবহনে বিধি-নিষেধ।**—(১) পেট্রোলিয়াম অথবা কয়লা ব্যতীত যাত্রী বা কোনো দাহ্য কার্গো বহনকারী কোনো জাহাজ বা অন্য কোনো নৌযান বাল্ক বা ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে না।

(২) জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার্য তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনের নিচে সেলুলার ডবল বটম ট্যাংক বয়লার কক্ষ এবং সাধারণ খোলে পরিবহনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, তবে এইরূপ ফুয়েল অয়েল ট্যাংক এবং উহার সহিত সংযুক্ত স্থাপনাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মার্চেন্ট শিপিং বিধিমালার বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে।

৪৪। **আনবার্থড যাত্রীবাহী জাহাজে কার্গো হিসাবে পেট্রোলিয়াম পরিবহন।**–(১) আনবার্থড় যাত্রীবাহী জাহাজে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পেট্রোলিয়াম পরিবহন করিবার জন্য অন্য কোনো উপায় না থাকিলে বাল্ক বা ট্যাংক-এ ব্যতীত অনধিক ১,২৫০ (এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ) লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আনবার্থড কোনো যাত্রীবাহী জাহাজে পরিবহন করা যাইবে যদি জাহাজের জীবনতরী যতজন যাত্রীর নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করিতে পারে তদাপেক্ষা অতিরিক্ত যাত্রী জাহাজে বহন না করা হয় এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক আরোপিত শর্ত পরিপালন করা হয়।

(৩) আনবার্থড যাত্রীবাহী জাহাজ সমুদ্রপথে স্থলভাগ হইতে ৩২ (বত্রিশ) কিলোমিটারের অধিক দূরত্ব অতিক্রম না করিলে উপ-বিধি (২) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

৪৫। **যাত্রীবাহী দেশি নৌযানে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পরিবহনে বিধি-নিষেধ।**—যাত্রীবাহী দেশী নৌযানে, যাত্রী বহনকালে, প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে না।

৪৬। **পেট্রোলিয়াম বহনকারী নৌযান টানিয়া নেওয়ার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।**—(১) বাল্ক বা ট্যাংক-এ তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অন্য কোনো শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বহনকারী বার্জ, ফ্ল্যাট বা লাইটার জাহাজকে টানিয়া নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত কোনো স্টীমার বা টাগ দ্বারা একই সময়ে পেট্রোলিয়াম বা কয়লা ব্যতীত কোনো দাহ্য কার্গো বহনকারী অন্য কোনো নৌযান টানিয়া লওয়া বা যুক্ত রাখা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত স্টীমার বা টাগ পেট্রোলিয়াম বা কয়লা ব্যতীত অন্য কোনো দাহ্য কার্গো বহন করিতে পারিবে না।

(৩) উক্তরূপ সকল স্টীমার বা টাগের সহিত কার্যকর স্পার্ক অ্যারেস্টার সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

৪৭। **জাহাজের খোল এবং ট্যাংক-এ অবাধে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।**—(১) কোনো পেট্রোলিয়াম বহনকারী জাহাজ বা নৌযান হইতে পেট্রোলিয়াম খালাস করিবার পূর্বে জাহাজের খোলে অবাধে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অথবা অনধিক ২,০০০ (দুই হাজার) লিটার দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অথবা তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বহনকারী নৌযানের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

(২) কোনো নৌযান হইতে সম্পূর্ণরূপে পেট্রোলিয়াম খালাস করিবার পর উহার খোল, ট্যাংক এবং তলদেশের প্রশস্ত অংশ দাহ্য বাষ্প হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৩) আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম বহনকারী জাহাজ যাহা কার্গো খালাসের পর অনতিবিলম্বে বন্দর ত্যাগ করে অথবা কেবল জ্বালানি, স্টোর বা ব্যালাস্ট গ্রহণের উদ্দেশ্যে বা বন্দর কনজারভেটরের অনুমোদন সাপেক্ষে অনুরূপ কোনো কাজের নিমিত্ত বন্দরে অবস্থান করে, সেই সকল জাহাজের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যদি কার্গো খালাসের পর তৎক্ষণাৎ উক্ত জাহাজের ট্যাংক-এর ঢাকনা নিরাপদে বাধিয়া রাখা হয়।

(৪) বার্জ অথবা লাইটার জাহাজের মাধ্যমে ট্যাংক-এ বিরামহীনভাবে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যদি -

(ক) পেট্রোলিয়াম খালাস এবং পরবর্তী বোঝাইয়ের মধ্যবর্তী সময় ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার অধিক না হয়; এবং

(খ) পেট্রোলিয়াম খালাসের পর পর তৎক্ষণাৎ জাহাজের ট্যাংক-এর ঢাকনা নিরাপদে বাঁধিয়া রাখা হয়।

(৫) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষভাবে নির্মিত স্টীল ট্যাংক সম্বলিত যান্ত্রিক নৌযানের (যাহা নদীতে অথবা বন্দর সীমানার বাহিরে নদীর অংশবিশেষে বাল্ক পেট্রোলিয়াম বহন করে) ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যদি পেট্রোলিয়াম খালাসের পর তৎক্ষণাৎ জাহাজের ট্যাংক-এর ঢাকনা নিরাপদে বাঁধিয়া রাখা হয় এবং খালাস কার্য সম্পন্ন হওয়ার ১২ (বার) ঘণ্টার মধ্যে পরবর্তী লোডিং স্টেশনের উদ্দেশ্যে উহা স্থান ত্যাগ করে।

(৬) যে সকল জাহাজ বা নৌযান উপ-বিধি (৩), (৪) অথবা (৫) এর বিধান অনুযায়ী উপ-বিধি (২) এর প্রয়োগ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সেই সকল জাহাজ বা নৌযানের খোল বা ট্যাংক দাহ্য বাষ্পমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বাল্ক বা ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম বহনকারী জাহাজ বা নৌযানের ক্ষেত্রে আরোপিত সকল বিধি-বিধান উহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৪৮। **নৌযানের মাস্টার বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়ী হওয়া।**—(১) পেট্রোলিয়াম বহনকারী প্রত্যেক জাহাজ বা বিধি ৩৮ এর অধীন সনদপ্রাপ্ত নৌযানের মাস্টার অথবা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের জন্য দায়ী থাকিবে, যথা:-

(ক) পেট্রোলিয়াম ভর্তিকরণ এবং খালসকরণের পূর্বে দুর্ঘটনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি (যেমন- হেলমেট, গ্যাস- মাস্ক, চশমা, ইত্যাদি) পরিধান না করিয়া কোনো ব্যক্তি জাহাজের ট্যাংক-এ বা কোনো আবদ্ধ স্থানে যেখানে পেট্রোলিয়াম বাষ্প বিদ্যমান আছে বলিয়া ধারণা করা হয় সেই স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যদি না উক্তরূপ ট্যাংক বা আবদ্ধ স্থান প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক, পেট্রোলিয়াম বাষ্প পরীক্ষণ সরঞ্জামের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন যে, উক্ত ট্যাংক বা আবদ্ধ স্থান পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়াম বাষ্প মুক্ত;

(গ) পেট্রোলিয়াম অথবা পেট্রোলিয়াম বাষ্প ধারণকৃত নৌযানের কোনো অংশ বা ফিটিং হট ওয়ার্ক দ্বারা নির্মাণ করা যাইবে না, যদি না উহা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক পেট্রোলিয়াম বাষ্প পরীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন যে, নৌযানের উক্ত অংশ পেট্রোলিয়াম বাষ্প বা পেট্রোলিয়াম মুক্ত;

(ঘ) কার্গো হিসাবে ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম বহনকারী কোনো নৌযান-

(অ) অন্যান্য জাহাজের নিরাপদ এলাকার মধ্যে আসিতে পারিবে না, যদি না উহা কোনো অয়েল বার্থের দিকে না যায় অথবা উহা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বাষ্প পরীক্ষণ সরঞ্জামের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন যে, উক্ত নৌযানের ট্যাংক, কপারড্যাম, পাম্প রুম বা নৌযানের কোনো আবদ্ধ স্থান পেট্রোলিয়াম বাষ্প মুক্ত;

(আ) কোনো ড্রাই ডকে যাইতে পারিবে না, যদি না দফা (খ) তে বর্ণিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়;

(ই) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রে উহার মেয়াদ এবং পালনীয় শর্তাবলি উল্লেখ থাকিতে হইবে;

(ঈ) ট্যাংক-এর ঢাকনা অথবা হ্যাচ খুলিতে বা খালাসের সময় উন্মুক্ত লোহা বা স্টীল বিশিষ্ট কোনো জুতা পরিধান করিয়া নৌযানের ডেকে চলাফেরা করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো পরীক্ষার জন্য জাহাজের মাস্টার বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

৪৯। **ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম ভর্তি ও খালাস।**—(১) কেবল আর্মরড্ হোস এবং মেটাল পাইপ দ্বারা ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম ভর্তি এবং খালাস করিতে হইবে।

(২) পেট্রোলিয়াম ভর্তি এবং খালাসে ব্যবহৃত সকল হোস, পাইপ এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি বৈদ্যুতিকভাবে নিরবিচ্ছিন্ন এবং ছিদ্রমুক্ত থাকিতে হইবে।

৫০। **ভর্তি এবং খালাসকরণে সাবধানতা অবলম্বন।**—ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম ভর্তি ও খালাসের কাজ যথোপযুক্ত সাবধানতার সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে এবং উক্তরূপে খালাস কার্য সম্পন্নের পর জাহাজ বা নৌযানটির ট্যাংক, খোল এবং সকল ভর্তি অথবা খালাসকরণ ভাল্ব যথাশীঘ্র বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

৫১। **নৌযানে অনাবৃত বাতি, আগুন এবং ধূমপান নিষিদ্ধ।**—ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম বহনকারী কোনো বার্জ, ফ্ল্যাট, বা লাইটার জাহাজ অথবা ট্যাংক ব্যতীত অন্যবিধ ধারণপাত্রে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বহনকারী কোনো নৌযানে অথবা কোনো সমুদ্র সীমার মধ্যে এক নৌযান হইতে অন্য নৌযানে পেট্রোলিয়াম স্থানান্তর করিবার সময় নৌযানে কোনো অনাবৃত বাতি, আগুন, ফিউজ, দিয়াশলাই বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা বিস্ফোরণ সৃষ্টিকারী কোনো যন্ত্র রাখা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধির বিধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত বার্জের প্রোপালশন ইঞ্জিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা হইবে না।

৫২। **ভর্তি এবং খালাসকালে ধূমপান, আগুন ও অনাবৃত বাতি নিষিদ্ধ।**—(১) নিম্নবর্ণিত অবস্থায় কোনো জাহাজ বা নৌযানে আগুন বা অনাবৃত বাতি বা ধুমপান নিষিদ্ধ থাকিবে এবং ভর্তি অথবা খালাসকরণ স্থানের চারপাশে ৩০ (ত্রিশ) মিটারের মধ্যে উক্তরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎস নিষিদ্ধ থাকিবে, যথা:-

(ক) জাহাজ বা কোনো নৌযানে যতক্ষণ ভর্তি অথবা খালাসকরণ চলিতে থাকে;

(খ) যতক্ষণ জাহাজের খোল বা ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম লোডিং অথবা উহা হইতে পেট্রোলিয়াম আনলোডিং চলিতে থাকে;

(গ) জাহাজ বা নৌযানের খোল বা ট্যাংক বন্ধ থাকে;

(ঘ) খালাসকরণের পর ট্যাংক বা খোল যতক্ষণ পর্যন্ত দাহ্য বাষ্প মুক্ত করা না হয়।

(২) দাহ্য বাষ্পে অগ্নি সৃষ্টিতে অক্ষম এমন কোনো বাতি, চুল্লি বা অনুরূপ কোনো সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা অন্য কোনোভাবে তৈরি কোনো যন্ত্র যদি ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে উপ-বিধি (১) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

৫৩। **ব্যবহারের জন্য অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র প্রস্তুত রাখা।**—পেট্রোলিয়াম ভর্তি এবং খালাসের সময় নৌযানে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি সহজে গমন করা যায় এমন কোনো স্থানে রাখিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনে উহা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহার করা যায় এবং প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ভর্তি ও খালাসের ক্ষেত্রে উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জামাদি খালাসকরণের স্থানের সন্নিকটে কোনো সুবিধাজনক স্থানে গুটাইয়া রাখিতে হইবে।

৫৪। **বিভিন্ন শ্রেণির পেট্রোলিয়াম একত্রে পরিবহনে বিধি-নিষেধ।**—(১) প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের সহিত একত্রে একই নৌযানে বহন করিয়া তীরে বা অন্য কোনো জাহাজে নেওয়া যাইবে না।

(২) সম্পূর্ণ আলাদা পাইপ লাইন ও পাম্প-এর মাধ্যমে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাসের ব্যবস্থা থাকিলে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কোনো নৌযানকে উপ-বিধি (১) এর বিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৫৫। **সমুদ্রপথে অপরীক্ষিত পেট্রোলিয়াম পরিবহন।**—কোনো পেট্রোলিয়াম বিধি ২২ এর উপ-বিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত বন্দরের মাধ্যমে আমদানিকৃত এবং সপ্তম অধ্যায়ের বিধান অনুসারে পরীক্ষিত না হইয়া থাকিলে বিধি ২২ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন পেট্রোলিয়াম আমদানির ক্ষেত্রে অনুমোদিত বন্দর ব্যতীত অন্য কোনো বন্দর হইতে পরিবহন করা যাইবে না।

তৃতীয় অংশ
সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে বাল্ক বা ট্যাংক-এ ব্যতীত প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পরিবহন

৫৬। **প্রয়োগ**—(১) এই অংশের বিধানসমূহ বাল্ক পেট্রোলিয়াম ব্যতীত কেবল সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই অংশে ভিন্নরূপ কোনো শর্ত আরোপ করা না হইয়া থাকিলে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশের কোনো বিধান এই অংশের বিধান অনুসারে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৫৭। **আন্‌বার্থড যাত্রীবাহী জাহাজে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের শর্তাবলি।**—প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বাল্ক বা ট্যাংক-এ পরিবহন ব্যতিরেকে অন্য কোনো ধারণপাত্র বা আধারে আনবার্থড্ যাত্রীবাহী জাহাজে বিধি ৩৪, ৫৯ হইতে ৬৫ এর বিধান অনুসারে পরিবহন করা যাইবে।

৫৮। **পেট্রোলিয়াম পরিবহন করিবার অনুমোদিত সর্বাধিক পরিমাণ।**—পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত সীমা অতিক্রম না করিলে বাল্ক বা ট্যাংক-এ পরিবহন ব্যতিরেকে অন্য কোনো ধারণপাত্র বা আধারে আনবার্থড যাত্রীবাহী জাহাজ ব্যতীত দেশীয় নৌযান, স্টীম বা মোটর চালিত জলযানে বিধি ৩৪ এবং বিধি ৫৯ হইতে ৬৫ অনুসরণ সাপেক্ষে পরিবহন করা যাইবে, যথা:-

(ক) দেশিয় নৌযানের ক্ষেত্রে, পেট্রোলিয়াম বহনে ব্যবহৃত ব্যারেল বা টিনের ওজন হিসাবে ধরিয়া নৌযানের লাইসেন্সকৃত ধারণ ক্ষমতার সমপরিমাণ পেট্রোলিয়াম; অথবা

(খ) স্টীম বা মোটর চালিত নৌযানের ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) টন।

৫৯। **ডেকের নীচে পরিবহন।**—নৌযানের খোলে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকিলে ডেক বিশিষ্ট নৌযানের ডেকের নীচে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে না।

৬০। **বাল্ক হেডের শর্তাবলি।**— (১) দেশি নৌযান ব্যতীত সকল ধরনের নৌযানে ছিদ্রবিহীন দৃঢ় গ্যাস নিরোধক এবং দেশি নৌযানে ছিদ্র বিহীন দৃঢ় বাল্ক হেড নৌযানের খোল ও নাবিকদের বাসস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং পশ্চাৎ প্রান্ত পাটাতন বিশিষ্ট নৌযানের ক্ষেত্রে বাল্ক হেড উক্ত পাটাতনের সরাসরি সম্মুখে স্থাপন করিতে হইবে।

(২) ডেকবিশিষ্ট নৌযানের বাল্কহেড ডেক পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিবে এবং অন্যান্য নৌযানের ক্ষেত্রে উহা পোতপার্শ্বের উপরদিকের কিনারায় ১৫ (পনের) সেন্টিমিটার উচ্চতা পর্যন্ত পৌছাইতে হইবে।

৬১। **আগুন, বাতি এবং ধুমপান নিষিদ্ধ।**—(১) সলিড বাল্ক হেডের পশ্চাৎ অংশ ব্যতীত প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বহনকারী নৌযানের কোথাও আগুন জ্বালানোসহ যে কোনো ধরনের উন্মুক্ত বাতির ব্যবহার ও ধুমপান করা যাইবে না।

(২) নৌযানের নেভিগেশনাল লাইট বাল্কহেডের পশ্চাতে থাকিতে হইবে।

৬২। **অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা।**—প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বহনকারী নৌযানে আগুন নির্বাপনের জন্য উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি উক্ত নৌযানের সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং অন্যূন ২ (দুই) টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ডেকের পশ্চাতে সর্বদা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬৩। **স্টীম অথবা মোটর নৌযান নির্মাণ।**—স্টীম অথবা মোটর নৌযান পেট্রোলিয়াম বহনের জন্য বিশেষভাবে নির্মাণ করা না হইলে উহা পেট্রোলিয়াম বহনের কাজে ব্যবহার করা যাইবে না, যদি না উহা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত লোহা, স্টীল অথবা অনুরূপ অন্য কোনো উপকরণ দ্বারা নির্মাণ না করা হইয়া থাকে।

৬৪। **স্টীম অথবা মোটর নৌযানে পেট্রোলিয়াম বহন।**—স্টীম অথবা মোটর চালিত নৌযান বিশেষভাবে নির্মিত না হইলেও নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত নৌযান পেট্রোলিয়াম বহন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) পেট্রোলিয়াম গ্যাস প্রতিরোধী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপে আবদ্ধ কোনো কক্ষ বা বিধি ৫৯ অনুসারে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা সম্পন্ন নৌযানের খোলে অথবা বিধি ৬৫ অনুসারে নৌযানের ডেকে বহন করা হইলে;

(খ) প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বিধি ১৭ ও বিধি ১৮ এর বিধানাবলি পালন সাপেক্ষে কোনো ধারণপাত্রে ধারণ করা হইলে;

(গ) কার্গো ভর্তি অথবা খালাস করার সময় অথবা নৌযানের হ্যাচ বন্ধ অবস্থায় অথবা ডেকের কোনো স্থান অনাবৃত থাকিলে ধূমপান, আগুন অথবা যে কোনো ধরনের বাতি যাহাতে ব্যবহার করা না হয়, সেই সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইলে;

(ঘ) প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ধারণপাত্র নৌযানের পেট্রোলিয়াম বাষ্পমুক্ত কক্ষে নিরাপদভাবে বন্ধ করিয়া রাখা হইলে।

৬৫। **ডেকে পেট্রোলিয়াম পরিবহন।**—পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত নহে এইরূপ স্টীম বা মোটর নৌযানের ডেকে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পরিপালন সাপেক্ষে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে, যথা:—

(ক) কার্গো জাহাজে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম খোলা ডেক এলাকার অর্ধেকের অধিক স্থান দখল করিয়া রাখা যাইবে না এবং উহা এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে নৌপথে চলাচলে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় অথবা সমুদ্রপথে চলার অযোগ্য না হইয়া পড়িলে;

(খ) যাত্রীবাহী জাহাজে সীমিত পরিমাণ প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বহন করা যাইবে যদি উক্ত পেট্রোলিয়াম যথোপযুক্ত সতর্কতার সহিত রাখা হয় এবং পেট্রোলিয়াম প্যাকেজ যাত্রী চলাচলের স্থান এবং ডেক এলাকা হইতে দূরে রাখা হয়;

(গ) মোটা বস্ত্র বা অন্য কোনো ভাবে আচ্ছাদন করিয়া সরাসরি সূর্য রশ্মি হইতে পেট্রোলিয়ামকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে;

(ঘ) ধূমপান অথবা দিয়াশলাই জ্বালানো হইতে সৃষ্ট বিপদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্য ডেক কার্গোর নিকটে সহজে দৃশ্যমান স্থানে নোটিশ টাঙাইয়া রাখা হইলে।

৬৬। **দেশি নৌযানে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের ক্ষেত্রে শর্তাবলি।**―নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পালন ব্যতীত দেশি নৌযানে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে না, যথা:-

(ক) পেট্রোলিয়াম ২০০ (দুইশত) লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন স্ক্রু দ্বারা মজবুতভাবে বন্ধ স্টীল ব্যারেল অথবা ২০ (বিশ) লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন আবদ্ধ স্টীলের ড্রামে, অনধিক তিনস্তর, অথবা ১০ (দশ) লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন আবদ্ধ স্টীলের ড্রামে অনধিক ছয়স্তর, নৌযানে বহন করা যাইবে;

(খ) সকল ব্যারেল বা টিন সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে হইবে এবং ছিদ্রযুক্ত কোনো ব্যারেল বা টিন কোনো নৌযানে রাখা যাইবে না;

(গ) ডেক বিহীন নৌযান অথবা ডেক বিশিষ্ট নৌযানের ডেকের পশ্চাতে যেখানে নাবিকদের বসবাসের ব্যবস্থা থাকে উহার ১.২ মিটারের মধ্যে কোনো ব্যারেল, ড্রাম বা টিন রাখা যাইবে না; এবং

(ঘ) নৌযানে কোনো যাত্রী বহন করা যাইবে না।

চতুর্থ অংশ

স্থলপথে পরিবহন

৬৭। **প্রয়োগ।**―বিধি ৮৬ এর শর্ত সাপেক্ষে অনধিক ১০০ (একশত) লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম এবং ট্যাংক-এ ব্যতীত অন্য যে কোনো শ্রেণির পেট্রোলিয়াম এবং প্রতিরক্ষা বাহিনী কর্তৃক পরিবহনকৃত যে কোনো শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পরিবহন ব্যতীত এই অংশের বিধানাবলি স্থলপথে পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৬৮। **ট্যাংকযুক্ত যান।**―(১) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর অনুমোদন সাপেক্ষে বাল্ক পেট্রোলিয়াম বহনকারী প্রত্যেকটি ট্যাংকযুক্ত যান বিধি ৬৯ হইতে বিধি ১০৪ এ বর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে নির্মাণ, পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

(২) ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যান অথবা উহার নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি এই বিধিমালার বিধান অনুসারে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত না থাকিলে উহার অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত উক্ত বিষয়ের বিস্তারিত তথ্যাদি এবং ১২ (বার) সেট নকশা দাখিল করাসহ এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিরীক্ষণ ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৩) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত বিধান অনুসারে নকশা প্রাপ্তির পর এবং প্রয়োজনবোধে আরও তথ্য সংগ্রহ করিয়া যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যান এবং নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি বিধি ৬৯ হইতে বিধি ১০৪ এ বর্ণিত বিধানাবলির চাহিদা পূরণ করে, তাহা হইলে তিনি উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত নকশা অনুমোদন করিবেন এবং অনুমোদিত নকশার একটি কপি আবেদনকারীকে প্রদান করিবেন।

(৪) রেলপথে ট্যাংক ওয়াগনে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের ক্ষেত্রে এই বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

৬৯। **ট্যাংক যুক্ত পরিবহন যানের মূল নকশা।**—(১) বাল্ক পেট্রোলিয়াম পরিবহনকারী ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যানের মূল নকশা দক্ষ প্রকৌশল পদ্ধতিতে প্রণয়ন করিতে হইবে যাহাতে পরিবহন যানটির ইঞ্জিন নির্মাণে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি নিরাপদ রাস্তা অতিক্রম (safe road performance) ও ইঞ্জিনের ব্রেক এর মধ্যে পরিবহন যানটির সঠিক কাঠামোগত সম্পর্ক নিশ্চিত থাকে।

(২) পরিবহন যানটির বডি, চেসিস, সংযুক্ত ট্যাংক এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি অগ্নি নিরোধী উপকরণ দ্বারা মজবুতভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে স্বাভাবিক পরিচালনের সময় পরিবহন যানে ধারণকৃত পেট্রোলিয়াম চুয়াইতে না পারে এবং দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করিতে পারে।

(৩) কোনো ট্যাংক-এর সর্বোচ্চ প্রস্থ যে পরিবহন যানের উপর উহাকে স্থাপন করা হইবে অথবা যে পরিবহন যান উহাকে টানিয়া লইবে সেই পরিবহন যানের মোট প্রস্থের চেয়ে কম হইতে হইবে।

৭০। **ট্যাংক নির্মাণের উপকরণ।**—নিম্নবর্ণিত বাস্তব চাহিদা (physical requirements) এবং পুরুত্ববিশিষ্ট লোহা বা স্টীল অথবা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো উপকরণ দ্বারা ট্যাংক নির্মাণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) বাস্তব চাহিদা:

(অ) ইল্ডপয়েন্ট সর্বনিম্ন ....১৭০০ কেজি /বর্গ সেমি:;

(আ) চূড়ান্ত শক্তি (ultimate strength)সর্বনিম্ন................ ৩১০০ কেজি/বর্গ সেমি:;

(ই) স্ট্যান্ডার্ড ৫ সেমি: গেজ দৈর্ঘের উপর সর্বনিম্ন বিস্তৃতি ২০%;

(খ) ধাতুর পুরুত্ব:

(অ) প্রতি সেন্টিমিটারে ২১ লিটার আয়তন ধারণক্ষমতার জন্য ট্যাংক-এর প্রান্তভাগ মধ্যবর্তী দেয়াল, ব্যাফল এবং স্টিফেনার এর ন্যূনতম পুরুত্ব ২মিমিঃ এর কম হইবে না বা প্রতি সেন্টিমিটারে ২১ লিটার এর অধিক আয়তন ধারণ ক্ষমতার জন্য উক্ত পুরুত্ব ২.৭ মিমিঃ হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ট্যাংক-এর প্রান্ত ভাগের পুরুত্ব দফা (খ) এ বর্ণিত ট্যাংক-এর খোলের পুরুত্বের চেয়ে কোনো ক্ষেত্রে কম হইবে না;

(আ) প্রতি সেন্টিমিটারে লিটারে ট্যাংক-এর আয়তন ধারণক্ষমতার সহিত ট্যাংক খোলের পুরুত্বের সম্পর্ক থাকিবে এবং ট্যাংক-এর মধ্যবর্তী দেয়াল ব্যাফলস

স্টিফেনারস এবং বক্রাকার খোলের ব্যাসার্ধের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত দূরত্ব বজায় থাকিবে, যথা:—

ট্যাংক-এর পুরুত্ব ও ধারণ ক্ষমতা	মধ্যবর্তী দেয়াল ও ব্যাফলের সংলগ্নি এবং স্টিফেনারের মধ্যে দূরত্ব		
	৯০ সেমি. পর্যন্ত	৯১ সেমিঃ এর অধিক ১৩৫ সেমিঃ পর্যন্ত	১৩৫ সেমিঃ এর অধিক
(১) ১৭৫ সেমিঃ পর্যন্ত খোল ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ট্যাংক-এ সর্বনিম্ন পুরুত্ব এবং নূন্যতম ধারণক্ষমতা			
(ক) প্রতি সেমিঃ ২১ লিটার পর্যন্ত	২.০ মিমিঃ	২.০ মিমিঃ	২.০ মিমিঃ
(খ) প্রতি সেমিঃ ২১ লিটারের উর্ধ্বে ২৭ লিটার পর্যন্ত	২.০ মিমিঃ	২.৬ মি:মি:	২.৬ মি:মি:
(গ) প্রতি সেমিঃ ২৭ লিটারের উর্ধ্বে	২.৬ মি:মি:	২.৬ মি:মি:	২.৬ মি:মি:
(২)১৭৫ সেমিঃ এর অধিক কিন্তু ২২৫ সেমিঃ এর অধিক নহে এমন খোল ব্যার্সাধ বিশিষ্ট ট্যাংক-এর সর্বনিম্ন পুরুত্ব এবং আয়তন ধারণ ক্ষমতা নূন্যতম			
(ক) প্রতি সেমিঃ ২১ লিটার পর্যন্ত	২.০ মি:মি:	২.০ মি:মি:	২.০ মি:মি:
(খ) প্রতি সেমিঃ ২১ লিটারের উর্ধ্বে ২৭ লিটার পর্যন্ত	২.৬ মি:মি:	২.৬ মি:মি:	২.৬ মি:মি:
(গ) প্রতি সেমিঃ ২৭ লিটারের অধিক	২.৬ মি:মি:	২.৬ মি:মি:	৩.৩ মি:মি:
(৩) ২৫৫ সেমিঃ এর অধিক খোল ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ট্যাংক-এ সর্বনিম্ন পুরুত্ব এবং নূন্যতম ধারণক্ষমতা			
(ক) প্রতি সেমিঃ ২১লিটার পর্যন্ত	২.০ মি:মি:	২.০ মি:মি:	২.০ মি:মি:
(খ) প্রতি সেমিঃ ২১লিটারের উর্ধ্বে ২৭ লিটার পর্যন্ত	২.৬ মি:মি:	২.৬মি:মি:	৩.৩মি:মি:
(গ) প্রতি সেমিঃ ২৭ লিটারের উর্ধ্বে	২.৬ মি:মি:	৩.৩ মি:মি:	৩.৩ মি:মি:
(৪) ৩১০ সেমিঃ এর অধিক খোল ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ট্যাংক-এ সর্বনিম্ন পুরুত্ব এবং নূন্যতম ধারণক্ষমতা			
(ক) প্রতি সেমিঃ ২১ লিটার পর্যন্ত	২.৬ মিমিঃ	৩.৩ মিমিঃ	৩.৩ মিমিঃ
(খ) প্রতি সেমিঃ ২১লিটারের উর্ধ্বে ২৭ লিটার পর্যন্ত	৩.৩ মিমিঃ	৩.৩ মিমিঃ	৩.৩ মিমিঃ
(গ) প্রতি সেমিঃ ২৭ লিটারের উর্ধ্বে	৩.৩ মিমিঃ	৩.৩ মিমিঃ	৩.৩ মিমিঃ

বিঃ দ্রঃ—যদি ট্যাংক-এর বৃত্তাকার ক্রস সেকশন ব্যতীত অন্য কোনো ক্রস সেকশন থাকে, তাহা হইলে উপরি-উক্ত টেবিলে উল্লিখিত ব্যাসার্ধ উক্ত ক্রস সেকশনের জন্য সর্বোচ্চ হইবে।

৭১। **ঝালাইকরণ।**—ট্যাংক, উহার খোল, উপরিভাগ, মধ্যবর্তী দেওয়াল, ব্যাফলস এবং স্টিফেনারস এর সকল সংযোগ কোনো স্বীকৃত পদ্ধতিতে ঝালাই করিতে হইবে এবং সকল সংযোগের কার্যকারিতা সংযুক্ত ধাতুর কার্যকারিতার শতকরা ৮৫ (পঁচাশি) ভাগের কম হইতে পারিবে না।

৭২। **ট্যাংককে স্বতন্ত্র কক্ষে বিভক্তকরণ।**—(১) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের লিখিত অনুমোদনক্রমে ৫ (পাঁচ) কিলোলিটারের অধিক নীট ধারণক্ষমতা সম্পন্ন কোনো ট্যাংককে তৈল নিরোধী পার্টিশন দ্বারা স্বতন্ত্র কক্ষে বিভক্ত করিতে হইবে এবং উক্তরূপ কোনো কক্ষের নীট ধারণক্ষমতা ৫ (পাঁচ) কিলোলিটারের অধিক হইতে পারিবে না।

(২) ট্যাংক-এর প্রত্যেক মধ্যবর্তী দেয়াল ডিস্ড, করুগেটেড, রি-ইনফোর্সড অথবা রোল্ড হইতে হইবে এবং উহাতে রি-ইনফোর্সড বিহীন চেপ্টা মধ্য দেয়াল স্থাপন করা যাইবে না ।

৭৩। **ট্যাংক পরীক্ষা।**—(১) একজন যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা ০.৩১৬ কেজি/বর্গসেঃমিঃ জলীয় চাপ প্রয়োগ করিয়া ট্যাংক-এর প্রত্যেক কক্ষ পরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ট্যাংক পরীক্ষাকালে—

(ক) চাপ দেওয়া অবস্থায় অন্যূন ১ (এক) ঘণ্টা রাখিতে হইবে এবং উহার পরিমাপ কক্ষের উপরিভাগ হইতে লইতে হইবে; এবং

(খ) ট্যাংক- এর পরীক্ষাধীন কক্ষে কোনো ছিদ্র থাকিতে পারিবে না এবং প্রযুক্ত চাপের কোনো পতন ঘটিতে পারিবে না।

(৩) কোনো ট্যাংক-এর পাশাপাশি দুইটি কক্ষ একই সঙ্গে পরীক্ষা করা যাইবে না অথবা উক্ত উদ্দেশ্যে পানি দ্বারা পূর্ণ করিয়া চাপ প্রয়োগ করা যাইবে না ।

৭৪। **ট্যাংক সংযুক্তকরণ ।**—(১) পরিবহন যানের সঙ্গে ট্যাংক দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে-

(ক) অস্বাভাবিক চাপের সৃষ্টি না হয়;

(খ) নৌযানের স্থায়িত্ব এবং কর্মক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়;

(গ) যাত্রা, থামা এবং ঘূর্ণনের কারণে ট্যাংক এবং নৌযানটি নড়াচড়া করিতে না পারে।

(২) একটি ট্যাংককে নৌযানের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে ব্যবহৃত সকল বস্তু এবং সরঞ্জামাদি এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহজে ট্যাংক-এ প্রবেশ করা যায়।

৭৫। **নির্গমন নল (Discharge faucet)**।—ট্যাংক-এর প্রত্যেক কক্ষের সহিত শক্ত পদার্থ দ্বারা নির্মিত একটি নির্গমন নল সংযুক্ত থাকিতে হইবে এবং উহার নির্গমন অংশ প্যাচ কাটানো অথবা এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে উহার সহিত কোনো হোস পাইপ মজবুতভাবে সংযুক্ত করা যায়।

৭৬। **জরুরি নির্গমন নিয়ন্ত্রণ**।—(১) ট্যাংক-এর প্রত্যেক কক্ষের নির্গমন পথে একটি কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য শাটঅফ ভাল্ব (shutoff valve) পরিবহন যানের খোলের অভ্যন্তরে অথবা খোলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গঠিত সাম্পের অভ্যন্তরে থাকিতে হইবে।

(২) সহজে প্রবেশ করা যায় এমন অবস্থানে স্থাপিত অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম দ্বারা শাটঅফ ভাল্ব পরিচালনা করার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে কিন্তু উক্ত নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামের অবস্থান সকল ভর্তিকরণ মুখ এবং নির্গমন নল হইতে দূরে থাকিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম একটি ফিউজিবল সেকশন থাকিতে হইবে যাহাতে অগ্নিকান্ডের সময় শাটঅফ ভাল্বকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হইতে সাহায্য করে।

(৪) চাপে ভাঙ্গিয়া যায় এমন অভ্যন্তরীণ শাটঅফ ভাল্ব এবং নির্গমন নলের মধ্যস্থানে পৃথক একটি সেকশন থাকিতে হইবে এবং এই পৃথক সেকশন শাটঅফ ভাল্বের নিকটে স্থাপন করিতে হইবে।

৭৭। **বায়ু চলাচলের সাধারণ ব্যবস্থা**।—(১) ট্যাংক-এর প্রত্যেক কক্ষে একটি স্বতন্ত্র বায়ু শূন্য এবং চাপে পরিচালনযোগ্য অন্যূন ৩.০০ বর্গ সেন্টিমিটার মুখ বিশিষ্ট বায়ু চলাচলের পথ থাকিতে হইবে এবং প্রতি রৈখিক সেন্টিমিটারে অন্যূন ১১ (এগার) টি ফাঁস বিশিষ্ট অক্ষয়ী ধাতুর দুই স্তর তারজালি দ্বারা উক্ত পথ আবৃত থাকিতে হইবে।

(২) বায়ু চলাচল পথ এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে কক্ষের অভ্যন্তরে চাপের পরিমাণ ০.২১ কেজি/বর্গ সেমিঃ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং বায়ুশূন্য স্থানে পানি গেজে ৫ (পাঁচ) সেন্টিমিটার থাকে।

(৩) বায়ু চলাচল পথ এমনভাবে তৈরী করিতে হইবে যাহাতে পরিবহন যানটি উল্টাইয়া গেলেও বায়ু চলাচলের পথের মধ্য দিয়া কোনো তরল পদার্থ বাহির হইতে না পারে।

৭৮। **অগ্নিকান্ডের ক্ষেত্রে জরুরি বায়ু চলাচল পথ**।—(১) বিধি ৭৭ অনুসারে স্বাভাবিক বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ছাড়াও ট্যাংক-এর প্রতিটি কক্ষে ফিউজিবল ধরনের জরুরী বায়ু চলাচল পথের সুবিধা থাকিতে হইবে এবং উক্ত পথের মুখের নলটির ক্ষেত্রেফল হইবে ৮ বর্গ সেন্টিমিটার + কিলোলিটারে কক্ষের গ্রোস ধারণক্ষমতার ৪.৩০ গুণ।

(২) জরুরি বায়ু চলাচল ব্যবস্থা এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে কোনো দুর্ঘটনায় পরিবহন যানটি উল্টাইয়া গেলেও উল্টানো অবস্থায় চাপ বৃদ্ধি ব্যতীত উক্ত পথ দিয়া তরল পদার্থ নির্গমন হইতে না পারে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ফিউজিবল বায়ু চলাচল পথ অন্যূন ৯৩^{o} সেঃ তাপমাত্রায় কার্যকর হইবে ।

৭৯ । **ভর্তিকরণ পাইপ।**—(১) ভর্তিকরণ পাইপের অভ্যন্তরীণ প্রান্ত ফ্ল্যাশ ডিফ্লেকটরের সহিত সংযুক্ত থাকিতে হইবে এবং উহার বহির্প্রান্ত পেঁচকাটানো থাকিতে হইবে যাহাতে উহার সহিত ভর্তিকরণ হোসের সংযোগ স্থান দিয়া তরল পদার্থ বাহির হইতে না পারে।

(২) ভর্তি পাইপের নিম্ন প্রান্ত ট্যাংক-এর প্রায় তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিতে হইবে।

(৩) ভর্তিকরণ পাইপের বহিপ্রান্তর সহিত একটি তৈল নিরোধী লকার ক্যাপ সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

৮০। **ট্যাংক পরিমাপ ব্যবস্থা।**—(১) ট্যাংক-এর প্রত্যেক কক্ষের সহিত ডিপ-পাইপ অথবা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত ট্যাংক পরিমাপক কৌশল যুক্ত থাকিতে হইবে।

(২) ডিপ-পাইপ থাকিলে উহা ট্যাংক-এর তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিতে হইবে এবং ক্যাপযুক্ত উপরের মুখ ব্যতীত ডিপ পাইপের সকল খোলা মুখ প্রতি রৈখিক সেন্টিমিটারে অন্যূন ১১ (এগার) টি ফাঁসযুক্ত ধাতব তাঁরজালি নির্মিত দুই স্তর দ্বারা আবৃত থাকিতে হইবে।

(৩) ডিপ পাইপে একটি তৈল নিরোধী লকার ক্যাপ সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

৮১। **ট্যাংক-এ স্থাপিত সরঞ্জামাদির সুরক্ষা।**—(১) ট্যাংক উপরস্থ সকল সরঞ্জামাদিকে পরিবহন যানের চেসিস উল্টাইয়া যাওয়ার কারণে বিনষ্ট হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

(২) ট্যাংক-এর উপরিভাগের যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি শেলের অভ্যন্তরে বেষ্টনী অবস্থায় অথবা শেলের সহিত ঝালাই করিয়া রাখা হইলে উক্তরূপ বেষ্টিত এলাকায় পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ উহাতে প্ল্যাগ অথবা কাট-আউটযুক্ত করিতে হইবে যাহাতে মেরামতের পূর্বে ট্যাংক সম্পূর্ণরূপে গ্যাসমুক্ত নিশ্চিত করা যায়।

৮২। **চিহ্নিতকরণ।**—বিধি ৪ এর বিধান সাপেক্ষে, পেট্রোলিয়াম পরিবহন কাজে ব্যবহৃত প্রত্যেক ট্যাংক, ভর্তি বা খালি যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, পরিবহন যানের সম্মুখভাগের উভয়দিকে অন্যূন ৭ (সাত) সেন্টিমিটার উচ্চতাবিশিষ্ট অক্ষর দ্বারা স্পষ্টভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ রঙে দাহ্য এবং দাহ্য তরল পদার্থের সাধারণ নাম যেমন- "পেট্রোল'', ''মোটর স্পিরিট'', ''কেরোসিন'', ইত্যাদি লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৮৩। **ট্যাংক-এর ধারণক্ষমতা।**—(১) কোনো পরিবহন যানের একই চেসিসের উপর স্থাপিত যে কোনো সংখ্যক ট্যাংককে ট্যাংক বিশিষ্ট পরিবহন যানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করিয়া ট্যাংক-এর ধারণক্ষমতার সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করিতে হইবে যাহাতে উষ্ণতা পরিবর্তনের ফলে ট্যাংক-এর উক্ত ধারণক্ষমতা বজায় থাকে।

(২) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে ট্যাংক-এর নীট পরিবহন ক্ষমতা গ্রোস পরিবহন ক্ষমতার ৯৭ (সাতানব্বই) শতাংশ এবং তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে উক্ত পরিবহন ক্ষমতা ৯৮ (আটানব্বই) শতাংশ হইতে হইবে।

(৩) কোনো ট্যাংক ট্রাক বা ট্যাংক সেমি-ট্রেইলারের নীট পরিবহন ক্ষমতা ২৫ (পঁচিশ) কিলোলিটার পেট্রোলিয়ামের অধিক হইবে না এবং কোনো ট্যাংক-এ ট্রেইলারের নীট পরিবহন ক্ষমতা ৫ (পাঁচ) কিলোলিটার পেট্রোলিয়ামের অধিক হইবে না।

(৪) ট্যাংক-এর ক্রমিক নম্বর এ্যামবুশ করিয়া চিহ্নিত করিতে হইবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোনোক্রমেই উহা পরিবর্তন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কোনো বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া, ট্যাংক ট্রাক অথবা ট্যাংক সেমি ট্রেইলার ট্যাংক-এ ২৫ (পঁচিশ) কিলোলিটারের অধিক পেট্রোলিয়াম অথবা কোনো ট্যাংক ট্রেইলারে ৫ (পাঁচ) কিলোলিটারের অধিক পেট্রোলিয়াম বহন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৮৪। **পেট্রোলিয়াম বহনকারী ট্যাংক অন্য কাজে ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।**—প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম পরিবহনকারী কোনো পরিবহন যান অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

৮৫। **ট্রেইলার।**—(১) যদি কোনো ট্যাংক ট্রেইলার একান্তভাবে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করিবার জন্য ব্যবহৃত না হইলে উহা পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য কোনো পরিবহন যানের সঙ্গে উহাকে সংযুক্ত করা যাইবে না।

(২) পেট্রোলিয়াম পরিবহনকারী কোনো ট্যাংক ট্রেইলারকে পেট্রোলিয়াম বহনকারী পরিবহন যান ব্যতীত অন্য কোনো পরিবহন যানের সঙ্গে উহাকে সংযুক্ত করাসহ একইসঙ্গে একাধিক ট্রেইলার সংযুক্ত করা যাইবে না।

(৩) ট্যাংক ট্রেইলারকে কোনো ট্যাংক সেমি ট্রেইলার বা ট্রেইলারের সহিত সংযুক্ত করা যাইবে না।

(৪) একটি ট্যাংক ট্রেইলার বা ট্যাংক সেমি ট্রেইলারের সকল চাকার সহিত নির্ভরযোগ্য ব্রেক থাকিতে হইবে যাহাতে টানিয়া লওয়া পরিবহন যানের চালক তাহার আসন হইতে কার্যকরভাবে উহা পরিচালনা করিতে পারে।

(৫) ট্যাংক ট্রেইলার বা ট্যাংক সেমি ট্রেইলারের প্রস্থ টানিয়া লওয়া পরিবহন যানের মোট প্রস্থ হইতে কম হইবে।

(৬) একটি ট্যাংক ট্রেইলারকে টানিয়া লওয়া পরিবহন যানের সহিত এমনভাবে যুক্ত করিতে হইবে যাহাতে উহা নির্বিঘ্নে টানিয়া লওয়া পরিবহন যানের পথ অনুসরণ করে এবং বিপজ্জনকভাবে এপাশ ওপাশ নড়াচড়া করিতে না পারে।

(৭) ট্যাংক ট্রেইলার ব্যতীত কোনো ট্রেইলারকে কোনো ট্যাংক ট্রাকের সঙ্গে সংযুক্ত করা যাইবে না।

(৮) কোনো ট্যাংক ট্রেইলারকে একটি ট্যাংক ট্রাকের সঙ্গে সংযুক্ত করা হইলে ট্যাংক ট্রেইলার এবং ট্যাংক ট্রাকে ধারণকৃত পেট্রোলিয়ামের মোট পরিমাণ ১৫ (পনের) কিলোলিটারের অধিক হইবে না।

(৯) ১২ (বার) কিলোলিটার পেট্রোলিয়ামের অধিক নীট বহনক্ষমতা সম্পন্ন কোনো ট্যাংক ট্রাকের সঙ্গে অন্য কোনো ট্যাংক ট্রেইলারকে সংযুক্ত করা যাইবে না।

(১০) জেলা কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ট্যাংক ট্রাকের সঙ্গে সংযুক্ত কোনো ট্যাংক ট্রেইলার ঘনবসতিপূর্ণ কোনো এলাকায় চলাচল করিতে পারিবে না।

৮৬। **ট্যাংক-এ ব্যতীত অন্যান্য পরিবহন যানে পরিবহন।**—(১) ট্যাংক-এ ব্যতীত পেট্রোলিয়াম বহনকারী প্রত্যেকটি পরিবহন যান মজবুত করিয়া নির্মাণ করিতে হইবে এবং উহার পার্শ্ব এবং পশ্চাৎ ভাগ পর্যাপ্ত উচ্চতা সম্পন্ন হইতে হইবে এবং পরিবহন যানটি ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

(২) অযান্ত্রিক গাড়ীতে যদি বোঝা শক্তভাবে আটকানো থাকে তাহা হইলে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিবহন যানের পার্শ্ব এবং পশ্চাৎ ভাগের উচ্চতা সম্পর্কিত শর্ত এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) পরিবহন যানের সকল ধারণপাত্র বা আধার এমনভাবে বোঝাই করিতে হইবে যাহাতে উহা পরিবহন যানের পার্শ্বে বা পশ্চাতে বাড়িয়া না থাকে।

৮৭। **কম্পোজিট যান।**—সড়কপথে পেট্রোলিয়াম পরিবহনে ব্যবহৃত ট্যাংক বিশিষ্ট পরিবহন যানে ক্যান অথবা অন্য কোনো ধারণপাত্র বা আধারে পেট্রোলিয়াম বহন করা যাইবে না, যদি না পরিবহন যানটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যে, উহাতে ট্যাংক ছাড়াও অন্যবিধ ধারণপাত্র বা আধারে একই সঙ্গে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যায়।

৮৮। **অন্যান্য দ্রব্যাদি পরিবহন নিষিদ্ধ।**—প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের লিখিত বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পেট্রোলিয়াম বহনকারী কোনো পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অন্য কোনো দ্রব্য বহন করা যাইবে না।

৮৯। **যন্ত্রচালিত যানের ইঞ্জিন।**—(১) সড়ক পথে তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বা বাল্ক পেট্রোলিয়াম নয় এমন দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র চালিত প্রত্যেকটি পরিবহন যানের—

(ক) ইঞ্জিন অন্তর্দহন (Internal Combustion) ধরনের হইবে এবং উহার জ্বালানি হিসাবে প্রস্তুতকারক কর্তৃক নির্ধারিত জ্বালানি (fuel) ব্যতীত অন্য কোনো জ্বালানি ব্যবহার করা যাইবে না;

(খ) বর্জ্য নির্গমন পাইপ (exhaust pipe) ট্যাংক-এর অথবা, ক্ষেত্রমত, বোঝাইকৃত মালামালের সম্মুখে থাকিবে ও উহা—

(অ) মোটর যানের জ্বালানি ব্যবস্থা, এবং কোনো দাহ্য পদার্থ হইতে যথেষ্ট দূরে স্থাপন করিতে হইবে; এবং

(আ) চুয়াইয়া পড়া জ্বালানি বা পরিবাহী পেট্রোলিয়াম অথবা স্লাজ অথবা জমিয়া থাকা গ্রিজ বা তৈলের অবস্থানের সংস্পর্শে আসিতে পারিবে না;

(গ) বর্জ্য নির্গমন পাইপ এর সহিত একটি অনুমোদিত স্পার্ক এরেস্টার যুক্ত থাকিতে হইবে;

(ঘ) এগ্‌জস্ট সিস্টেম হইতে সাইলেন্সার বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারিবে না;

(ঙ) ইঞ্জিনের অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশের পথ একটি সক্রিয় শিখা নিরোধক অথবা সক্রিয় শিখা নিরোধীবিশিষ্ট একটি বায়ু পরিষ্কারের সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকিবে যাহাতে পশ্চাৎমূখী অগ্নি বিচ্ছুরণ ঘটিলে ইঞ্জিনের পার্শ্ব হইতে শিখা নির্গমন বাধা প্রাপ্ত হয়;

(চ) ইঞ্জিন ক্যাবটি সম্পূর্ণরূপে ধাতব নির্মিত হইতে হইবে এবং ক্যাবের পশ্চাতে জানালা স্থাপিত হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে তার আচ্ছাদিত কাচ দ্বারা আবৃত থাকিবে, বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ক্যাব ও ইঞ্জিন ট্যাংক বা, ক্ষেত্রমত, বোঝাইকৃত মালামাল হইতে একটি অগ্নি নিরোধী ঢাল দ্বারা পৃথকীকৃত থাকিবে এবং ঢালটি ট্যাংক অথবা বোঝাইকৃত মালামাল সম্পূর্ণরূপে আড়াল করিয়া রাখিবে।

(২) প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম দ্বারা চালিত ইঞ্জিনে একটি দ্রুত বিচ্ছেদকারী ভাল্ব (quick action cut-off valve) সহজে প্রবেশযোগ্য কোনো অবস্থানে জ্বালানি সরবরাহকারী পাইপের সহিত যুক্ত করিতে হইবে এবং ভাল্বটি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে।

(৩) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) ও (খ) ব্যতীত উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধান কেবল শস্যক্ষেতে কীটনাশক ছিটানোর হেলিকপ্টার এবং উড়োজাহাজে ব্যবহারের দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ট্যাংক ব্যতীত অন্যকোনো ধারণপাত্র বা আধারে পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৯০। **বৈদ্যুতিক স্থাপনা।**—(১) তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অন্য কোনো শ্রেণির পেট্রোলিয়াম সড়কপথে পরিবহনে ব্যবহৃত ট্রেইলারে বা অন্য কোনো পরিবহন যানে যদি বৈদ্যুতিক বাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্র অথবা বিদ্যুৎ চালিত অন্য কোনো যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে—

(ক) বৈদ্যুতিক সার্কিটের চাপ ২৪ (চব্বিশ) ভোল্টের অধিক হইবে না;

(খ) বৈদ্যুতিক তার-

(অ) উত্তমরূপে অপরিবাহী এবং বোঝা বহনে পর্যাপ্ত ক্ষমতা সম্পন্ন হইতে হইবে;

(আ) ফিউজ অথবা স্বয়ংক্রিয় সার্কিট ব্রেকার আকারে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকিবে এবং উহা এমনভাবে অবস্থানগত দিক দিয়া অথবা ধাতব খাচায় আবদ্ধ করিয়া অথবা তৈল নিরোধী আচ্ছাদনসহ স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে ভৌত ক্ষয় না হয় এবং নির্গত তৈলের সংস্পর্শে আসিতে না পারে;

(ই) সকল সংযোগ বক্সে আবদ্ধ থাকিতে হইবে;

(গ) জেনারেটর, ব্যাটারী, সুইচ, ফিউজ এবং সার্কিট ব্রেকার পরিবহন যানের ক্যাব অথবা ইঞ্জিন কক্ষে স্থাপন করিতে হইবে এবং ব্যাটারী সহজে প্রবেশ করা যায় এমন অবস্থানে হেভী ডিউটি সুইচ বিচ্ছেদকারী যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(ঘ) জেনারেটর, মোটর এবং সুইচ ইঞ্জিন কক্ষে স্থাপন করা না হইলে উহা শিখা নিরোধী হইতে হইবে এবং যদি জেনারেটর বা মোটর বা সুইচ কোনো পরিবেষ্টিত স্থানে স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে যাহাতে অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি (over heating) এবং দাহ্য বাষ্প (inflammable vapours) জমিতে না পারে সেই জন্য বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (ক) এবং দফা (খ) এর উপ-দফা (অ) ব্যতীত এই বিধির বিধানাবলি শুধু শস্য ক্ষেতে কীটনাশক ছিটানোর হেলিকপ্টার এবং উড়োজাহাজে ব্যবহারের প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ট্যাংক-এ ব্যতীত অন্য কোনো ধারণপাত্র বা আধারে পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৯১। **অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি পরিবহন।**—সড়ক পথে পেট্রোলিয়াম বহনকারী প্রত্যেকটি পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম নির্গমন নল হইতে দূরে কিন্তু সহজে প্রবেশ করা যায় এমন অবস্থানে বহনযোগ্য যথোপযুক্ত ২ টি অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি রাখিতে হইবে।

৯২। **পরিবহন যানে সর্বদা প্রহরী রক্ষণ।**—(১) সড়কপথে পেট্রোলিয়াম বহনকারী প্রত্যেকটি পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম পরিবহন কাজে দক্ষ অন্যূন ১ (এক) জন প্রহরী সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত রাখিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো পরিবহন যানের খালি ট্যাংক বা প্রকোষ্ঠ খালি কিন্তু পেট্রোলিয়াম বাষ্প মুক্ত না হইলে উহা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের লিখিত পূর্ব অনুমোদিত স্থানে উহা প্রহরাবিহীন অবস্থায় রাখা যাইবে।

(২) সড়কপথে তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অন্য শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ৫ (পাঁচ) কিলোলিটারের অধিক বহনকারী কোনো পরিবহন যানে বহন করা হইলে অথবা তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অন্য পেট্রোলিয়াম বহনকারী কোনো পরিবহন যানকে যদি সড়কপথে অন্য কোনো পরিবহন যান টানিয়া নেয় তাহা হইলে যতক্ষণ উহা চালিত থাকিবে ততক্ষণ চালকের সঙ্গে পেট্রোলিয়াম পরিবহন কাজে দক্ষ অন্যূন আরো ১ (এক) জন প্রহরী থাকিতে হইবে।

৯৩। **পার্কিংয়ের উপর বাধা-নিষেধ।**—সড়কপথে পেট্রোলিয়াম বহনকারী কোনো পরিবহন যান জনপথ অথবা ঘন জনবহুল এলাকা অথবা উচ্চ চাপ বৈদ্যুতিক লাইনের নীচে অথবা আগুনের উৎস হইতে ৯ (নয়) মিটারের মধ্যে পার্ক করা যাইবে না।

৯৪। **ট্যাংক-এ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা।**—(১) কোনো ব্যক্তি লাইসেন্সের শর্তাবলি অনুসরণ ব্যতিরেকে সড়কপথে ট্যাংক-এ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পরিবহন করিতে পারিবে না।

(২) রেলওয়ে প্রশাসন কর্তৃক উহার অধিকারে রক্ষিত পেট্রোলিয়াম বা একই বিমানাশ্রয়ের অন্তর্ভুক্ত লাইসেন্সকৃত স্থানসমূহের মধ্যে রিফুউলারে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা হইলে এই বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

৯৫। **ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম ভর্তিকরণ ও খালাসকরণের উপর বিধি-নিষেধ।**—(১) পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাসকরণের স্থানটি এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে অবস্থিত না হইলে এবং পেট্রোলিয়াম ভর্তি ও খালাসকরণের জন্য প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের লিখিত অনুমোদন না থাকিলে কোনো ব্যক্তি যে কোনো শ্রেণির পেট্রোলিয়াম কোনো ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যানে ভর্তি বা খালাস করিতে পারিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ করা হইবে উহা ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যানে ভর্তি বা খালাস করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) যাহা কিছুই থাকুক না কেন,—

(ক) একটি ট্যাংকযুক্ত ওয়াগন হইতে রেলওয়ের পার্শ্বে নির্ধারিত স্থানে (earmarked) পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাস করা যাইবে; এবং

(খ) কোনো দুর্ঘটনার কারণে পেট্রোলিয়াম খালাসকরণের প্রয়োজন হইলে অগ্নিকান্ডের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সকল সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানে অন্য যে কোনো স্থানে অথবা কোনো ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম খালাস করা যাইবে।

(৩) পেট্রোলিয়াম ভর্তি অথবা খালাসকালে প্রত্যেকটি ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যান যতক্ষণ না উহার সকল ভাল্ব, ফিলিং পাইপ এবং নির্গমন নল বন্ধ করা হয় ততক্ষণ উক্ত কাজে দক্ষ একজন প্রহরী নিয়োজিত রাখিতে হইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি কোনো অবস্থায়ই কোনো ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যান হইতে সরাসরি কোনো মোটর যান বা অন্তর্দহন ইঞ্জিনের জ্বালানি ট্যাংক ভর্তি বা খালাস করিতে পারিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো উড়োজাহাজের জ্বালানি ট্যাংক ভর্তির ক্ষেত্রে এই উপ-বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

৯৬। **ছিদ্রযুক্ত অথবা ত্রুটিপূর্ণ অথবা লাইসেন্সবিহীন ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যান ভর্তিকরণের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ।**—কোনো ব্যক্তি ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যানে কোনো শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ভর্তি করিতে পারিবে না, যদি না—

(ক) উক্তরূপ পরিবহন যান এই বিধিমালার অধীনে ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মেয়াদ না থাকে;

(খ) উক্তরূপ পরিবহন যানের কোনো ট্যাংক, প্রকোষ্ঠ, ভাল্ব, পাইপ বা অন্য কোনো সেফটি ত্রুটি অপসারণ করা হয় এবং ছিদ্রযুক্ত ট্যাংক অথবা প্রকোষ্ঠের ক্ষেত্রে উক্ত ট্যাংক অথবা প্রকোষ্ঠ বিধি ৭৩ অনুসারে পুনঃপরীক্ষণ করা হয় এবং পরীক্ষণে উত্তীর্ণ হয় :

তবে শর্ত থাকে যে, ট্যাংক ওয়াগনের ক্ষেত্রে এই দফার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

৯৭। **স্থির বিদ্যুতের বিরুদ্ধে সতর্কতা।**—(১) ট্যাংক পরিবহন যানে যেখানে পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাস করা হয় সেই এলাকায় স্থাপিত সকল পেট্রোলিয়াম পাইপ বৈদ্যুতিকভাবে নিরবিচ্ছিন্ন (electrically continuous) থাকিতে হইবে এবং কার্যকরভাবে মাটির সহিত সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

(২) ট্যাংক পরিবহন যানে যেখানে পেট্রোলিয়াম ভর্তি করা হয় সেই স্থানের সন্নিকটে কার্যকর একটি ভূ-সংযোগ নব (knob) স্থাপন করিতে হইবে যাহার সহিত একটি নমনীয় ক্যাবলের মাধমে একটি মজবুত ক্ল্যাম্প (clamp) সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) ট্যাংক পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাস করিবার জন্য নিখুঁত এবং বৈদ্যুতিকভাবে নিরবচ্ছিন্ন হোস বা ধাতব পাইপ ব্যবহার করিতে হইবে, যেখানে দণ্ডায়মান পাইপ (stand pipe) অথবা ধাতব লোডিং আর্মস এর ব্যবস্থা আছে সেইখানে সুইভেল (swivel) সংযোগ বৈদ্যুতিকভাবে নিরবচ্ছিন্ন থাকিবে।

(৪) কোনো ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যান ভর্তি করিবার সময় উহার ট্যাংক, ভর্তিকরণ পাইপ এবং চেসিস (chassis) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ভূ-সংযোগ নব এর সহিত কার্যকরভাবে নমনীয় ধাতব তার বা টেপ দ্বারা সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

(৫) ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যান সম্পূর্ণরূপে ভর্তি না হওয়া এবং ভর্তিকরণ পাইপ ও ডিপ-পাইপ নিরাপদভাবে বন্ধ না করা পর্যন্ত আর্থিং সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না।

(৬) ডিপ রড ব্যবহার করা হইলে পেট্রোলিয়াম ভর্তিকরণ শুরু করার পূর্বে উহা ট্যাংক অথবা প্রকোষ্ঠের তলা পর্যন্ত নামাইয়া রাখিতে হইবে এবং ভর্তি করার সময় অথবা ভর্তিকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার এক মিনিটের মধ্যে ডিপ রড লিকুইড লেভেলের উপরে সম্পূর্ণরূপে উঠানো যাইবে না ।

(৭) ফিলিং পাইপের সরবরাহ প্রান্ত প্রতি সেকেন্ডে ১ (এক) লিটারের অধিক হারে (rate) কোনো ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যান ভর্তি করা যাইবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত ভর্তিকরণ পাইপ সম্পূর্ণভাবে পেট্রোলিয়ামের মধ্যে তলাইয়া যায় এবং পরবর্তীতে ভর্তিকরণের হার ক্রমশ বাড়ানো যাইতে পারে, তবে উহা ফিলিং পাইপের সরবরাহ প্রান্ত উক্ত গতি কখনো প্রতি সেকেন্ডে ৬ (ছয়) লিটার অতিক্রম করিতে পারিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং তুলনামূলকভাবে উচ্চ পরিবাহী (higher conductivity) বিশিষ্ট পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট এর ক্ষেত্রে দ্রুত ভর্তিকরণ হারে নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৮) যদি উক্ত ট্যাংক-এ বা প্রকোষ্ঠে ভাসমান কোনো অপরিবাহী পদার্থ বা পানি থাকিলে সর্বশেষ প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বহনকারী কোনো ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যানের ট্যাংক-এ বা প্রকোষ্ঠে অন্য কোনো শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ভর্তি করা যাইবে না।

৯৮। **বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এবং চলমান ইঞ্জিনে গোলযোগের বিরুদ্ধে সতর্কতা।**—কোনো যান্ত্রিক পরিবহন যানের ইঞ্জিন বন্ধ না করা পর্যন্ত এবং উক্ত যানের বৈদ্যুতিক সার্কিট হইতে ব্যাটারী পৃথক না করা পর্যন্ত উক্ত যানে পেট্রোলিয়াম ভর্তি করা যাইবে না এবং সকল ট্যাংক-এর ভাল্বসমূহ নিরাপদভাবে বন্ধ না করা পর্যন্ত পরিবহন যানের ইঞ্জিন পুনরায় চালু করা যাইবে না ও বৈদ্যুতিক সার্কিটের সহিত ব্যাটারীর সংযোগ স্থাপন করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যান হইতে কোনো উড়োজাহাজে জ্বালানি ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম খালাসের ক্ষেত্রে অথবা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে এই বিধির বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৯৯। **ভর্তি এবং খালাসকরণ কালে পরিবহন যান নড়াচড়ার উপর বিধি-নিষেধ।**—(১) কোনো পরিবহন যানের চাকার ঘূর্ণন, ব্রেক ও ঠেকা দ্বারা চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা না হইলে, উক্ত পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাস করা যাইবে না।

(২) অযান্ত্রিক পরিবহন যান হইতে পশুর বাধন খুলিয়া পশু অপসারণ না করা পর্যন্ত উক্ত অযান্ত্রিক পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা উহা হইতে পেট্রোলিয়াম খালাস করা যাইবে না।

১০০। **দূষণ হইতে পূর্ব সতর্কতা ।—(১)** কোনো ব্যক্তি কোনো ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যান ভর্তি বা খালাস করিবে না, যদি না—

(ক) তিনি উপযুক্ত ভর্তিকরণ হোস (hose) বাছাই করিতে পারেন; এবং

(খ) নিশ্চিত হন যে, এইরুপ ভর্তি এবং খালাসকরণের ফলে কোনো এক শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অন্য শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের সহিত মিশ্রিত হইয়া কোনো বিপজ্জনক দূষণ সৃষ্টি করিতে পারে।

(২) প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বহনকারী কোনো ট্যাংক বা প্রকোষ্ঠে অন্য শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ভর্তি করা যাইবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত—

(ক) উক্ত ট্যাংক অথবা প্রকোষ্ঠে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের তৈল সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন করা হয়; এবং

(খ) খালাসের নিগর্মন নল ও জরুরি নিয়ন্ত্রণ ভাল্ব শক্ত ভাবে বন্ধ করা হয়।

১০১। **ভর্তিকরণ পাইপ, নির্গমন নল এবং ডিপ-পাইপ বন্ধ করণ।**—ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যান ভর্তি অথবা খালাসকরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন সময় ব্যতীত অন্য সময় উক্ত পরিবহন যানের ভর্তিকরণ পাইপ, নির্গমন নল এবং ডিপ পাইপ মজবুতভাবে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং ভর্তিকরণ পাইপে লিকুইড সীল ব্যবস্থা না থাকিলে ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম ভর্তিকরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন সময় ব্যতীত উহার ঢাকনা তালাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং চাবি পরিবহন যানে অথবা ট্রেইলারে রাখা যাইবে না।

১০২। **রাত্রিকালে পেট্রোলিয়াম ভর্তি এবং খালাসকরণে বিধি-নিষেধ।**—অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত বৈদ্যুতিক বাতির ব্যাপক ব্যবহার ব্যতীত পেট্রোলিয়াম বহনকারী ট্যাংকযুক্ত পরিবহন যানে সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাস করা যাইবে না।

১০৩। **অগ্নিকাণ্ড এবং ধূমপানের উপর বিধি-নিষেধ।—(১)** পেট্রোলিয়াম ধারণকৃত কোনো পরিবহন যানে অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করিতে অথবা প্রজ্বলনীয় বাষ্প জ্বালাইতে সক্ষম এমন কোনো পদার্থ বা কৃত্রিম বাতি রাখা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিবহন যানে কোনো ব্যক্তি ধুমপান করিতে পারিবে না ।

(৩) অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করিতে অথবা বিস্ফেরণ ঘটাইতে পারে এমন কোনো সরঞ্জাম বা পদার্থ কোনো পরিবহন যানে রাখা যাইবে না ।

১০৪। **মোটর যানের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধানাবলি।**—(১) যাত্রীবাহী কোনো মোটর যানে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি ও পরিমাণ ব্যতীত পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে না, যথা :—

(ক) যানবাহনের সঙ্গে অঙ্গীভূত জ্বালানি ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম;

(খ) আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে রক্ষিত এবং বাহনের পরিচালন শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃতব্য অনধিক ৯০ (নব্বই) লিটার পেট্রোলিয়াম।

(২) ৬ (ছয়) জনের অধিক যাত্রী বহনকারী মোটর যানের জ্বালানি ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম ভর্তি করিবার সময় পরিবহন যানের চালক বা উহার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো যাত্রীকে সেখানে অবস্থান করিতে দেওয়া যাইবে না।

(৩) যাত্রীবাহী মোটর যানে স্থাপিত সকল পেট্রোলিয়াম পাত্র ছিদ্রবিহীন এবং দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং উহা বিশেষভাবে নির্মিত এমন কোনো পাত্রে স্থাপন করিতে হইবে যেখানে উক্ত পরিবহন যানের যাত্রীদের প্রবেশাধিকার থাকিবে না এবং উক্ত পাত্র পরিহন যানের ছাদে স্থাপন করা যাইবে।

পঞ্চম অংশ

পাইপ লাইনের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম পরিবহন

১০৫। **প্রয়োগ।**—এই অংশের বিধানসমূহ শোধনাগারের অভ্যন্তরে, প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্রে, পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের ক্ষেত্রে ও কোনো স্থাপনার অভ্যন্তরে স্থাপিত পাইপ লাইন ব্যতীত পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য স্থাপিত বা স্থাপিতব্য সকল পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১০৬। **পথাধিকার অর্জন।**—পাইপ লাইন পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, প্রতিস্থাপন ও পাহারার উদ্দেশ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্থাপিত পাইপ লাইনের ভূমি লিজ বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে ব্যবহারের অধিকার অর্জন ব্যতীত পাইপ লাইন ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থাপনা নির্মাণ করা যাইবে না।

১০৭। **পাইপ লাইনের পথ পরিকল্পনা এবং ডিজাইনের অনুমোদন।**—(১) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোনো পাইপ লাইন স্থাপন এবং ডিজাইন, নির্মাণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) পাইপ লাইন স্থাপনের আবেদন সংশ্লিষ্ট প্রজেক্ট রিপোর্ট, পাইপলাইন সংক্রান্ত সকল নকশা, স্বীকৃত কোড অনুসারে পাইপ লাইনের কারিগরী ডিজাইন, নির্মাণ ও পরীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের বিস্তারিত বর্ণনা, পাইপ লাইনের পথ পরিকল্পনাসহ পাইপ লাইনে পরিবহন করা হইবে এইরূপ পেট্রোলিয়ামের শ্রেণি উল্লেখপূর্বক পাইপ লাইন স্থাপনের পদ্ধতি এবং পাইপ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ ও চৌকি সংক্রান্ত প্রস্তাবের কপিসহ সরকার কর্তৃক, নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১০৮। **পাইপ লাইনের ডিজাইন ও সংযুক্ত যন্ত্রপাতি।**—(১) স্থাপিত পাইপ লাইনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবাহিত পেট্রোলিয়ামের জন্য নিরাপদ এমন সুবিধাজনক স্টিল দ্বারা পাইপ লাইন নির্মাণ করিতে হইবে।

(২) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক কোড/স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আন্তঃদেশিয় (Cross country) পাইপ লাইন ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে এবং নির্মিত পাইপ লাইন পেট্রোলিয়ামের কার্যচাপ এবং স্ফীতি ও তরঙ্গজনিত চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন হইতে হইবে।

(৩) পাইপ লাইনটিতে তাপজনিত সংকোচন বা প্রসারণ এবং খুঁটি বা হ্যাঙ্গার, গাইড এবং সংযোগ জনিত অতিরিক্ত পীড়ন প্রতিরোধের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৪) তাপশক্তি, কোনো বিশেষ যন্ত্রাংশ সংযুক্তির কারণে অতিরিক্ত ভর, কম্পন, অস্থায়ী ভঙ্গুর মাটি, ঝুলে থাকা লম্বা অংশ, সেতু, নদী বা জলাশয়, সড়ক পথ বা রেল পথ অতিক্রম এর ক্ষেত্রে পাইপ লাইনের উপর আরোপিত অতিরিক্ত বল এর জন্য পাইপ লাইনকে ক্ষতি হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় পাইপ লাইনে স্টীল পাইপ দ্বারা কেজিং স্থাপন বা পাইপ লাইনের গাত্র দেওয়ালের পুরুত্ব উপযুক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(৫) পাইপ লাইনে অভ্যন্তরীণ চাপ ১০ (দশ) শতাংশের বেশি বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য অনুমোদিত ধরনের বাইপাস রিলিফ ভাল্ব, চাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বা স্বয়ংক্রিয় বন্ধকরণ যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে হইবে।

(৬) নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহে বিছিন্নকরণ ভাল্ব স্থাপন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) জরুরী মূহুর্তে পাম্প স্টেশনের যন্ত্রপাতিকে বিছিন্ন করার জন্য পাম্পের সাকশনের শেষপ্রান্তে এবং সরবরাহ লাইনের শেষ প্রান্তে;

(খ) স্থাপনার বাইরে অন্যান্য সুবিধাদি থেকে বিছিন্ন করার জন্য কোনো স্থাপনার পাইপ লাইনে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার স্থানে;

(গ) উন্মুক্ত ভূ-খন্ড বা শহরের নিকটে বা ঘনবসতি অঞ্চলে দুর্ঘটনা বসত পেট্রোলিয়াম নির্গমনের ফলে ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত স্থানের প্রধান পাইপ লাইন সমূহে;

(ঘ) প্রধান পাইপ লাইনের সাথে সংযুক্ত সববরাহের লাইন এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে মূল/প্রধান লাইনের সরবরাহ বিঘ্ন না ঘটাইয়া শাখা লাইন বন্ধ করা যায়;

(ঙ) ৩০ (ত্রিশ) মিটার প্রশস্ত ও সর্বোচ্চ চিহ্নিত পানির স্তর এর উপরে ও নদী বা জলাশয়ের উভয় পার্শ্বে;

(চ) মানুষের ব্যবহারের জন্য রক্ষিত জলাধারের উভয় পার্শ্বে।

(৭) রেলপথ বা সড়কপথ অতিক্রমের ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম পরিবাহী পাইপে অনুমোদিত ধরনের কেজিং প্রদান করিতে হইবে, তবে, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্তরূপে পেট্রোলিয়াম পরিবহন জনগণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নহে, তাহা হইলে তিনি এই উপ-বিধির বিধানাবলির, আংশিক বা সম্পূর্ণ, কার্যকরতা শিথিল করিতে পারিবেন।

(৮) পাইপ লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধান অপর্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত কোড বা স্ট্যান্ডার্ডে সন্নিবেশিত বা সম্পূর্ণ কোডকে পাইপ লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা প্রদান করিতে পারিবে।

১০৯। **পাইপ লাইন স্থাপন।—(১)** কোনো বাধা, বন্ধক, অস্বাভাবিক বা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা পরিহার করিয়া পাইপ লাইন সবচাইতে সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করিতে হইবে।

(২) সকল পাইপ লাইন ভূমির নিচ দিয়ে স্থাপন করিতে হইবে, তবে ভূমির বিশেষ গঠনজনিত কারণ ও অর্থনৈতিক ব্যয় বিবেচনায় ভূ-উপরোস্থ পাইপ লাইনও স্থাপন করা যাইবে।

(৩) কোনো ভূ-নিম্নস্থ পাইপ লাইন পূর্বে স্থাপিত ভূ-নিম্নস্থ পানির বা গ্যাস লাইন, ক্যাবল লাইন, ড্রেইন বা অন্যবিধ স্থাপনা অতিক্রম করিলে সেই ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্থাপনার অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) সেন্টিমিটার নিচে পাইপ লাইন স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে পূর্বে স্থাপিত স্থাপনার পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতে বাধা সৃষ্টি না হয়।

(৪) ভূ-গর্ভে স্থাপিত পাইপ লাইনের যাত্রাপথ বরাবর চিহ্ন (mark) স্থাপন করিতে হইবে এবং পাইপ লাইনের যে কোনো স্থান হইতে অন্যূন ২ (দুই) টি চিহ্ন খালি চোখে দৃশ্যমান হইতে হইবে।

(৫) অতিরিক্ত চাপ প্রশমনের উদ্দেশ্যে পাম্পিং স্টেশনের ডিসচার্জ পাইপে স্বয়ংক্রিয় বাইপাস ভাল্ব এবং নির্ভরযোগ্য প্রেসার গেজ থাকিতে হইবে।

(৬) যুক্তিসংগত দূরত্ব অন্তর অন্তর পাইপ লাইনে গেইট ভাল্ব স্থাপন করিতে হইবে।

১১০। **পাইপ লাইনের ক্ষয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা।**—পাইপ লাইনে সুবিধাজনক প্রলেপন বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ক্যাথডিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ক্ষয়রোধ করিতে হইবে।

১১১। **পাইপের উদস্থিতি পরীক্ষা।**—(১) প্রথমবার পেট্রেলিয়াম পরিবহনের পূর্বে প্রত্যেক পাইপ লাইন বা নির্মিত অংশবিশেষে পানি দ্বারা ভর্তি করিতে হইবে এবং পাইপ লাইনের অভ্যন্তরীণ চাপের ১.২৫ গুণ পর্যন্ত চাপ উত্তোলন করিয়া ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা স্থির অবস্থায় রাখিতে হইবে বা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক স্বীকৃত সংশ্লিষ্ট পাইপ লাইনের ডিজাইন কোড অনুসারে উদস্থিতি পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে, তবে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানের অন্য কোনো কোডও অনুসরণ করা যাইবে। পাইপ লাইন বা উহার অংশবিশেষের উদস্থিতি পরীক্ষণের সময় চাপ হ্রাস পরিলক্ষিত হইলে উক্ত পাইপ লাইনে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সন্তোষজনক পুনপরীক্ষণ ব্যতীত পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে না ।

(২) উদস্থিতি পরীক্ষার ক্ষেত্রে API-1110 স্ট্যান্ডার্ডে বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরীক্ষণে যে সমস্ত স্থানে পাইপ লাইন লিকেজের দরুণ পানি দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে সে সমস্ত স্থানে স্থাপিত পাইপ লাইন প্রতি ১২ (বার) মাস অন্তর উদস্থিতি পরীক্ষণ সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক লিকেজ প্রতিরোধ করিবার জন্য বা আটকানোর জন্য অন্য কোনো পদ্ধতিতে পাইপ লাইনকে পুনঃপরীক্ষণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ পুনঃপরীক্ষণের ক্ষেত্রে পানির পরিবর্তে পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করা যাইবে।

(৫) উপ-বিধি (২) এর বিধান আন্তঃদেশিয় পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১১২। **পাইপ লাইন বন্ধকরণ।**—রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধকরণ ব্যতীত, কোনো পাইপ লাইন এর মাধ্যমে পরিবহন বন্ধ রাখা হইলে পাইপ লাইনের অভ্যন্তরের কার্যচাপে পেট্রোলিয়াম ভর্তি অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং বন্ধ করার সময়ে কার্যচাপ রেকর্ডভুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে, কোনো পাইপ লাইনে রেকর্ডকৃত কার্যচাপ এর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পাইলে, পাইপ লাইনটিকে বিধি ১১৬ অনুযায়ী মেরামত করিয়া বিধি ১১১ অনুযায়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যতীত পাইপ লাইনটি পেট্রোলিয়াম পরিবহনের অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১১৩। **পাইপ লাইনে টহল।**—(১) পাইপ লাইনের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক সম্পূর্ণ পাইপ লাইনে কার্যকরভাবে প্রহরার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) ২ (দুই) কিলোমিটারের বেশি দৈর্ঘ্য-সম্পন্ন পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর অন্তর সম্পূর্ণ পাইপ লাইনে টেলিফোন বা বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে কয়েকটি সমান্তরাল ও কাছাকাছি স্থাপিত পাইপ লাইনের জন্য একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১১৪। **পরিমাপক গ্যাজ যাচাই।**—ট্যাংক-এ বা বুস্টার বা মধ্যবর্তী পাম্প স্টেশনে স্থাপিত পরিমাপক গ্যাজ বৎসরে অন্যূন ১ (এক) বার পরীক্ষা বা যাচাই করিতে হইবে।

১১৫। **পাইপ লাইনের পরিবর্তন এবং সংযোজন।**—(১) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোনো পাইপ লাইনের পরিবর্তন বা সংযোজন করা যাইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো পাইপ লাইনে যে কোনো পরিবর্তন বা সংযোজন করিতে ইচ্ছা পোষণ করিলে পাইপ লাইন পরিবর্তন বা সংযোজনের উদ্দেশ্য বর্ণনাসহ স্কেলে অঙ্কিত প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা সংযোজনের ৩ (তিন) সেট নকশা, এবং প্রতি কিলোমিটার বা অংশ বিশেষের জন্য সরকার কর্তৃক, নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এইরূপ পরিবর্তন ও সংযোজনের প্রয়োজন আছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, তৎকর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা সংযোজনের অনুমোদন করিতে পারিবেন।

১১৬। **পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত।**—নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পরিপালন ব্যতিরেকে কোনো পাইপ লাইনে পুনঃ ঝালাইকরণ বা কর্তনের প্রয়োজন হয় এমন মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা যাইবে না, যথা:—

(ক) একজন অভিজ্ঞ প্রকৌশলী মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত অংশে কাজ শুরু করিবার পূর্বে পরিদর্শন করিবেন এবং উক্তরূপ কার্য সম্পাদনের পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক নির্দেশনা উল্লেখ পূর্বক লিখিত অনুমতি প্রদান করিবেন। উক্ত অনুমতি পত্র ৬ (ছয়) মাস সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত অনুমতি পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সকল ঝালাইকরণ বা কর্তনের কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে;

(গ) মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরুর পূর্বে পাইপ লাইনের অংশটি পাইপ লাইন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অভ্যন্তরের সকল পদার্থ পরিষ্কার করিতে হইবে;

(ঘ) নিষ্ক্রিয় গ্যাস দ্বারা পাইপ লাইনের অংশবিশেষ বা উহার সংযোগ ভর্তি করা না হইলে উক্ত পাইপ লাইন বা উহার সংযোগ শুধু যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কর্তন করা যাইবে না;

(ঙ) মেরামতের প্রয়োজন এইরূপ কোনো পাইপ লাইনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অভ্যন্তরীণ পদার্থ পরিস্কার করিতে হইবে এবং নিস্ক্রিয় গ্যাস বা বাষ্প বা পানি দ্বারা ভর্তি করিয়া বা কোনো অভিজ্ঞ প্রকৌশলী কর্তৃক লিখিত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অগ্নিময় কাজের জন্য প্রস্তুতকরণ ব্যতীত কোনো পাইপ লাইনে অগ্নিময় কাজ করা যাইবে না;

(চ) মেরামতকৃত পাইপ লাইনে জোড়ার রেডিওগ্রাফি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং উদস্থিতি পরীক্ষা সম্পন্ন করা না হইলে উক্ত পাইপ লাইনের অংশ দ্বারা পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা যাইবে না;

(ছ) পাইপ লাইনের কোনো অংশ পুন:স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত পাইপ লাইনের অংশবিশেষ বা উহার সাথে সংযুক্ত ভাল্ব অপসারণ করা যাইবে না, যদি না যে অংশবিশেষকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে উহার মাধ্যমে প্রতিস্থিত বৈদ্যুতিক নিরবিচ্ছিন্নতা অক্ষুন্ন রাখা যায়;

(জ) কোনো পাইপ লাইনের অংশবিশেষ বা উহার সাথে সংযুক্ত ভাল্ব অপসারণের সময় পাইপ লাইনটি বৈদ্যুতিক নিরবিচ্ছিন্নতা, উল্লিখিত অংশবিশেষে প্রতিস্থাপনের কারণে ভঙ্গ করা যাইবে না এবং পাইপ লাইনের অংশবিশেষ পুন:স্থাপন না করা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক নিরবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১৭। **জনস্বার্থে পাইপ লাইন পুন:স্থাপন বা মেরামত।**—প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক যদি মনে করেন যে, জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে কোনো পাইপ লাইনের পুনঃস্থাপন, মেরামত বা নবায়ন করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি লিখিত নোটিশ দ্বারা, প্রয়োজনীয়তার উল্লেখসহ, পাইপ লাইনের সত্ত্বাধিকারীকে উক্তরূপ পুন:স্থাপন, নবায়ন বা মেরামতের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১১৮। **পরিদর্শন ও পরীক্ষণের ক্ষমতা।**—প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা বিস্ফোরক পরিদর্শক যে কোনো সময় পাইপ লাইন পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং পাইপ লাইনের সত্ত্বাধিকারী বা পরিচালনাকারী বা ব্যবহারকারী বা যাহার ভূমিতে পাইপ লাইন স্থাপন করা হইয়াছে তিনি বা তাহার প্রতিনিধি এইরূপ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সুবিধা প্রদান করিতে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক পাইপ লাইন সংক্রান্ত সকল অনুসন্ধানের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১১৯। **বড় ধরনের লিকেজ বা অগ্নিকান্ডের সংবাদ।**—কোনো পাইপ লাইনের এবং উহার সাথে সংযুক্ত কোনো স্থাপনার বড় ধরনের কোনো লিকেজ দেখা দিলে বা অগ্নিকান্ড সংগঠিত হইলে পাইপ লাইনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি অবিলম্বে তাহার নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে টেলিফোন/ফ্যাক্স বা মোবাইল ফোন বা ই-মেইল এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

পেট্রোলিয়াম মজুদ

১২০। **মজুদের জন্য লাইসেন্স।**—কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীনে লাইসেন্স গ্রহণ এবং উহার শর্তাবলি পরিপালন ব্যতিরেকে পেট্রোলিয়াম মজুদ করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়েল হেড ট্যাংক-এ অথবা কনজারভেটর কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলি অনুসরণ সাপেক্ষে বন্দর সীমানার মধ্যে ট্রানজিট কার্গো হিসাবে পেট্রোলিয়াম মজুদ করার ক্ষেত্রে লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না।

১২১। **আগুনের বিরুদ্ধে পূর্ব সতর্কতা।—(১)** কোনো স্থাপনা, মজুদাগার বা সার্ভিস স্টেশনে কেউ ধূমপান করিতে পারিবে না।

(২) পেট্রোলিয়াম মজুদ করিবার কাজে ব্যবহৃত কোনো স্থাপনা বা মজুদাগারে কোনো ব্যক্তি দিয়াশলাই, ফিউজ অথবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা বিস্ফোরণ সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোনো সরঞ্জামাদি বহন করিতে পারিবে না।

(৩) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে অনুমোদিত পরিবহন যান ব্যতীত লাইসেন্সকৃত স্থাপনা অথবা মজুদাগারে আগুন, চুল্লি অথবা প্রজ্বলনীয় বাষ্পে আগুন ধরাইতে সক্ষম এইরূপ কোনো তাপ বা আলোর উৎস রাখা যাইবে না ।

(৪) তৈলজনিত আগুন নিভাইতে পারে এমন উপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক সহজে বহনযোগ্য কার্যকর অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র প্রত্যেক পেট্রোলিয়াম স্থাপনা, মজুদাগার এবং সার্ভিস স্টেশন এর সহজগম্য স্থানে সর্বদা রাখিতে হইবে এবং উক্ত স্থাপনা, মজুদাগার এবং সার্ভিস ষ্টেশনের নিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্তরূপ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাদি চালনার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকিতে হইবে।

১২২। **ট্যাংক-এ কেরোসিন মজুদে সতর্কতা।—(১)** কেরোসিন মজুদের কোনো ট্যাংক-এ ভুলক্রমে যাহাতে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম সরবরাহ না করা হয় সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক উহাতে বিশেষভাবে সনাক্তকরণের চিহ্ন থাকিতে হইবে এবং উক্তরূপ সম্ভাব্য ত্রুটি যাহাতে না ঘটে সেইজন্য কেরোসিন মজুদ ট্যাংক-এর ভিন্ন ধরনের স্বতন্ত্র ভর্তিকরণ সংযোগ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(২) কেরোসিন এবং প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পাশাপাশি স্থাপিত কোনো বিভক্ত ট্যাংক-এ (compartmented tanks) মজুদ করা যাইবে না।

(৩) বিধি ১৩ এর দফা (খ) এর অধীন গ্যাস মুক্ত হইয়াছে মর্মে প্রত্যয়ন পাওয়া গেলে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদকৃত ট্যাংক-এ কেরোসিন মজুদ করা যাইবে।

১২৩। **স্থাপনা, সার্ভিস ষ্টেশন এবং মজুদাগারের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।**—কোনো স্থাপনা অথবা সার্ভিস ষ্টেশনের অভ্যন্তরস্থ ভূমি এবং মজুদাগারের চারপাশের সংরক্ষিত (protected) এলাকা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন এবং উক্ত এলাকা দাহ্য বস্তু, গাছপালা এবং আবর্জনা মুক্ত রাখিতে হইবে।

১২৪। **নিস্কাশন ব্যবস্থা।—(১)** কোনো মজুদাগার এবং স্থাপনার ভূ-উপরোস্থ ট্যাংক-এর পরিবেষ্টনীতে উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে উক্ত পরিবেষ্টনীর মধ্যে পানি জমা হইতে না পারে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিবেষ্টনীর মধ্যস্থ ভূমির কোনো অংশ সংরক্ষিত এলাকার ভূমি হইতে নীচু হইবে না।

(৩) পাইপ দ্বারা নিস্কাশন ব্যবস্থা করা হইলে পাইপে এমনভাবে একটি ভাল্ব স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে উহা পরিবেষ্টনীর বাহির হইতে পরিচালনা করা যায়, অথবা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য কোনো পদ্ধতিতে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

(৪) পানি নিষ্কাশনের সময় ব্যতীত অন্য সময় সকল ভাল্ব এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বন্ধ রাখিতে হইবে।

১২৫। **অননুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ প্রতিহতকরণ (exclusion)**।—(১) প্রত্যেক স্থাপনা এবং মজুদাগারের চারপাশের সংরক্ষিত এলাকা অন্যূন ১.৮ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট দেওয়াল অথবা তারজালি অথবা অদাহ্য পদার্থের বেড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতে হইবে।

(২) কোনো মজুদাগার অথবা স্থাপনায় অননুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ প্রতিহত করিবার জন্য পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

১২৬। **পেট্রোলিয়াম মজুদকরণ**।–(১) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো স্থাপনা, সার্ভিস ষ্টেশন অথবা মজুদাগারে পেট্রোলিয়াম মজুদ, বিতরণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাদির উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে কেবল তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অনূর্ধ্ব ১০,০০০ (দশ হাজার) লিটার মজুদ করা যাইবে।

(৩) পারমিট পাইতে আগ্রহী কোনো ব্যক্তিকে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট পেট্রোলিয়াম স্থাপনা বা মজুদাগারের সঠিক অবস্থান এবং প্রাঙ্গণের চারপাশের স্থাপনাদির বিবরণ উল্লেখপূর্বক ৫ (পাঁচ) সেট নকশাসহ আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিরীক্ষা ফি প্রদান করিতে হইবে।

১২৭। **ট্যাংক নির্মাণ**।—(১) ওয়েল হেড ট্যাংক ব্যতীত ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম মজুদ করিবার জন্য প্রত্যেকটি ট্যাংক অথবা ধারণপাত্র বা আধার লোহা বা স্টীল দ্বারা অথবা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক স্বীকৃত বিনির্দেশ (specification) বা কোড অনুসারে নির্মাণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মজুতব্য পেট্রোলিয়ামের বৈশিষ্ট্য অথবা অন্য কোনো কারণে, প্রয়োজন হইলে, মজুদ ট্যাংক অথবা ধারণপাত্র বা আধার প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে লোহা বা স্টীল ব্যতীত অন্য কোনো উপযুক্ত উপকরণ দ্বারা অথবা ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন (British standard Specification) ৪৯৯৪ অনুসারে নির্মিত গ্লাস সংযোজিত প্লাস্টিক (glass reinforcedc plastic) দ্বারা নির্মাণ করা যাইবে।

(২) নিপুণ প্রকৌশল পদ্ধতি অনুসারে মজবুত ভিত্তির উপর কোনো অদাহ্য বস্তু দ্বারা ট্যাংক নির্মাণ করিতে হইবে।

(৩) যে কোনো মজুদ ট্যাংক-এর উচ্চতা উহার ব্যাসের দেড়গুণ অথবা ২০ (বিশ) মিটার এর মধ্যে যাহা কম তাহার অধিক হইবে না এবং ট্যাংক-এর উচ্চতার মাপ উহার তলার কার্ব কোণ (curb angles) পর্যন্ত হইতে হইবে।

(৪) ট্যাংক-এর মোট ধারণক্ষমতার শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগের কম নহে অথবা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোড অথবা বিনির্দেশে বর্ণিত শূন্যস্থান, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম উহা বাষ্পের জন্য ট্যাংক-এ খালি রাখিতে হইবে।

(৫) প্রতিটি ভূ-উপরোস্থ ট্যাংক-এ লেভেল ইন্ডিকেটর থাকিতে হইবে যাহাতে বাহির হইতে মজুদকৃত পেট্রোলিয়ামের লেভেল সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

১২৮। **ট্যাংক পরীক্ষা।**—(১) ওয়েলহেড ট্যাংক ব্যতীত ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম মজুদ করিবার সকল ট্যাংক অথবা কোনো ধারণপাত্র বা আধার চূড়ান্ত (final) অবস্থানে দৃঢ়ভাবে স্থাপন অথবা বড় ধরনের কোনো মেরামত সম্পাদন করিয়া পুনঃস্থাপন করিবার পর উহাতে পেট্রোলিয়াম মজুদকরণ শুরু করিবার পূর্বে পানির চাপ প্রয়োগ দ্বারা অথবা স্বীকৃত কোনো অবিনাশী (Non destructive test) পরীক্ষণের মাধ্যমে একজন যোগ্য প্রকৌশলী কর্তৃক পরীক্ষা করিয়া স্থাপিত ট্যাংক অথবা ধারণপাত্র বা আধার ছিদ্রমুক্ত নিশ্চিত হইয়া পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য উপযুক্ত মর্মে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সনদপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) পরীক্ষণে ব্যবহৃত পানি পেট্রোলিয়াম মুক্ত হইতে হইবে এবং উহা পেট্রোলিয়াম পরিবহনে ব্যবহৃত কোনো পাইপ বা পাইপের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয় যে, পেট্রোলিয়াম পরিবহনে ব্যবহৃত সাধারণ পাইপ বা পাম্প ব্যতীত অন্য কোনো পাইপ বা পাম্প দ্বারা সঠিকভাবে পানি সঞ্চালন করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ, তৎকর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, পাইপ বা পাম্পের মধ্য দিয়া পানি সঞ্চালনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পরীক্ষা পরিচালনাকারী যোগ্য প্রকৌশলী তৎসম্পর্কে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন এবং উক্ত প্রত্যয়নপত্রসহ লাইসেন্স বা লাইসেন্স সংশোধনের জন্য অথবা বড় ধরনের কোনো মেরামতের ক্ষেত্রে উক্ত মেরামত সম্পাদনের পর উহা অনুমোদনের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৪) নূতন ট্যাংক নির্মাণ বা মেরামত করিবার ক্ষেত্রে ট্যাংক ক্যালিব্রেশন করিতে হইবে।

১২৯। **ট্যাংক-এর ধারণক্ষমতা লিখন।**—কোনো স্থাপনার প্রত্যেকটি ট্যাংক-এর সহিত উহার ধারণক্ষমতা লিটারে সহজে দৃশ্যমান স্থানে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

১৩০। **ট্যাংক-এর ক্ষয় প্রতিরোধ।**—ওয়েল হেড ট্যাংক ব্যতীত অন্য ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম মজুদের সকল ট্যাংক অথবা ধারণপাত্র বা আধার ভূগর্ভে বা ভূমির উপরে, যেখানেই স্থাপন করা হউক না কেন, প্রতিরক্ষামূলক আবরণ অথবা ক্যাথোডিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অথবা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো পদ্ধতিতে উহাদের ক্ষয় প্রতিরোধ করিতে হইবে।

১৩১। **ট্যাংক-এ ভূ-সংযোগ** ।—(১) ওয়েল হেড ট্যাংক অথবা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ট্যাংক ব্যতীত মজুদের প্রত্যেকটি ট্যাংক অথবা অন্য কোনো ধারণপাত্রকে উহাদের বিপরীত দিকের চূড়ান্ত বিন্দুতে কার্যকর পদ্ধতিতে অন্যূন ২ (দুই) টি স্বতন্ত্র স্থানে ভূমির সহিত বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে এবং এইরূপ সকল ধাতব সংযোগ ট্যাংক বা ধারণপাত্র বা আধারের সহিত বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সংযোগ ও সংস্পর্শসমূহ যথাসম্ভব কম রাখিতে হইবে এবং সকল সংযোগ পেরেক দ্বারা আটকানো ও ঝালাইকৃত থাকিবে যাহাতে উহা যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিকভাবে সংহত হয়।

১৩২। **ভূ-সংযোগ পরিদর্শন পরীক্ষণ।**—(১) বিধি ১৩১ এ বর্ণিত ট্যাংক এবং সংযোগ বিন্দুসমূহ লাইসেন্সধারী কর্তৃক প্রতি ১২ (বার) মাসে অন্যূন একবার কোনো উপযুক্ত প্রকৌশলী কর্তৃক সহজে পাঠ্য রিডিং প্রদানযোগ্য সরঞ্জামের সাহায্যে পরিদর্শন ও পরীক্ষা করাইয়া দেখিতে হইবে যে, উক্ত ভূ-সংযোগ সন্তোষজনক অবস্থায় আছে কিনা, এবং উক্ত ভূ-সংযোগ সন্তোষজনক না হইলে উহাকে সন্তোষজনক অবস্থায় আনিবার জন্য লাইসেন্সধারীকে পরিদর্শন ও পরীক্ষাকারী উক্ত প্রকৌশলীর পরামর্শ অনুসারে অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশোধনমূলক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো ভূ-সংযোগকরণ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত তার বা অন্য কোনো পদার্থের প্রতিরোধ ক্ষমতা ১০ (দশ) ওহমের বেশি হইলে উহার অবস্থা সন্তোষজনক নহে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত পরীক্ষণ সরঞ্জাম যদি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে উহাকে এমনভাবে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হইবে যাহাতে উহা পেট্রোলিয়াম বাষ্প জ্বালাইতে না পারে।

(৪) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উপযুক্ত প্রকৌশলী কর্তৃক পরিদর্শন এবং পরীক্ষণের ফলাফল সম্বলিত প্রতিবেদনের কপি প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা সংশ্লিষ্ট বিস্ফোরক পরিদর্শক এবং অপর এক কপি লাইসেন্সধারীকে অবিলম্বে সরবরাহ করিতে হইবে।

(৫) উপযুক্ত প্রকৌশলীর পরিদর্শন এবং পরীক্ষণের ফলাফল সম্বলিত প্রতিবেদন লাইসেন্সধারীকে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক অথবা সংশ্লিষ্ট বিস্ফোরক পরিদর্শকের চাহিদা অনুযায়ী প্রদর্শনে বাধ্য থাকিবে।

১৩৩। **রাত্রিকালে কাজ করিবার ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।**—অষ্টম অধ্যায়ের বিধানাবলি পালন সাপেক্ষে, অনুমোদিত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে এমন স্থান ব্যতীত সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো স্থাপনা বা মজুদাগার খোলা রাখাসহ সেখানে কোনো কাজ করা যাইবে না ।

১৩৪। **নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা।**—(১) কোনো স্থাপনায় ট্যাংক-এ ভূমির উপরে পেট্রোলিয়াম মজুদের পরিমাণ-

(ক) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কিলোলিটারের উর্ধ্বে হইলে অথবা পেট্রোলিয়াম মজুদের কোনো ট্যাংক-এর ব্যাস ৯ (নয়) মিটারের অধিক হইলে উক্ত স্থাপনা বা ট্যাংক-এর বিভিন্ন সুবিধাদি, ভবন, সীমানা বেষ্টনী বা সংরক্ষণীয় পূর্ত কর্মের মধ্যে সারণী-১ ও সারণী-২ এ উল্লিখিত দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে;

(খ) অনূর্ধ্ব ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কিলোলিটার এবং পেট্রোলিয়াম মজুদের ট্যাংক-এর ব্যাস অনূর্ধ্ব ৯ (নয়) মিটার হইলে উক্ত স্থাপনা বা ট্যাংক-এর বিভিন্ন সুবিধাদি, ভবন, সীমানা বেষ্টনী বা সংরক্ষণীয় পূর্ত কর্মের মধ্যে সারণী-৩ এ উল্লিখিত দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে।

(২) কোনো কূপ, পাম্পিং স্টেশন বা শোধনাগার অথবা উহাদের নিকটবর্তী স্থানে কোনো স্থাপনায় পেট্রোলিয়াম মজুদ করা হইলে উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত দূরত্ব প্রযোজ্য হইবে না এবং ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কিলোলিটারের বেশি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন কোনো মজুদ ট্যাংক অথবা কোনো

মজুদাগার বা ফিলিং শেড, কোনো পাতন যন্ত্র, বয়লার, চুল্লী অথবা আগুনের ৫০ (পঞ্চাশ) মিটারের মধ্যে স্থাপন করা যাইবে না এবং এইরূপ স্থাপন একটি নিবিড় এলাকার মধ্যে স্থাপিত একক নিয়ন্ত্রণে একটি অবিচ্ছিন্ন বেষ্টনী দিয়া পরিবেষ্টিত বা পরিবেষ্টনযোগ্য হইতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত স্থাপনায় কোনো সংরক্ষিত পূর্তকর্ম থাকিতে পারিবে না।

১৩৫। **পাম্পিং (pumping)।**—পাম্প করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্মিত এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত পাম্প হাউজ অথবা পাম্পিং এলাকা ব্যতীত পেট্রোলিয়াম পাম্প করিবার জন্য কোনো স্থাপনায় অন্তর্দহ ইঞ্জিন অথবা বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার করা যাইবে না।

১৩৬। **লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গান চিহ্নিতকরণ ও লাইসেন্সের শর্তাবলি প্রদর্শন।**—**(১)** এই বিধির অধীন লাইসেন্সকৃত প্রত্যেকটি স্থাপনা, মজুদাগার অথবা সার্ভিস স্টেশনে লাইসেন্স নম্বর চিহ্নিত করিয়া সহজে দৃশ্যমান হয় এমন কোনো স্থানে বিধি ৪ হইতে বিধি ১৬ এবং বিধি ১২১ হইতে বিধি ১৩৫ এবং লাইসেন্সের শর্তাবলির কপি লটকাইয়া রাখিতে হইবে।

(২) প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

১৩৭। **পেট্রোলিয়াম মজুদে বিধি-নিষেধ।**—এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স ব্যতীত অন্য কোনো শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের সহিত একত্রে তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ করা যাইবে না।

১৩৮। **অব্যাহতিপ্রাপ্ত তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ট্যাংক-এ মজুদ।**—(১) তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম লোহা বা স্টীল দ্বারা নির্মিত অথবা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত কোনো উপকরণ দ্বারা নির্মিত ট্যাংক-এ মজুদ করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ট্যাংক-এর নকশা যথাযথভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে এবং উক্ত নকশা অনুসারে উহা নির্মাণ করিয়া স্থাপন করিতে হইবে এবং যন্ত্রাংশসহ ট্যাংক এমনভাবে নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে পেট্রোলিয়াম ছিদ্রপথে নির্গত না হইতে পারে।

(৩) তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য ৫০০০ (পাঁচ হাজার) লিটারের অধিক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন সকল ট্যাংক বেষ্টনী দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে অথবা চারপাশে গভীর গর্তের মধ্যস্থানে ট্যাংক স্থাপন করিতে হইবে; বেষ্টনী এবং গর্ত এমনভাবে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে বেষ্টনী এবং গর্তের মধ্যে অবস্থিত সর্ববৃহৎ বাল্ক বা ট্যাংক-এর ধারণাকৃত সর্বোচ্চ পরিমাণ পেট্রোলিয়াম রাখা যায়।

(৪) বেষ্টনী দেওয়ালের বাহির হইতে পরিচালনা করা যায় এমন একটি ভাল্বযুক্ত বহিনির্গমন নল উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত বেষ্টনী বা গভীর গর্তের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে এবং ভাল্বটি বন্ধ রাখিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত বেষ্টনী দেওয়াল বা গভীর গর্তের প্রান্ত বিন্দু এবং পূর্ত কর্মের মধ্যবর্তী নিরাপদ দূরত্ব অন্যূন ১.৫ মিটার বজায় রাখিতে হইবে।

১৩৯। **বাল্ক পেট্রোলিয়াম ব্যতীত তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ।**— বাল্ক প্রেট্রোলিয়াম ব্যতীত তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ যদি ২,০০০ (দুই হাজার) লিটারের অধিক হয়, তাহা হইলে মজুদাগারের দরজাপথ এবং উহার খোলার পথের মেঝে হইতে ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার উপরে তৈরী করিতে হইবে, অথবা মেঝের গভীরতা ৬০ (ষাট) সেন্টিমিটার হইতে হইবে।

১৪০। **দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের অনুমতি।**—(১) কোনো ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজনে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর নিকট হতে পারমিট গ্রহন সাপেক্ষে ২০০০ (দুই হাজার) লিটারের উর্দ্ধে কিন্তু অনুর্দ্ধ ১০,০০০ লিটার পর্যন্ত ২য় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ করিতে পারিবে। এই পারমিটের মেয়াদ হইবে ১ (এক) বছর। তবে, শর্ত থাকে যে, প্রয়োজন অনুসারে এই মেয়াদ একাধিকবার বৃদ্ধি করা যাইবে।

(২) পারমিট পাইতে আগ্রহী কোনো ব্যক্তিকে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট পেট্রোলিয়াম স্থাপনা বা মজুদাগারের সঠিক অবস্থান এবং প্রাঙ্গণের চারপাশের স্থাপনাদির বিবরণ উল্লেখপূর্বক ৫ (পাঁচ) সেট নকশাসহ আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং সরকার কর্তৃক, নির্ধারিত নিরীক্ষা ফি প্রদান করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পেট্রোলিয়াম পরিশোধন এবং সংমিশ্রণ

১৪১। **শোধনাগার ও পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট অনুমোদন।**—(১) পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, পরিশোধন, বিদীর্ণকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ অথবা সংমিশ্রণের কাজ সম্পাদনের প্রস্তাবিত স্থানে স্থাপিতব্য ট্যাংক, পাতনযন্ত্র, চুল্লি, বৈদ্যুতিক স্থাপনা, পাম্প হাউস, বর্জ্য নিস্কাশন ব্যবস্থা হতে নিঃসৃত দ্রব্যাদির অপসারণ, অগ্নি নির্বাপন, পরিবেষ্টনীসহ প্রবেশ দ্বার, প্লান্ট এবং ইমারতসমূহ সাধারণ বিন্যাস প্রদর্শিত নকশা এবং বিনির্দেশ (specification) ও পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে কোনো ব্যক্তি উক্ত স্থানে পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, পরিশোধন, বিদীর্ণকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ অথবা সংমিশ্রণ করিতে পারিবে না।

(২) পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, পরিশোধন, বিদীর্ণকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ অথবা সংমিশ্রণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিকল্পনা প্রতিবেদন, ঝুঁকি চিহ্নিত করণ রিপোর্ট (Risk analysis report), কার্যস্থলে জরুরী পরিকল্পনা (on site emergency plan), HAZOP রিপোর্ট, ৩ (তিন) সেট নকশা এবং সরকার কর্তৃক, নির্ধারিত নিরীক্ষা ফি প্রদান পূর্বক প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক উপ-বিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন এবং নকশা প্রাপ্তির পর, প্রয়োজনে, আরো তথ্যাদি তলব করিতে পারিবেন এবং তিনি যদি সন্তুষ্ট হন যে, পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, পরিশোধন, বিদীর্ণকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংমিশ্রণ করা যায় তাহা হইলে তিনি উক্ত প্রতিবেদন এবং নকশা অনুমোদন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন এবং নকশার একটি সেট, কোনো শর্ত আরোপ করিলে উহা পালনের নির্দেশসহ আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৪২। **অনুমোদিত নকশা এবং প্রতিবেদন সংরক্ষণ।**— প্রত্যেকটি অনুমোদিত নকশা এবং প্রতিবেদন বিধি ১৪৩ অনুসারে স্থাপনায় কোনো পরিবর্তন করা হইলে উহা শোধনাগারে সর্বদা সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে হইবে।

১৪৩। **স্থাপনায় পরিবর্তন।**—(১) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোনো শোধনাগারে স্থাপিত কোনো ট্যাংক, পাতনযন্ত্র, চুল্লি, প্ল্যান্ট, পাম্প হাউস, বৈদ্যুতিক স্থাপনা, অগ্নি-নির্বাপন যন্ত্রাদি ইত্যাদির নির্মাণ কৌশল এবং অবস্থান পরিবর্তন করা যাইবে না।

(২) কোনো শোধনাগার কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত যে কোনো একটি স্থাপনায় পরির্তন করিতে চাহিলে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট পরিবর্তনের কারণ বর্ণনাসহ প্রস্তাবিত পরিবর্তন প্রদর্শিত ৪ (চার) সেট নকশা এবং সরকার কর্তৃক, নির্ধারিত নিরীক্ষা ফি প্রদানপূর্বক প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোনো স্থাপনার পরিবর্তন সংক্রান্ত নকশা এবং পরিবর্তনের কারণ বর্ণিত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, প্রয়োজনে, আরো তথ্যাদি তলব করিতে পারিবেন এবং তিনি যদি সন্তুষ্ট হন যে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করা যায়, তাহা হইলে তিনি উক্ত নকশা অনুমোদন করিয়া স্বাক্ষর করিবেন এবং স্বাক্ষরিত নকশার একটি সেট, কোনো শর্ত আরোপ করিলে উহা পালনের নির্দেশসহ আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৪৪। **অগ্নি নিরোধক পদার্থের ব্যবহার।**—পেট্রোলিয়াম রাখার গৃহ এবং যে সরঞ্জামাদির সাহায্যে পেট্রোলিয়াম নাড়াচড়া করা হইবে উহা অগ্নি নিরোধক পদার্থ দ্বারা তৈরী করিতে হইবে।

১৪৫। **মজুদ ট্যাংক-এর অবস্থান।**—পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক বয়লার অথবা চুল্লির অবস্থানের ৫০ (পঞ্চাশ) মিটারের মধ্যে স্থাপন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বয়লারের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের জন্য তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক-এর ক্ষেত্রে এই বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না এবং এই ধরনের মজুদ ট্যাংক কোনো বয়লারকে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা উত্তপ্ত করিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অতিরিক্ত পেট্রোলিয়াম ধারণক্ষমতা সম্পন্ন হইবে না।

১৪৬। **তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের মজুদ ট্যাংক এবং ভর্তিকরণ সুবিধাদির অবস্থান।**—পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক, পাম্প হাউস অথবা পেট্রোলিয়াম মিশ্রিতকরণ বা ভর্তিকরণ সুবিধাদি অথবা কোনো পূর্তকর্মের অবস্থান হইতে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের মজুদ ট্যাংক অথবা ভর্তিকরণ সুবিধাদি এলপিজি বিধিমালা, ২০০৪ এ উল্লিখিত নিরাপত্তা দূরত্বের মধ্যে স্থাপন করা যাইবে না।

১৪৭। **ফ্লেয়ারের অবস্থান।**—ফ্লেয়ার সংযুক্ত রিকভারী পাম্প এবং নক আউট ড্রাম ব্যতীত কোনো ট্যাংক, পাতনযন্ত্র, পাম্প হাউজ, অথবা পরিশোধন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মিশ্রণ, মজুদ এবং তরল পেট্রোলিয়াম ও তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস নাড়াচড়া করিবার কোনো সরঞ্জামাদি ফ্লেয়ারের অবস্থানের ৯০ (নব্বই) মিটারের মধ্যে স্থাপন করা যাইবে না।

১৪৮। **নিষ্কাশন।**—(১) শোধনাগার হইতে নির্গত বর্জ্য ও ময়লা যাহাতে নদী, খাল, জলাশয় অথবা সমুদ্রতীর দূষণ করিয়া প্রাণী এবং গাছ-পালার উপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলিতে না পারে সেই জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) পাম্প হইতে নির্গত বর্জ্য এবং পেট্রোলিয়াম নির্গত হইতে পারে এমন সকল নির্গমন পথে উপযুক্ত আকারের কার্যকর তৈল রোধক (efficient oil interceptor) ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) শোধনাগার কর্তৃপক্ষ শোধনাগার পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করিয়া নির্গত বর্জ্যে তরল পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ, অম্লত্ব ক্ষারীয় বৈশিষ্ট্য, ইত্যাদি নির্ণয় করিবে এবং প্রতি ৬ (ছয়) মাস পর পর উক্ত পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী চাহিদা অনুসারে সংশ্লিষ্ট বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) নির্গত বর্জ্য শোধনাগার সীমানার বাহিরে নিষ্কাশিত হইবার পূর্বেই উহার ক্ষতিকর বর্জ্য নিস্ক্রিয় করিয়া ফেলিতে হইবে।

(৫) রাসায়নিক বর্জ্য নিস্কাশন নালা এবং পয়ঃনিষ্কাশন নালা পৃথক থাকিতে হইবে।

(৬) নিষ্কাশন নালা পর্যাপ্ত ধারণক্ষমতা সম্পন্ন হইবে যাহাতে নিষ্কাশিত বর্জ্য উপচাইয়া উঠিতে অথবা পশ্চাদভিমুখে ধাবিত হইতে না পারে, এবং উহা এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে বর্জ্য ও ময়লা ছিদ্রপথে চারপাশে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে।

(৭) যে নালার মাধ্যমে তৈলাক্ত বর্জ্য প্রবাহিত হইবে উহা এমন উপকরণ দ্বারা নির্মিত হইতে হইবে যেন নিস্কাশিত রাসায়নিক বর্জ্যের সহিত কোনো বিক্রিয়া না করে।

(৮) যে সকল নালায় আবর্জনা আটকা পড়িয়া নির্গমন পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেই সকল নালায় আবর্জনা র‍্যাক স্থাপন করিতে হইবে।

(৯) আকস্মিক পরিবর্তিত গতিপথ বিশিষ্ট আবদ্ধ নালায় ম্যানহোল স্থাপন করিতে হইবে।

(১০) আবদ্ধ নালায় দূষিত বর্জ্য হইতে পৃথককৃত গ্যাস নির্গমন ব্যবস্থা এমন স্থানে রাখিতে হইবে যাহাতে কোনো বিপদ বা উৎপাতের সৃষ্টি না হয়।

(১১) নালার যথোপযুক্ত স্থানে ফায়ারট্র্যাপ সংযুক্ত থাকিতে হইবে যাহাতে কোনো অগ্নি শিখা উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে।

(১২) নালায় গ্যাস-ট্র্যাপ সংযুক্ত থাকিলে উহা তৈলরোধকের উজানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত গ্যাস-ট্র্যাপ গ্যাস-নির্গমন নলের এমন উচ্চতায় স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে কোনো বিপদ বা উৎপাত সৃষ্টি না হয়।

১৪৯। **আগুন এবং ধুমপান।**—(১) পাতন যন্ত্র এবং বয়লার আগুনের অবস্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে আগুন, চুল্লি দাহ্য বাষ্প জ্বালাইতে পারে এমন তাপ বা আলোর উৎস স্থাপন করা যাইবে না।

(২) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক, বিশেষভাবে, অনুমোদিত স্থান বা ভবন ব্যতীত অন্য কোনো স্থান বা ভবনে ধূমপান করা যাইবে না।

১৫০। **রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত কাজ পরিচালনা করিবার অনুমতি।**—(১) শোধনাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো যোগ্য ব্যক্তির লিখিত অনুমতিপত্রে বর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ ব্যতীত আবদ্ধ নিষ্কাশন নালা, মজুদ ট্যাংক, পাইপ লাইন, স্থাপনার যন্ত্রাদি অথবা ম্যানহোলসহ কোনো আবদ্ধ স্থানে প্রবেশ, রক্ষণাবেক্ষণ অথবা মেরামত করা যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অনুমতি পত্র জারির পূর্বে উক্ত যোগ্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আধারের অবস্থান এবং যে কাজ হাতে নেওয়া হইবে উহা সম্পাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃতব্য সরঞ্জামাদি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ কিনা উহা পরিদর্শন এবং পরীক্ষা করিয়া প্রথমতঃ সন্তুষ্ট হইতে হইবে, অতঃপর নিরাপদে মেরামত কার্য যাহাতে সম্পাদিত হয় এই ব্যাপারে উক্ত যোগ্য ব্যক্তি কোনো শর্ত আরোপ করিলে উক্ত শর্তাবলি অনুমতিপত্রে উল্লেখ করিবে।

(৩) সংরক্ষণ এবং মেরামত সংক্রান্ত কাজ সম্পাদনের নির্দিষ্ট মেয়াদ অনুমতি পত্রে উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং মেরামত কাজে ব্যবহৃতব্য সরঞ্জামাদি, আধারের অবস্থান এবং আধার পুনঃ পরিদর্শন এবং পরীক্ষণ ব্যতীত উক্ত আরোপিত মেয়াদ নবায়ন করা হইবে না।

(৪) গ্যাস পরীক্ষা সংক্রান্ত অনুমতিপত্র জারির উদ্দেশ্যে সঠিক পরিমাপ প্রদানের সক্ষম (calibrated) এমন একটি গ্যাস পরীক্ষা যন্ত্র দ্বারা একজন বিস্ফোরক পরিদর্শক অথবা শোধনাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো যোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক গ্যাস পরীক্ষা করাইতে হইবে।

(৫) সীসা মিশ্রিত তরল পদার্থ ধারণকৃত আধারের ক্ষেত্রে উক্ত তরল পদার্থ সরবরাহকারীকে প্রদত্ত এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

১৫১। **অগ্নি নিয়ন্ত্রণ।**—(১) প্রত্যেকটি শোধনাগারকে সম্পূর্ণভাবে অগ্নিকান্ড হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সহজে বহনযোগ্য আগুন নিভানোর যথোপযুক্ত সরঞ্জামসহ সুসংগঠিত এবং অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল শোধনাগারে সর্বদা নিয়োজিত রাখিতে হইবে।

(২) স্বতন্ত্র ভাল্বের সহিত যুক্ত রিংম্যাইন অথবা গ্রীডের সাহায্যে শোধনাগারের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে পানি সরবরাহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসম্পন্ন দুই বা ততোধিক বুষ্টিং পাম্পের সাহায্যে ম্যাইনটিকে সর্বদা চাপের মধ্যে রাখিতে হইবে যাহাতে ম্যাইনে সৃষ্ট চাপের ঘাটতি ঘটিলেও উক্ত বুষ্টিং পাম্প স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর এবং স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা হইতে উহা পৃথক থাকে।

(৩) মেইন লাইন অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) মিটার দূরত্বে সুবিধাজনক স্থানে স্থাপিত হাইড্রেন্ট এর সহিত যুক্ত থাকিবে এবং উক্তরূপ হাইড্রেন্টসমূহ এমনভাবে নির্মাণ এবং স্থাপন করিতে হইবে যেন উহা সহজে পরিচালনা করা যায় এবং উহাদের সহিত মোবাইল পাম্প যুক্ত করা যায়।

(৪) পানি সরবরাহে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইলে মজুদকৃত পানি হইতে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৫) শোধনাগারে কর্মরত সকল কর্মচারীকে অগ্নিনির্বাপন সরঞ্জামাদি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিবার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা অগ্নিদুর্ঘটনার মুহর্তে তৎক্ষনাৎ অগ্নি নির্বাপনে অংশগ্রহণ করিতে পারে।

(৬) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক উপ-বিধি (১) হইতে উপ-বিধি (৫) এর যে কোনো বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান বা অগ্নিনির্বাপন সংক্রান্ত অতিরিক্ত বিধান আরোপ করিতে পারিবেন, যদি তিনি মনে করেন যে, উল্লিখিত অব্যাহতি বা অতিরিক্ত অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা সংযোজন করিলে যে কোনো ধরনের শোধণাগারের ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা জোরদার হইবে।

(৭) প্রতিটি শোধনাগারের নিকটবর্তী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন এর টেলিফোন/মোবাইল নম্বর সকলের দৃষ্টি গোচর হয় এমন প্রকাশ্য স্থানে লাল কালিতে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

১৫২। **পেট্রোলিয়াম অপসারণ।**—জ্বালানি হিসাবে ব্যবহারের নিমিত্ত সার্ভিস ট্যাংক-এ সরাসরি প্রেরণকৃত পেট্রোলিয়াম ব্যতীত পাতনযন্ত্র পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সকল পেট্রোলিয়াম পাম্প দ্বারা শোধনাগারের মজুদ ট্যাংক-এ প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত পেট্রোলিয়াম পাতনযন্ত্র বা বয়লারের নিকটবর্তী কোনো স্থানে মজুদ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক অন্য কোনোভাবে উক্ত পেট্রোলিয়াম অপসারণ বা মজুদকরণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

১৫৩। **স্থির বিদ্যুৎ হইতে সৃষ্ট বিপদ প্রতিরোধ।**—স্থির বৈদ্যুতিক চার্জ পুঞ্জিত (accumulate) হইয়া যাহাতে বিপদ সৃষ্টি হইতে না পারে সেই জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

১৫৪। **সতর্কীকরণ নোটিশ।**—অননুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ, উন্মুক্ত বাতির ব্যবহার, ধুমপান এবং অন্যান্য বিপজ্জনক কাজ প্রতিরোধের নিমিত্ত শোধনাগারের সহজে দৃশ্যমান স্থানে ঝুকিপূর্ণ সতর্কীকরণ নোটিশ টাংগাইয়া রাখিতে হইবে।

১৫৫। **পাইপলাইন এবং ক্যাবল চিহ্নিতকরণ।**—(১) ভূ-উপরোস্থ সকল পাইপ লাইন এবং ক্যাবল স্পষ্টভাবে ট্যাপিং ষ্টেনসিলিং এবং রঞ্জিত করিয়া অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত পদ্ধতিতে চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে।

(২) উর্ধ্বে স্থাপিত পাইপ লাইন এবং সড়ক অতিক্রমকারী ক্যাবলকে দুর্ঘটনাজনিত ধ্বংস হইতে রক্ষার্থে পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে ।

(৩) পেট্রোলিয়াম ভর্তি এবং খালাসের জন্য স্থাপিত পাইপ লাইন এবং ভাল্ব সনাক্তকরণের জন্য দৃষ্টিগ্রাহ্য চিহ্ন থাকিতে হইবে।

(৪) দুর্ঘটনাজনিত ধ্বংস হইতে রক্ষার্থে ভূ-গর্ভস্থ সকল পাইপ লাইনের গমনপথ লক্ষ্যণীয় মার্কার অথবা অন্য কোনো কার্যকরী উপায়ে চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে।

১৫৬। **পরিদর্শন।**— (১) সকল শোধনাগারের স্থাপনা, যন্ত্রপাতি এবং অগ্নিনির্বাপনের সরঞ্জামাদির বাস্তব অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিয়ামকের (factors) ভিত্তিতে উক্তরূপ স্থাপনা, যন্ত্রপাতি এবং অগ্নিনির্বাপনের সরঞ্জামাদি প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে নিয়মিত পরিদর্শন এবং পরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিদর্শন এবং পরীক্ষার ফলাফল বিবরণীর রেকর্ড নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৫৭। **নিরাপদ পরিচালনা।**—(১) শোধণাগারে কর্মরত সকল অপারেটরদেরকে প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি নিরাপদে পরিচালনায় পর্যাপ্তভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হইতে হইবে।

(২) প্ল্যান্ট অথবা উহার কোনো অংশ নিরাপদে চালু, বন্ধ এবং গ্যাসমুক্তকরণ এবং জরুরী পরিস্থিতিতে যথোপযুক্ত নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত লিখিত নিয়মাবলী অপারেটরদের উদ্দেশ্যে সহজে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) পরিবহন যানের তত্ত্বাবধায়ক কার্য পরিচালনার প্রত্যেকটি ধাপ এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি যথাযথভাবে পৃথককৃত অথবা সংযুক্ত আছে কিনা উহা নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবে এবং উক্ত কার্য পরিচালনাকালে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুবিধাদি কার্যকর আছে কিনা তৎসম্পর্কেও নিশ্চিত হইতে হইবে।

১৫৮। **অগ্নিকান্ডের সংবাদ।**—শোধনাগারে সংঘটিত কোনো অগ্নিকান্ডসহ দুর্ঘটনার সংবাদ শোধনাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে নিকটতম ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনে, থানায় এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে অবহিত করিতে হইবে।

১৫৯। **শোধনাগার স্থায়ীভাবে বন্ধকরণ।**—কোনো শোধনাগার স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হইলে উহার চারপাশের বেষ্টনীর অভ্যন্তরস্থ এলাকায় বিদ্যমান ৯৫^{0} (পঁচানব্বই) সেলসিয়াসের কম ফ্ল্যাশ পয়েন্ট বিশিষ্ট পেট্রোলিয়াম যথাশীঘ্র অপসারণ করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

পেট্রোলিয়াম পরীক্ষণ

১৬০। **নমুনা সংগ্রহকরণ।**—(১) নমুনা পরীক্ষণ কর্মকর্তাকে সকল ক্ষেত্রে, অন্যূন ১ (এক) জন সাক্ষীর সম্মুখে, ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(২) বাল্ক বা ট্যাংক ব্যতীত যে ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম ধারণকৃত মুখ খোলা হয় নাই এমন কোনো ধারণপাত্র বা আধার হইতে নমুনা সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রে উহার মুখ এমন প্রশস্ত হইতে হইবে যাহাতে দ্রুততার সহিত উহার মুখ খুলিয়া ধারণপাত্র বা আধার হইতে খোলা হয় নাই এমন নুমনা সংগ্রহ করা যায়।

(৩) এক লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি বোতলের প্রত্যেকটির ধারণক্ষমতার দশভাগের নয়ভাগ নমুনা দ্বারা ভর্তি করিয়া ছিপি দ্বারা মুখ বন্ধ করিতে হইবে, এবং ছিপি যতদূর পর্যন্ত যায় উহাকে সে পর্যন্ত লাগাইয়া বোতলের গলা বরাবর ছিপির অংশ কাটিয়া ছিপির মধ্যে এবং চারপাশে গলিত মোম ঢালিয়া বোতলগুলিকে যথাযথভাবে সীলগালা করিতে হইবে।

(৪) জলপথে পেট্রোলিয়াম আমদানির ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়ামের নমুনা ধারণকৃত বোতল সীলগালা করিবার পর বোতলে আমদানি কারকের নাম,জাহাজ বা পরিবহন যানের বিস্তারিত বিরবণ, এবং প্রয়োজনে, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন সম্বলিত লেবেল লাগাইতে হইবে।

১৬১। **নমুনা প্রেরণ এবং সংরক্ষণ** ।—বিধি ১৬০ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন সংগৃহীত নমুনার একটি বোতল, প্রয়োজনে, রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং অন্য বোতলটি পরীক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৬২। **নমুনা সরবরাহের পদ্ধতি।**—(১) জাহাজের মাষ্টার বা এজেন্ট অথবা আমদানিকারকের এজেন্ট বিধি ২৩ অথবা ৩২ অনুসারে পেট্রোলিয়াম আমদানির ঘোষণা প্রদান করিলে নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা উক্ত ঘোষণা অনুযায়ী যে বন্দরে জাহাজ নোঙর করিবে সেই বন্দরে নোঙরকৃত উক্ত জাহাজ হইতে আমদানিকৃত সকল পেট্রোলিয়ামের নমুনা সংগ্রহ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বলিয়া ঘোষণা প্রদান করা হইলে উহার নমুনা সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইবে না ।

(২) যে জাহাজ বা পরিবহন যানের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম আমদানি করা হইবে সেই জাহাজের মাষ্টার অথবা পরিবহন যানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সব ধরনের নমুনা বিনামূল্যে নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা তৎকর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত কোনো ধারণপাত্র বা আধার হইতেও নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পেট্রোলিয়াম কোনো আবরণীর (case) মধ্যে থাকিলে খালাসকরণের সময় নমুনা সংগ্রহ করা যাইবে।

১৬৩। **আমদানিকৃত কার্গো হইতে নমুনা নির্বাচন।**—আমদানিকৃত কার্গো হইতে একই ব্রান্ড অথবা বৈশিষ্ট্যের নমুনা সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ নির্বাচিত নমুনার সংখ্যা হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বাক্সে পেট্রোলিয়াম ধারণকৃত থাকিলে, প্রত্যেক ১০,০০০ বাক্স বা উহার অংশবিশেষের জন্য একটি নমুনা;

(খ) একই বৈশিষ্ট্যের পেট্রোলিয়াম পিপা অথবা ড্রামে ধারণকৃত বলিয়া ঘোষণা প্রদান করা হইলে প্রতি ৬০০ কিলোলিটার বা উহার অংশবিশেষের জন্য একটি নমুনা।

১৬৪। **আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জাম।** ·পেট্রোলিয়াম পরীক্ষণে ব্যবহার্য সরঞ্জাম-

(ক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হইতে হইবে এবং উহা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কার্যকর থাকিতে হইবে; এবং

(খ) আইনের ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উহা প্রত্যায়িত হইতে হইবে।

১৬৫। **সরঞ্জামাদির প্রত্যয়নপত্র।**—(১) ফ্ল্যাশ পয়েন্ট নির্ণয়ে ব্যবহৃতব্য সরঞ্জাম আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জামের সহিত তুলনা করিবার জন্য কোনো সরঞ্জাম বিধি ১৬৪ এর দফা (খ) তে উল্লিখিত কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করা হইলে উক্ত কর্মকর্তা থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার অথবা এ্যানারয়েডসহ ফ্ল্যাশপয়েন্ট নির্ণয়ে সরঞ্জামাদি পরীক্ষা করিবে।

(২) যদি পরীক্ষণ সরঞ্জামাদি, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার অথবা এ্যানারয়েড যদি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী না হয়, তাহা হইলে আইনের ধারা ১৫ এর অধীন উক্ত সরঞ্জামাদি ব্যবহারের সনদপত্র প্রদান করা যাইবে না।

(৩) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুসরণকৃত আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জামের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে পরীক্ষণ সরঞ্জাম ব্যবহারের অনুকূলে পরীক্ষণ কর্মকর্তা ফরম ‘ঙ’ তে সনদপত্র প্রদান করিবেন এবং উক্ত সনদপত্রের মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বৎসর।

১৬৬। **সনদপত্র নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধকরণ।**—বিধি ১৬৫ এর অধীন প্রদত্ত সকল সনদপত্র নিবন্ধন বহিতে আইনের ধারা ১৫-এর উপ-ধারা (১) অনুসারে নিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ফরম ‘চ’ তে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৬৭। **পরীক্ষণ পদ্ধতি।**—(১) পরীক্ষণ কর্মকর্তা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নমুনা পরীক্ষা করিবেন।

(২) পরীক্ষণ কর্মকর্তা সকল ক্ষেত্রে অন্যূন ৩ (তিন) টি করিয়া নমুনা পৃথকভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং, প্রয়োজনে, ৩ (তিন)টি পরীক্ষার ফলাফলের গড় থার্মোমিটার সংশোধনে ব্যবহার করিবে, মত পার্থক্যের ক্ষেত্রে, ব্যারোমেট্রিক সংশোধনেও উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(৩) গড় ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ২৩° সেলসিয়াসের নিম্নে না হইলে, পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত ফ্লাশিং পয়েন্ট (এফ. পি) অনুসারে নমুনা পেট্রোলিয়াম দ্বিতীয় শ্রেণির (যাহার এফ.পি ২৩° সেলসিয়াস এর উর্ধ্বে কিন্তু ৬১° সেলসিয়াস নীচে) অথবা তৃতীয় শ্রেণির (যাহার এফ.পি ৬১° সেলসিয়াস এর উর্ধ্বে ৯৫° সেলসিয়াসের নীচে) পেট্রোলিয়াম বলিয়া গণ্য করা হইবে ।

১৬৮। **পরীক্ষণে অসামঞ্জস্য দেখা দিলে তৎসম্পর্কে করণীয় কার্যাদি।**—(১) আমদানিকৃত কার্গো হইতে সংগৃহীত পেট্রোলিয়ামের নমুনা পরীক্ষা করিবার পর নমুনা পরীক্ষণ কর্মকর্তা আমাদানিকৃত পেট্রোলিয়ামের কোনোটিই প্রথম শ্রেণির নহে নিশ্চিত হইলে তাহার নিজস্ব সন্তুষ্টির জন্য উক্ত বিষয়ে অধিকতর পরীক্ষার প্রয়োজন বলিয়া কমিশনার অব কাস্টমসকে প্রতিবেদন প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর—

(ক) যদি চালানটি বাক্স, পিপা অথবা ড্রামে আমদানি করা হয়, তাহা হইলে কমিশনার অব কাস্টমস আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম খালাসের ব্যবস্থা করিবে এবং অনধিক ১৫০০টি বাক্স, পিপা অথবা ড্রাম একত্রে লট হিসাবে স্তুপাকারে রাখিবে অথবা অনধিক ১৫০০ বাক্স, পিপা অথবা ড্রামে নৌকায় খালাস করিবে এবং নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা প্রত্যেকটি লট হইতে একটি করিয়া নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে;

(খ) যদি বাল্ক বা ট্যাংক-এ চালানটি আমদানি করা হয় তাহা হইলে নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা দ্বিতীয় নমুনাটি পরীক্ষণ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং পরীক্ষণ কর্মকর্তার প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত কমিশনার অব কাস্টমস বাল্ক বা ট্যাংক-এর পেট্রোলিয়ামের যে কোনো অংশ খালাসকরণ বন্ধ রাখিতে অথবা বিধি ২৭ অনুসারে খালাসকরণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) যদি বিধি ২৭ অনুসারে পেট্রোলিয়াম খালাস করিয়া মজুদ করা হয় তাহা হইলে-

(অ) উহা বাল্ক বা ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম মজুদ ব্যতীত লটে বিভক্ত করিয়া দফা (ক) অনুসারে প্রতিটি লট হইতে নমুনা নির্বাচন করিতে হইবে;

(আ) বাল্ক বা ট্যাংক-এ মজুদ করার ক্ষেত্রে পেট্রোলিয়াম ধারণকৃত প্রতিটি বাল্ক বা মজুদ ট্যাংক হইতে নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

১৬৯। **পরীক্ষণ সনদপত্র।**—(১) পরীক্ষণ কর্মকর্তা নমুনা প্রাপ্তির পর, যথাশীঘ্র, উহা পরীক্ষা করিয়া সাধারণভাবে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে ফরম 'খ' তে পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত সনদপত্র তৈরী করিবে এবং জাহাজ অথবা অন্য কোনো পরিবহন যানের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম আমদানি করা হইলে উহা হইতে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষণ সনদপত্রটি কমিশনার অব কাস্টমসের নিকট প্রেরণ করিবে এবং অন্যান্য সংগৃহীত নমুনার ক্ষেত্রে যে কর্মকর্তা পরীক্ষার জন্য নমুনা প্রেরণ করিয়াছিল পরীক্ষণ কর্মকর্তা পরীক্ষণ সনদপত্রটি সেই কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির অনুরোধে পরীক্ষণ কর্মকর্তা পরীক্ষণ বাবদ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি গ্রহণপূর্বক ফরম 'খ' তে পরীক্ষণ সনদপত্রের একটি প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রদান করিতে পারিবে।

১৭০। **পরিদর্শন ও তুলনাকরণ ফি।**—আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জামাদির পরিদর্শন ফি এবং আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জামাদির সঙ্গে ব্যক্তি মালিকানার পরীক্ষণ সরঞ্জামাদির তুলনা করা হইলে, তুলনাকরণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

১৭১। **পরীক্ষণ ফি।**—(১) পেট্রোলিয়ামের প্রতিটি নমুনার পরীক্ষণ বাবদ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) আইনের ধারা **১৯** অনুসারে প্রতিটি নমুনার পুনঃপরীক্ষণ বাবদ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে; তবে মূল পরীক্ষা ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হইলে মূল সনদপত্র বাতিলপূর্বক একটি নতুন সনদপত্র ইস্যু করিতে হইবে এবং পেট্রোলিয়ামের সত্ত্বাধিকারী বা তাহার প্রতিনিধিকে, কোনো ফি প্রদান ব্যতিরেকে, উহার সত্যায়িত কপি প্রদান করিতে হইবে।

৮ম অধ্যায়
বৈদ্যুতিক স্থাপনা

১৭২। **বৈদ্যুতিক তার স্থাপনের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।**—এই অধ্যায়ের বিধানাবলি পরিপালন ব্যতীত কোনো শোধনাগার, স্থাপনা, মজুদাগার, সার্ভিস স্টেশন অথবা অন্য কোনো স্থান যেখানে পেট্রোলিয়াম শোধন, মিশ্রণ, মজুদ, ভর্তি অথবা খালাস করা হয় সেই স্থানে কোনো বৈদ্যুতিক তার স্থাপন করা যাইবে না।

১৭৩। **বিপজ্জনক এলাকা।**—এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ৬৫° সেলসিয়াসের নীচে জ্বলনাঙ্ক বিশিষ্ট কোনো পেট্রোলিয়াম রাখার স্থান বা প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে এমন কোনো প্রজ্বলনীয় গ্যাস বা বাষ্পের মিশ্রণযুক্ত বা ৬৫° সেলসিয়াসের অধিক জ্বলনাঙ্ক বিশিষ্ট কোনো পেট্রোলিয়াম রাখার স্থান বা কোনো প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থ উহার জ্বলনাঙ্কের অধিক তাপমাত্রার শোধন, মিশ্রণ, নাড়াচাড়া বা মজুদ রাখার স্থান বিপজ্জনক এলাকা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

১৭৪। **বিপজ্জনক এলাকার শ্রেণি বিভাগ।**—(১) বিপজ্জনক এলাকার শ্রেণি বিভাগ হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) '০' চিহ্নিত এলাকা যেখানে প্রজ্জ্বলনীয় গ্যাস অথবা বাষ্প সর্বদা বিদ্যমান আছে বলিয়া ধারনা করা হয়; অথবা

(খ) '১' চিহ্নিত এলাকা যেখানে স্বাভাবিক কার্য পরিচালনাকালীন অবস্থায় প্রজ্জ্বলনীয় গ্যাস অথবা বাষ্প থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে; অথবা

(গ) '২' চিহ্নিত এলাকা যেখানে স্বাভাবিক কার্য পরিচালনাকালীন অবস্থায় প্রজ্জ্বলনীয় গ্যাস অথবা বাষ্প থাকার সম্ভাবনা নাই কিন্তু যেখানে অস্বাবাভাবিক কার্য পরিচালনাকালীন অবস্থায় অথবা কোনো সরঞ্জাম অকেজো হইয়া পড়িলে অথবা ভাঙ্গিয়া গেলে কোনো প্রজ্জ্বলনীয় গ্যাস অথবা বাষ্পের মিশ্রণ থাকিতে পারে বলিয়া ধারনা করা হয়।

(২) কোনো বিপজ্জনক এলাকা উপ-বিধি (১) অনুসারে নির্ধারণ করিতে মতভেদ দেখা দিলে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

১৭৫। **স্থায়ীভাবে স্থাপিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি।**—(১) কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিপজ্জনক চিহ্নিত এলাকায় স্থাপন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত অন্তর্নিহিতভাবে নিরাপদ যন্ত্রপাতি '০' চিহ্নিত এলাকায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং যে এলাকায় উক্ত ধরনের নিরাপদ সার্কিট ব্যবহার অত্যাবশকীয় হয় সেই ক্ষেত্রেও উহা প্রযোজ্য হইবে না।

(২) '১' চিহ্নিত এলাকায় স্থাপিত অথবা ব্যবহৃত সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি—

(ক) শিখা নিরোধী অথবা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত অন্তর্নিহিতভাবে নিরাপদ হইবে; অথবা

(খ) শিল্পজাত ধরনের (industrial type) সরঞ্জাম কোনো কক্ষ বা পরিবেষ্টিত স্থানে স্থাপিত হইবে এবং চাপ প্রয়োগ করিয়া অথবা প্লিনাম বায়ুমন্ডল দ্বারা পরিশোধন করিয়া উক্ত কক্ষ বা পরিবেষ্টিত স্থান উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রজ্জ্বলনীয় গ্যাস বা বাষ্প হইতে মুক্ত করিতে হইবে এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি এমনভাবে বিন্যস্ত ও ইন্টারলকড করিতে হইবে যাহাতে চাপ প্রয়োগ দ্বারা পরিশোধন করিবার যন্ত্র অকেজো হইয়া পড়িলে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হইয়া যায় অথবা বিপদ এড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রহরারত ব্যক্তিকে সতর্ক সংকেত দেওয়া যায়।

(৩) ''২'' চিহ্নিত এলাকায় স্থাপিত অথবা ব্যবহৃত সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত স্ফুলিঙ্গ বিহীন (non-sparking) বা উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত যে কোনো ধরনের সরঞ্জাম হইতে হইবে ।

১৭৬। **স্থায়ীভাবে স্থাপিত বৈদ্যুতিক তার।**—(১) কোনো বিপজ্জনক এলাকায় স্থাপিত অন্তর্নিহিতভাবে নিরাপদ সরঞ্জামের সহিত সংযুক্ত নিরাপদ সার্কিটের সকল বিদ্যুৎ পরিবাহী সরঞ্জাম এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে উক্ত সার্কিটে অন্য কোনো সার্কিট হইতে স্পর্শজনিত অথবা বৈদ্যুতিক অথবা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় (electromagnetic) আবেশের কারণে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হইতে না পারে এবং নিরাপদ সার্কিটের সকল বিদ্যুৎ পরিবাহী সরঞ্জামকে যান্ত্রিক ক্ষয়-ক্ষতি হইতে রক্ষা করিতে পারে।

(২) অন্তর্নিহিতভাবে নিরাপদ সার্কিটের বিদ্যুৎ পরিবাহী সরঞ্জামাদি ব্যতীত বিপজ্জনক এলাকায় স্থাপিত বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ বিন্দুসমূহ কার্যকরভাবে সীলকৃত, যান্ত্রিকভাবে রক্ষিত এবং সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য ব্যাপি পর্যাপ্ত হইতে হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি থাকিতে হইবে, যথা:—

(ক) সঠিকভাবে নকশা করা প্রান্ত সীমা সুরক্ষিত এবং নিরাপদকৃত বৈদ্যুতিক ক্ল্যাম্প যাহাতে যান্ত্রিকভাবে নিরাপদ ব্যবস্থায় নির্বিঘ্নে বিদ্যুৎ সঞ্চালন হইতে পারে; অথবা

(খ) সঠিক নির্মিত প্রান্তসীমা বিশিষ্ট অনুমোদিত সুদক্ষ ধাতব ক্যাবল; অথবা

(গ) স্ক্রু দ্বারা আটকানো মজবুত গ্যালভেনাইজকৃত আবরক নলের একক অথবা একাধিক বিদ্যুৎ অপরিবাহী কোর বিশিষ্ট ক্যাবল, উক্ত ক্যাবল ধারণকৃত আবরক শিখা নিরোধী অনুমোদিত সরঞ্জামাদির সহিত সংযোগকরণে ব্যবহৃত হয় এবং আবরক নলের উভয় প্রান্ত এমনভাবে সীলকৃত থাকিবে যাহাতে উহার অভ্যন্তরে জমাট বাঁধা পদার্থকে কোনো নির্দিষ্ট নিষ্কাশন পথ দিয়া অপসারণ করা যায়; যেখানে '১' হইতে '২' চিহ্নিত বিপজ্জনক এলাকা পর্যন্ত অথবা বিপদের আশঙ্কা নাই সেই সকল এলাকায় স্থাপিত উক্তরূপ আবরক নল সীলকৃত থাকিতে হইবে;

(ঘ) একক অথবা একাধিক কোর বিশিষ্ট অনুমোদিত ধরনের বিদ্যুৎ অপরিবাহী ক্যাবল যাহার সকল সংযোগ প্রান্ত এবং সংযোগস্থলে শিখা নিরোধী অনুমোদিত ধরনের সিংগেল অথবা মাল্টিকোর বিশিষ্ট অনুমোদিত ধরনের বিদ্যুৎ অপরিবাহী ক্যাবল;

(ঙ) অনুমোদিত শিখা নিরোধী ব্যবস্থায় স্থাপিত অনাবৃত বিদ্যুৎ পরিবাহক যাহা অন্তর্নিহিতভাবে নিরাপদ সার্কিট তৈরি করে;

(চ) বিপজ্জনক এলাকায় স্থাপিত প্রতিটি বৈদ্যুতিক পাম্পের বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সার্কিট—

(অ) একটি ফিউজ অথবা সার্কিট ব্রেকার সেট দ্বারা পৃথকভাবে সংরক্ষিত থাকিবে, কখনো সার্কিটে নির্ধারিত পরিমাণের অধিক বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়া যাহাতে দুর্ঘটনা ঘটাইতে না পারে সেই জন্য উক্ত সার্কিট ব্রেকার বা ফিউজ সর্বদা কার্যক্রম রাখিতে হইবে; এবং

(আ) সরবরাহকারী মূল লাইটিং ব্যবস্থাসহ প্রতিটি বৈদ্যুতিক পাম্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের মূল পয়েন্টে একটি স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্নকরণ সুইচের সহিত যুক্ত রাখিতে হইবে।

(৩) ধাতব আবরণবিহীন ইনস্যুলেটেড ক্যাবল যাহা কোনো বিপজ্জনক এলাকায় নলের মধ্যে রাখিয়া উন্মুক্ত ভূ-গর্ভে স্থাপন করা যাইবে না।

(৪) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত বিধানাবলি কোনো শ্রেণির বৈদ্যুতিক ওয়ারিং এর ক্ষেত্রে শিথিল বা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হইলে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত সময়ের জন্য এবং তৎকর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, বৈদ্যুতিক ওয়ারিং শিথিল বা পরিবর্তন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

১৭৭। **ভূ-সংযোগ।**—(১) যে সকল স্থানে পেট্রোলিয়াম শোধন, মিশ্রণ , মজুদ, বোঝাই অথবা খালাস করা হয় সেই সকল স্থানে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, সরঞ্জামাদি, ইমারতসমূহ, প্ল্যান্টসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, ধাতব কোনো বস্তু এমন কি বিদ্যুৎ প্রবাহকরণে ব্যবহৃত হয় না এমন বৃহৎ আকারের

সরঞ্জামাদি এবং নির্মাণাদি কার্যকরভাবে ভূ-সংযুক্ত থাকিতে হইবে এবং ভূ-সংযোগ ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এবং বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা নিম্নবর্ণিত পরিমাণের কম হইবে না, যথা:—

(ক) বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির ক্ষেত্রে ৪ (চার) ওহম অথবা এমন পরিমাণ যাহা বৈদ্যুতিক সার্কিটে কার্যক্রম নিরাপদ রাখা নিশ্চিত করে এই দুইটির মধ্যে যেটি কম;

(খ) বৃহৎ আকারের সরঞ্জামাদি অথবা ধাতব বস্তুতে সকল ধাতব যন্ত্রাংশ, যাহার মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না এই ক্ষেত্রে ১০ (দশ) ওহম।

(২) পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত পাইপ লাইন, ভাল্ব, প্লান্ট মজুদ ট্যাংক, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধাদি, সরঞ্জামাদি ইত্যাদির সকল সংযোগ স্থলে সংযোগ ব্যবস্থা দ্বারা অথবা অন্যকোনো পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিকভাবে নিরবিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে এবং প্রতিটি সংযোগ স্থলের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা ১ (এক) ওহম এর অধিক হইবে না ।

(৩) কোনো ট্যাংক অথবা আধারের সহিত যে সকল পাইপ বৈদ্যুতিকভাবে সংযুক্ত নহে সেই সকল পাইপ একটি নমনীয় পরিবাহক দ্বারা উক্তরূপ ট্যাংক অথবা আধারের সহিত কার্যকরভাবে যুক্ত থাকিতে হইবে।

১৭৮। **ক্যাথোডিক প্রতিরোধ।**—(১) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে ক্যাথোডিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইবে এবং উহা এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে প্রতিরোধকৃত এলাকায় স্থাপিত ধাতব কোনো পদার্থের উপর প্রতিকূল প্রভাব না পড়ে এবং বিপজ্জনক এলাকায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হইয়া বিপদ না ঘটিতে পারে।

(২) ক্যাথোডিক প্রতিরোধের অধীন ধাতব কাঠামো, পাইপ লাইন, ভাল্ব, প্ল্যান্ট এবং সংযুক্ত সরঞ্জামাদি মেরামত বা সংরক্ষণের জন্য বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না, যদি না বর্তনী বিচ্ছিন্নের পূর্বে নির্ধারিত স্থানে উভয় প্রান্ত মোটা শক্ত বিদ্যুৎ পরিবাহী ক্ল্যাম্প দ্বারা আটকাইয়া বৈদ্যুতিক সংযোগ অব্যাহত রাখা হয় এবং উক্তরূপ ক্যাবল মেরামত বা সংরক্ষণ এবং বিচ্ছিন্ন স্থান পুনঃসংযোগ না করা পর্যন্ত ক্ল্যাম্প দ্বারা আটকানো থাকিতে হইবে।

১৭৯। **বিপথে বিদ্যুৎ প্রবাহে প্রতিরোধ।**—(১) যেক্ষেত্রে উচ্চমাত্রায় বিপথে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে পারে, সেইক্ষেত্রে স্পার লাইনের উভয় রেল ট্যাংক ওয়াগন খালাস ও ভর্তিকরণে ব্যবহৃত রেলওয়ে সাইডিং স্পার লাইনের উভয় রেলকে বিদ্যুৎ অপরিবাহী রাখিতে হইবে।

(২) বিদ্যুতায়িত রেলওয়ে ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিদ্যুতায়িত রেল এবং ভূ-উপরোস্থ লাইনসমূহ ট্যাংক ওয়াগন খালাস অথবা ভর্তিকরণ এলাকার বাহিরে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং উক্তরূপ রেললাইন এবং ভূ-উপরোস্থ লাইনসমূহ কোনো শোধনাগার অথবা স্থাপনা প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরে স্থাপন করা যাইবে না।

(৩) বিধি ১৭৮ এর উপ-বিধি (২) এর বিধান ব্যতীত কোনো পাইপলাইন অথবা সংশ্লিষ্ট কোনো যন্ত্রাংশের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না।

১৮০। **বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম।**—(১) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক বাতি বা অনুরূপ কোনো সরঞ্জাম ব্যতীত অন্যকোনো বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক বাতি বা সরঞ্জাম কোনো ব্যক্তি কোনো বিপজ্জনক এলাকায় স্থাপন বা ব্যবহার করিতে পারিবে না ।

(২) ভূ-পৃষ্ঠে পরিচালিত কোনো বহনযোগ্য বাতি ২৫ (পঁচিশ) ভোল্টের অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিশেষ ক্ষেত্রে, ভূ-পৃষ্ঠে অনধিক ৫৫ ভোল্ট ক্ষমতা সম্পন্ন বাতি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাতি অথবা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ব্যতীত সকল বহনযোগ্য বাতি বা সরঞ্জামাদি বৈদ্যুতিক মেইনের সহিত সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

১৮১। **অনুমোদিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি এবং ওয়ারিং সংরক্ষণ ।**—বিপজ্জনক এলাকায় স্থাপিত সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি এবং ওয়ারিং সর্বদা অনুমোদিত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৮২। **মেরামত এবং পরীক্ষণ কার্য।**—(১) শিখা নিরোধী অথবা অন্তর্নিহিতভাবে নিরাপদ সরঞ্জামাদি উন্মুক্ত রাখা যাইবে না এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত উক্তরূপ সরঞ্জামাদি অথবা ওয়ারিং হইতে সকল ভোল্টেজ বিচ্ছিন্ন করা হয় ততক্ষণ উক্তরূপ সরঞ্জামাদি অথবা ওয়ারিংয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য বিঘ্নিত হইতে পারে এইরূপ কোনো কাজ করা যাইবে না।

(২) কোনোরূপ কাজ চলাকালে এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি এবং ওয়ারিংয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা যাইবে না ।

১৮৩। **সরঞ্জামাদিতে রঙ করা।**—(১) বিপজ্জনক এলাকায় স্থাপিত বৈদ্যুতিক তার বহনের জন্য ব্যবহৃত সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি এবং সরঞ্জামাদি যাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় সেক্ষেত্রে উহা যথোপযুক্ত রঙ দ্বারা নিয়মিতভাবে প্রলেপন করিতে হইবে।

(২) ব্যবহৃত যন্ত্রাদি এবং সরঞ্জামাদির শিখা নিরোধী অথবা অন্তর্নিহিতভাবে নিরাপদ গুণাবলী নির্দেশিত লেবেলের উপর রঙ লাগানো যাইবে না অথবা অন্য কোনোভাবে এমন কোনো কাজ করা যাইবে না যাহাতে উক্ত লেবেলে লিখিত বা খোদাইকৃত কোনো তথ্য পাঠ অযোগ্য না হইয়া পড়ে।

নবম অধ্যায়

লাইসেন্স

১৮৪। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন, ইত্যাদি।**—(১) আইন ও এই বিধিমালার অধীন পেট্রোলিয়াম পরিবহনের লাইসেন্স পাইতে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট ফরম 'গ' তে আবেদনপত্র দাখিল করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে ট্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট পরিবহন যানের বিস্তারিত বিবরণসহ পরিবহনের সময় নিরাপত্তা বিধানের রৈখিক চিত্রের তথ্যাদি সম্বলিত ৫ (পাঁচ) সেট নকশা দাখিল করিতে হইবে।

(৩) পেট্রোলিয়াম মজুদ বা আমদানি অথবা আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স পাইতে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি আইন ও এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট ফরম 'ঘ' তে আবেদনপত্র দাখিল করিবে।

(৪) পেট্রোলিয়াম মজুদ বা আমদানি অথবা আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স পাইতে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি উপ-বিধি (৩) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সম্বলিত ৫ (পাঁচ) সেট নকশা দাখিল করিবে,, যথা:—

(ক) পেট্রোলিয়াম মজুদের প্রস্তাবিত প্রাঙ্গণের পরিসীমার বাহিরে চারিপাশে অন্যূন ১০০ (একশত) মিটার দূরত্বে অবস্থিত স্থাপনাদির চিত্রসহ উক্ত প্রাঙ্গণ এবং উহাতে মজুদাগারের বা ট্যাংক-এর অবস্থানের রৈখিক চিত্র এবং উক্ত প্রাঙ্গণ ও মজুদাগার বা ট্যাংক-এর অবস্থান ও নির্মাণ পরিকল্পনা;

(খ) উক্ত প্রাঙ্গণ ও উহাতে অবস্থিত সুবিদধাদির নিরাপত্তা বিধানের জন্য এই বিধিমালার প্রযোজ্য বিধানাবলি পালনের পরিকল্পনার রৈখিক চিত্র;

(গ) নকশায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত থাকিতে হইবে, যথা:—

(অ) লাইসেন্সের শর্ত পরিপালন পদ্ধতি;

(আ) অনুমোদিতব্য প্রাঙ্গণ এলাকা সম্পূর্ণভাবে রঙ দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে চিহ্নিতকরণ;

(ই) পরিবেষ্টন এবং সংরক্ষিত পূর্তকার্যাদি;

(ঈ) মজুদ ট্যাংক, মজুদাগার এবং ফিলিং সেডের অবস্থান, ধারণক্ষমতা এবং পেট্রোলিয়াম স্থাপনার অন্তর্গত সকল ইমারত ও অন্যান্য নির্মাণাদি;

(উ) ট্যাংক এবং অন্যান্য পরিবেষ্টনীর বর্ণনা;

(ঊ) সকল পাম্প, ভাল্ব, নিষ্কাশন স্থান, গ্যাস নির্গমন নল, ইত্যাদি;

(ঋ) অব্যাহতিপ্রাপ্ত পেট্রোলিয়ামসহ অন্যকোনো প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ মজুদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা।

(৫) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকর্তা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হইলে, লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত নকশা প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে; তবে তফসিল-১ এ উল্লিখিত ফরম 'জ', 'ঝ' ও 'ঞ' এর জন্য এই উপবিধি প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) উপ-বিধি (১) বা (৩) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্র বিবেচনার সুবিধার্থে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর নিকট হইতে, উপ-বিধি (২) বা উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত তথ্য ও কাগজাদির অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজপত্র তলব করিতে পারিবে এবং, প্রয়োজনে, আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট স্থাপনা, স্থান, পরিবহন যান, মজুদ বা প্রাঙ্গণ বা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(৭) উপ-বিধি (১) বা (৩) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্র বিবেচনান্তে, উহা অনুমোদনযোগ্য হইলে, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ১ (এক) সেট নকশা অনুমোদন করিয়া আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করিবে।

(৮) উপ-বিধি (৭) এ উল্লিখিত নকশা, লাইসেন্সের শর্ত এবং এই বিধিমালার বিধান অনুসারে প্রস্তাবিত মজুদাগার, স্থাপনা, প্রাঙ্গণ বা পরিবহন যানের নির্মাণ সম্পন্ন করিয়া নির্মাণ সম্পন্নকরণ প্রতিবেদন এবং লাইসেন্সের শর্ত এবং আইন ও এই বিধিমালার বিধান পালনের অঙ্গীকারপত্র লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট ফরম 'ছ' তে লাইসেন্স প্রার্থী দাখিল করিবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন এবং অঙ্গীকারপত্র প্রাপ্তির পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট মজুদাগার, স্থাপনা, প্রাঙ্গণ বা পরিবহন যান পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং উক্ত পরিদর্শনে উপ-বিধি (৮) এ উল্লিখিত অনুমোদিত নকশা, প্রার্থিত লাইসেন্সের শর্তাবলি এবং আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্মাণ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে মর্মে প্রতিবেদন পাইবার পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্স ইস্যু করিবে।

(১০) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনে উপ-বিধি (৮) এ উল্লিখিত অনুমোদিত নকশা, প্রার্থিত লাইসেন্সের শর্তাবলি এবং আইন ও এই বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্মাণ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে মর্মে প্রতিবেদন না পাইলে বা নির্মাণে কোনো অসঙ্গতি থাকিলে উপ-বিধি (৯) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স না মঞ্জুর করিয়া, উহার কারণ উল্লেখপূর্বক, আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(১১) লাইসেন্সের জন্য প্রতিটি আবেদনের সহিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

১৮৫। **জেলা কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সনদ।**—(১) কোনো স্থানে পেট্রোলিয়াম মজুদের নূতন লাইসেন্স পাইতে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি প্রস্তাবিত স্থানের সাইট প্ল্যানসহ জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিলে জেলা কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত স্থানে লাইসেন্স মঞ্জুরে আপত্তি না থাকিলে অনাপত্তি সনদ মঞ্জুরপূর্বক অনুস্বাক্ষরিত সাইট প্ল্যানসহ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) কোনো লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে উহা পুনঃমঞ্জুরের ক্ষেত্রে জেলা কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সনদের প্রয়োজন হইবে না।

(৩) জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো স্থানে অনাপত্তি প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হইলে সরকারের অনুমতি ব্যতীত উক্ত স্থানে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা বিস্ফোরক পরিদর্শক লাইসেন্স ইস্যু করিতে পারিবেন না।

(৪) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পেট্রোলিয়াম মজুদের প্রস্তাবিত স্থানটি কোনো স্বীকৃত শিল্প কারখানা, চা বাগান, গবেষণা কেন্দ্র, হাসপাতাল, পুলিশ লাইন, রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বা গ্যাস ফিল্ডের ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, প্রস্তাবিত পেট্রোলিয়াম উল্লিখিত সংস্থাসমূহের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য মজুদ করা হইবে, তাহা হইলে জেলা কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সনদ ব্যতিরেকে পেট্রোলিয়াম মজুদের লাইসেন্স ইস্যু করিতে পারিবে।

(৫) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো বিস্ফোরক পরিদর্শক এইরূপ কোনো লাইসেন্স ইস্যু করিতে পারিবে না।

(৬) প্রস্তাবিত পেট্রোলিয়াম মজুদের স্থানটি যদি বন্দর কর্তৃপক্ষ বা বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থানে হয়, তাহা হইলে জেলা কর্তৃপক্ষের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ বা বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট অনাপত্তি সনদ সংগ্রহ করিয়া প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৮৬। **লাইসেন্সের মেয়াদ।**―যে পঞ্জিকা বৎসরে লাইসেন্স ইস্যু করা হইবে সেই পঞ্জিকা বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উহার মেয়াদ বহাল থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সাময়িক কোনো বিশেষ প্রয়োজনে স্বল্প মেয়াদের জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন দেখা দিলে ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বের কোনো তারিখ পর্যন্ত মেয়াদের লাইসেন্স ইস্যু করা যাইবে।

১৮৭। **লাইসেন্সের রেকর্ড সংরক্ষণ।**―(১) বিধি ১৮৪ এর অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও তৎসংযুক্ত অনুমোদিত নকশার একটি করিয়া অনুলিপি উহা প্রদানকারীর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষণসহ উহার বিবরণ একটি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

(২) পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য লাইসেন্স ইস্যু এবং পেট্রোলিয়াম শোধনাগারের অনুমোদন প্রদান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি জেলা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

১৮৮। **লাইসেন্সে লিপিবদ্ধ শর্ত পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি।**―(১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, লাইসেন্স ইস্যুর সময় প্রদত্ত শর্ত, কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে, আইন এবং এই বিধিমালার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পরিবর্তন বা বর্জন বা অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক ব্যতীত অন্য কোনো লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

১৮৯। **লাইসেন্স সংশোধন।**―(১) আইন এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, লাইসেন্সধারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স সংশোধন করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্সধারী লাইসেন্সের কি সংশোধন করিতে চাহেন উহা উল্লেখপূর্বক নিম্নবর্ণিত কাগজাদিসহ লাইসেন্স সংশোধনের আবেদন দাখিল করিবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি;

(খ) যে লাইসেন্স সংশোধন করা হইবে উহার মূল কপি এবং তৎসংযুক্ত অনুমোদিত নকশা;

(গ) লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে মৌলিক কোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত পরিবর্তন নকশায় প্রদর্শন করিয়া বিধি ১৮৪-এর উপ-বিধি (৪) অনুসারে ৫ (পাঁচ) সেট নকশা ।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত নকশা অনুমোদনের জন্য বিধি ১৮৪ এর উপ-বিধি (৫), (৬) ও (৭) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৪) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স সংশোধনের আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সঠিক থাকিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স সংশোধন করিবে এবং কাগজপত্র সঠিক না থাকার কারণে সংশোধনের আবেদন প্রত্যাখান করিলে, প্রত্যাখানের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আবেদনকারীকে লিখিতভাবে উহা অবহিত করিবে।

১৯০। **লাইসেন্স নবায়ন।**—(১) আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধান অথবা লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘিত না হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কোনো লাইসেন্স অন্যূন এক পঞ্জিকা বৎসরের জন্য নবায়ন করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক ইস্যুকৃত কোনো লাইসেন্স তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোনো বিস্ফোরক পরিদর্শক নবায়ন করিতে পারিবে।

(৩) লাইসেন্স নবায়নের উদ্দেশ্যে লাইসেন্সধারীকে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের মেয়াদ যে পঞ্জিকা বৎসরে শেষ হইবে সেই পঞ্জিকা বৎসরের ২ ডিসেম্বর বা তৎপূর্বে লাইসেন্সের মূল কপি এবং সংযুক্ত অনুমোদিত নকশা এবং উপ-বিধি (৪) অনুসারে নবায়ন ফিসহ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতি পঞ্জিকা বৎসরের জন্য লাইসেন্স নবায়নের ফি হইবে উক্ত লাইসেন্সের জন্য প্রদেয় ফি-এর সমপরিমাণ অর্থ।

(৫) লাইসেন্স নবায়নের আবেদন উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত সময়ের পরে দাখিল করা হইলে দ্বিগুণ হারে নবায়ন ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৬) লাইসেন্স নবায়নের আবেদন উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সময়ের পর দাখিল করা হইলে দ্বিগুণ হারে নবায়ন ফি প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, একটানা একাধিক বৎসরের জন্য নবায়নের আবেদন করা হইলে সেইক্ষেত্রে নবায়নের প্রথম বৎসরের জন্য দ্বিগুণ হারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৭) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স নবায়নের আবেদন সম্পর্কে, উহা প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত ও উহার কারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে, উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৮) লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করা হইলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স নবায়ন না হওয়া পর্যন্ত অথবা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে মর্মে আবেদনকারীকে অবহিত না করা পর্যন্ত লাইসেন্সটি বহাল আছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) ফরম 'ট' ও ফরম 'ঠ' এ প্রদত্ত লাইসেন্স ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে এবং ফরম 'ঝ', ফরম 'ঞ', ফরম 'ড' ও ফরম 'ঢ' এ প্রদত্ত লাইসেন্স ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে নবায়ন করা যাইবে।

১৯১। **লাইসেন্স বাতিল, ইত্যাদি।**—(১) কোনো লাইসেন্সধারী আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধান বা লাইসেন্সের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে অথবা লাইসেন্সকৃত স্থাপনা, মজুদাগার, সার্ভিস স্টেশন আইনানুগভাবে ব্যবহারের অধিকার হারাইলে অথবা লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানের ক্ষেত্রে মালিকানার অবসান হইলে, কোনো লাইসেন্স বাতিল করিবার পূর্বে বাতিলের কারণ উল্লেখপূর্বক তৎসম্পর্কে কারণ দর্শানোর জন্য লাইসেন্সধারীকে অন্ততঃ ১০ (দশ) দিনের একটি লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ক্ষেত্রে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আইন বা এই বিধিমালার বিধান বা লাইসেন্সের কোনো শর্ত ভংগ হওয়ার ফলে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি উক্ত উপ-বিধির অধীন কারণ দর্শানোর নোটিশ জারির পূর্বে বা বিষয়টি অনিষ্পন্ন অবস্থায় উক্ত লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিলের আদেশ দিতে পারিবেন, তবে উক্তরূপ আদেশ ৬ (ছয়) মাসের অধিক বহাল থাকিবে না ।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে লাইসেন্সধারী কোনো বক্তব্য পেশ করিলে উহা বিবেচনান্তে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল করিতে বা সাময়িক বাতিলের আদেশ, যদি থাকে, প্রত্যাহার করিতে বা উক্ত লংঘন সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লাইসেন্সধারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) পেট্রেলিয়াম পরিবহন বা মজুদের কোনো লাইসেন্স উপ-বিধি (৩) এর অধীন বাতিল করা হইলে এবং বাতিলের সময় উক্ত লাইসেন্সের অধীন পেট্রোলিয়াম মজুদ থাকিলে, উক্ত পেট্রোলিয়াম সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে সে বিষয়ে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বাতিল আদেশে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবে।

১৯২। **লাইসেন্স হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ।**—(১) আইন ও এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোনো লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য হইবে না এবং লাইসেন্সে বর্ণিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে উক্ত লাইসেন্স বলে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) কোনো লাইসেন্সকৃত পরিবহন যান, মজুদাগার বা মজুদ স্থাপনার মালিকানা পরিবর্তন হইলে নূতন সত্ত্বাধিকারী এতদ্‌সংক্রান্ত মালিকানা সংক্রান্ত প্রমাণপত্রসহ হস্তান্তরের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নূতন লাইসেন্সের জন্য পূর্ব অনুমোদিত অনুরূপ নকশায় নূতন সত্ত্বাধিকারীর নাম, ঠিকানা, ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া সত্ত্বাধিকারীর স্বাক্ষরিত ৫ (পাচ) সেট নকশা এবং প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ফিসহ নির্ধারিত ফরমে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবে।

১৯৩। **আপীল।**—(১) লাইসেন্স ইস্যু, সংশোধন বা নাবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশ অথবা লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িক বাতিলের আদেশ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক জারিকৃত হইলে উহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট এবং লাইসেন্স নবায়নের আবেদন প্রত্যাখানের আদেশ কোনো বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক জারিকৃত হইলে উহার বিরুদ্ধে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট আপীল করা যাইবে।

(২) বিরোধীয় আদেশ প্রদানের তারিখের ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে উহার একটি অনুলিপিসহ আপীলের আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

১৯৪। **ডুপ্লিকেট লাইসেন্স।**—(১) কোনো লাইসেন্স হারাইয়া গেলে বা উহা কোনোভাবে বিনষ্ট হইলে লাইসেন্সধারী মূল লাইসেন্স ফি এর ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) ফিসহ আবেদন করিলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ডুপ্লিকেট লাইসেন্সের জন্য আবেদন পত্রের সহিত দাখিলকৃত লাইসেন্সের সহিত সংযুক্ত অনুমোদিত নকশার অনুরূপ কপি এবং লাইসেন্স হারাইয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানায় দায়েরকৃত সাধারণ ডায়েরীর কপি দাখিল করিতে হইবে।

১৯৫। **লাইসেন্স উপস্থাপন, ইত্যাদি।**—(১) আইনের ধারা ১৩ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কোনো লাইসেন্স তলব করিলে, লাইসেন্সধারী বা উক্ত লাইসেন্স বলে পরিচালিত কর্মকান্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত লাইসেন্স বা উহার প্রামাণিক অনুলিপি উপস্থাপন করিবে।

(২) লাইসেন্সধারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের প্রামাণিক অনুলিপি প্রদান করিতে পারিবে, যদি—

(ক) প্রতিটি অনুলিপির জন্য মূল লাইসেন্স বাবদ নির্ধারিত ফি প্রদান করা হয়; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত নকশার অনুলিপি দাখিল করা হয়।

১৯৬। **ফি জমা দেওয়ার পদ্ধতি।**—(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় সকল ফি ''অর্থ মন্ত্রণালয় হইতে নির্ধারিত'' কোডে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা দিয়া চালানের মূল কপি (১ম কপি) দাখিল করিতে হইবে।

(২) সরকার, বিশেষ বা সাধারণ, আদেশ দ্বারা ফির হ্রাস-বৃদ্ধি বা উক্তরূপ ফি প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়

ক্ষমতা

১৯৭। পরিদর্শন, আটক ইত্যাদি ক্ষমতা প্রয়োগকারী কর্মকর্তা।—(১) নিম্নেবর্ণিত ছকের দ্বিতীয় কলামে উল্লিখিত যে কোনো কর্মকর্তা উক্ত ছকের তৃতীয় কলামে উল্লিখিত এলাকার মধ্যে আইনের ধারা ২৩ এ উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা:-

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা	এলাকা
১	২	৩
(১)	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, উপ-প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদর্শক ও সহকারী বিস্ফোরক পরিদর্শক	সমগ্র বাংলাদেশ
(২)	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট	স্ব-স্ব জেলা
(৩)	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অধীন সকল ম্যাজিস্ট্রেট	স্ব-স্ব.......... অধিক্ষেত্র
(৪)	মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনার ও তাহার অধীন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন পুলিশ কর্মকর্তা	সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন এলাকা
(৫)	মেট্রোপলিটন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন পুলিশ কর্মকর্তা	স্ব-স্ব এলাকা

একাদশ অধ্যায়

দুর্ঘটনা ও তদন্ত

১৯৮। **দুর্ঘটনার নোটিশ।**—(১) কোনো পেট্রোলিয়াম হইতে সৃষ্ট কোনো বিস্ফোরণ বা অগ্নিদুর্ঘটনায় কোনো ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটিলে অথবা কোনো ব্যক্তি গুরুতর আহত হইলে অথবা সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে দুর্ঘটনার সময় যে ব্যক্তির কর্তৃত্বে আপাততঃ উক্ত পেট্রোলিয়াম রহিয়াছে সেই ব্যক্তি অবিলম্বে তাহার নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে উক্ত বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দুর্ঘটনার তথ্য পাওয়ার পর প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক অথবা তাহার প্রতিনিধি দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করা পর্যন্ত, অথবা আর কোনো পরিদর্শন বা পরীক্ষাকার্য চালাইবার প্রয়োজন নাই মর্মে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর নিকট হইতে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনাস্থলের ধ্বংসাবশেষ অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখিতে হইবে, তবে উক্ত দুর্ঘটনার ফলে আহত ব্যক্তির উদ্ধারকার্য অথবা দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির অপসারণ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) প্রতিটি লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিস্ফোরক পরিদর্শকের ফোন/ফ্যাক্স নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৯৯। **দুর্ঘটনা তদন্ত।**—(১) আইনের ধারা ২৫ এর অধীন সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তাহার অধীনস্থ অন্য কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ কমিশনার বা তাহার অধীনস্থ কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কোনো তদন্তকার্য পরিচালনা শুরু করিবার পূর্বে ঘটনাস্থলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিকে উক্তরূপ তদন্ত সম্পর্কে অন্যূন ৩ (তিন) দিনের আগাম লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ উক্ত সময় অপেক্ষা কম সময়ের নোটিশ প্রদান করিয়া তদন্ত শুরু করিতে পারিবেন।

(২) তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তদন্ত করিবেন, তবে উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ পাওয়ার পরও প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকিলে এবং তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ অত্যাবশ্যক মনে করিলে তদন্ত কার্য চালাইতে পারিবেন।

(৩) তদন্তের সময় প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধি দুর্ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে বা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, সরঞ্জাম বা অন্যান্য জিনিসপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি তাহার জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিতে বা, ক্ষেত্রবিশেষে, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র, সরঞ্জাম বা জিনিসপত্র উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) এই বিধির অধীন অনুষ্ঠেয় তদন্তকার্য দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণ এবং পরিস্থিতি বর্ণনা করিয়া তদন্ত সমাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তদন্তের একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট এবং উহার একটি অনুলিপি প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবিধ

২০০। **দুর্ঘটনা প্রতিরোধে বিশেষ সতর্কতা।**—পেট্রোলিয়াম মজুদ, পরিবহন, শোধন, মিশ্রণ বা রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে এমন স্থানে কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কার্য বা কার্য করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে না যাহাতে বিস্ফোরণ বা অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে।

২০১। **বিপজ্জনক কার্য।**—(১) কোনো স্থাপনা, মজুদাগার, ধারণপাত্র, পরিবহন যান অথবা স্থান যেখানে পেট্রোলিয়াম আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, শোধন পুনরুদ্ধার বা মিশ্রণ করা হয় এমন কোনো স্থানে এই বিধিমালা বা লাইসেন্সে উল্লেখ নাই এমন কোনো কার্য সংঘটিত হইতেছে যাহা বিপজ্জনক বলিয়া একজন বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট স্থাপনা, মজুদাগার, ধারণপাত্র, পরিবহন যান, শোধনাগার পুনরুদ্ধার বা মিশ্রণাগারে বা স্থানে মালিক দখলদার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উক্তরূপ ত্রুটি বা ঝুঁকি, লিখিত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, দূর করিবার জন্য যথাযথ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত আদেশের কারণে কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, উক্ত ব্যক্তি, আদেশপত্রে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট আপীল করিতে পারিবে এবং উক্ত আপীলে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত প্রতিটি আপীল আবেদন লিখিতভাবে দাখিল করিতে হইবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইবে উহার একটি কপিও আপীল আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত আদেশে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা উপ-বিধি (২) অনুসারে আপীল করা হইলে উক্ত আপীলের প্রেক্ষিতে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পালন করিতে ব্যর্থ হইলে, এই বিধির বিধান লংঘন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২০২। **অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।**—সরকার, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের সুপারিশক্রমে, বিশেষ ক্ষেত্রে, আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তিকে এই বিধিমালার যে কোনো বা সকল বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

২০৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Petroleum Rules, 1937, অতঃপর উক্ত Rules বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত Rules এর অধীন—

(ক) প্রদত্ত সকল আদেশ, নির্দেশ ও কৃত কাজ-কর্ম এই বিধিমালার অধীন জারীকৃত, প্রদত্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) গৃহীত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা উক্ত Rules এর বিধান অনুসারে এইরূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন এই বিধিমালা কার্যকর হয় নাই।

তফসিল-১

লাইসেন্স

[বিধি ১৮৪ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	ফরম (তফসিল-২ দ্রষ্টব্য)	লাইসেন্স প্রদানের উদ্দেশ্য	লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ
১।	ফরম 'জ'	অনধিক ৪০০ লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আমদানি এবং মজুদাগারে মজুদের জন্য।	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো বিস্ফোরক পরিদর্শক।
২।	ফরম 'ঝ'	অনধিক ২৫০০০ লিটার দ্বিতীয় শ্রেণির অথবা আংশিক দ্বিতীয় ও আংশিক তৃতীয় শ্রেণির একত্রে ২৫০০০ লিটার অথবা ৪৫০০০ লিটার তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আমদানি এবং ট্যাংক ব্যতীত অন্যবিধ পাত্রে মজুদের জন্য।	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো বিস্ফোরক পরিদর্শক।
৩।	ফরম 'ঞ'	প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ৪০০ লিটারের অধিক, দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ২৫০০০ লিটারের অধিক, আংশিক দ্বিতীয় ও আংশিক তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম একত্রে ২৫০০০ লিটারের অধিক বা ৪৫,০০০ লিটারের অধিক তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আমদানি এবং ট্যাংক ব্যতীত অন্যবিধ পাত্রে মজুদের জন্য ।	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো বিস্ফোরক পরিদর্শক।
৪।	ফরম 'ট'	মোটরযানে জ্বালানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে পাম্প সংযুক্ত ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য।	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো বিস্ফোরক পরিদর্শক।
৫।	ফরম 'ঠ'	পেট্রোলিয়াম আমদানি ও স্থাপনায় মজুদের জন্য।	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক ।
৬।	ফরম 'ড'	জলপথে ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য।	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক।
৭।	ফরম 'ঢ'	স্থলপথে ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য।	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো বিস্ফোরক পরিদর্শক।
৮।	বিশেষ ফরম	উপরের ১, ২, ৩ ও ৫ নং ক্রমিকের ব্যতিক্রমধর্মী পেট্রোলিয়াম মজুদ ও আমদানির জন্য।	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক।

তফসিল-২

ফরসমূহ

ফরম ‘ক’

[বিধি ২৩, ৩২ দ্রষ্টব্য]

পেট্রোলিয়াম বহনকারী জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্বে ক্যাপ্টেন অথবা আমদানিকারক বা এজেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা।

জাহাজের নাম:.................................

পেট্রোলিয়ামের শ্রেণি	জাহাজে বহনকৃত মোট পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ	বন্দরে খালাসতব্য পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ	মন্তব্য
মোটরযানে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃতব্য প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম			
অন্যান্য প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম			
দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম			
তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম			

ক্যাপ্টেনের স্বাক্ষর

আমদানিকারক বা এজেন্টের স্বাক্ষর

ফরম 'খ'

[বিধি ১৬৯ দ্রষ্টব্য]

আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম পরীক্ষার সনদ

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, ... জাহাজ যোগে প্রেরিত পেট্রোলিয়াম আমার কর্তৃক পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং পরীক্ষিত নমুনার ফ্ল্যাশ পয়েন্ট নিম্নে উল্লেখ করা হইল:—

পেট্রোলিয়াম ট্যাংক-এ, ড্রামে বা ক্যানে কিনা উহার বিবরণ	ব্রান্ড	ট্যাংক, ড্রাম, ক্যান ইত্যাদির সংখ্যা	পরিমাণ	ফ্ল্যাশ পয়েন্ট

যে বন্দর হইতে জাহাজীকরণ করা হইয়াছে উহার নাম:..

প্রেরণকারীর নাম:..

তারিখ: পরীক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও পদবী।

ফরম 'গ'

[বিধি ১৮৪ দ্রষ্টব্য]

ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম পরিবহনের লাইসেন্সের আবেদনপত্র।

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা :

২। যে পরিবহনযানে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা হইবে উহা যাহার নামে নিবন্ধিত তাহার নাম ও ঠিকানা :

৩। যে পরিবহনযানে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করা হইবে উহার নাম :

নিবন্ধন নম্বর :

গ্রোস টন/মোট ওজন :

নীট টন/পরিবাহী ওজন :

প্রকোষ্ঠের সংখ্যা এবং প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠের প্রত্যায়িত ধারণক্ষমতা (লিটারে) :

পরিবহন যোগ্য পেট্রোলিয়ামের শ্রেণি :

পরিবহনের সংবিধিবদ্ধ বিধানাবলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন চালক ও তত্ত্বাবধায়ক পরিবহন যানটিতে নিয়োজিত কিনা :

অন্য কোনো তথ্য (যদি থাকে) :

আমি/ আমরা এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরের তথ্যাবলী যাচাই করা হইয়াছে এবং উহা সত্য। আমি/ আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, আইন ও এই বিধিমালার অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত পালন করিয়া উপরোক্ত পরিবহনযানে পেট্রোলিয়াম পরিবহন করিব। আমি /আমরা অবহিত আছি যে, আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধান এবং লাইসেন্সের কোনো শর্ত লংঘনকারী অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হইবেন।

তারিখ:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

টীকা: আবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র:

(১) বিধি ১৮৪(২)অনুযায়ী ৫ সেট নকশা।

(২) বিধি ১৮৪ (১১) অনুযায়ী নির্ধারিত ফি প্রদানের কাগজপত্র।

ফরম 'ঘ'

[বিধি ১৮৪, ১৮৯ দ্রষ্টব্য]

পেট্রোলিয়াম মজুদকরণ অথবা আমদানি এবং মজুদকরণের জন্য লাইসেন্স ইস্যু বা লাইসেন্স সংশোধনের আবেদন

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ও ঠিকানা :

২। পেট্রোলিয়াম যে প্রাঙ্গণে মজুদ করা হইবে উহার অবস্থান :

জেলা :

উপজেলা/থানা :

গ্রাম/শহর/মৌজা :

খতিয়ান ও দাগ নং/হোল্ডিং নং :

৩। পেট্রোলিয়াম মজুদের প্রস্তাবিত : <u>১ম শ্রেণি</u> <u>২য় শ্রেণি</u> <u>৩য় শ্রেণি</u>

পরিমাণ { ট্যাংক-এ :
ট্যাংক-এ নহে :

৪। কোন ফরমে লাইসেন্স প্রয়োজন :

৫। ফরমে উল্লিখিত সকল শর্তাবলি প্রাঙ্গাণটিতে পালন করে কি? :

৬। প্রাঙ্গণে ইতোপূর্বে মজুদকৃত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ :

৭। পেট্রোলিয়ামে আমদানির প্রস্তাবিত পরিমাণ :

৮। অতিরিক্ত তথ্য, যদি থাকে :

৯। মন্তব্য :

আমি/ আমরা এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরের তথ্যাবলী যাচাই করা হইয়াছে এবং উহা সত্য। আমি/আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, আইন ও এই বিধিমালার অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত পালন করিয়া উপরোক্ত প্রাঙ্গণে পেট্রোলিয়াম মজুদ করিব। আমি /আমরা অবহিত আছি যে, আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধান এবং লাইসেন্সের কোনো শর্ত লংঘনকারী অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে । দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হইবেন।

তারিখ: আবেদনকারীর স্বাক্ষর

টীকা: আবেদনের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র:

(১) বিধি ১৮৪(২)অনুযায়ী ৫ সেট নকশা।

(২) বিধি ১৮৪ (১১) অনুযায়ী নির্ধারিত ফি প্রদানের কাগজপত্র।

ফরম ‘ঙ’

[বিধি ১৬৫ দ্রষ্টব্য]

সরঞ্জামাদি সংক্রান্ত সনদপত্র

পরীক্ষণীয় সরঞ্জামের নাম:

নমুনা সনাক্তকরণ নং

নির্মাতার নাম

স্লাইড নং

থার্মোমিটারসহ নাম..তৈল কাপ নং..................................

ওয়াটার বাথ কাপ নং...

থার্মোমিটারসহ দাখিলকৃত উপরিল্লিখিত সরঞ্জামটি আর্দশ পরীক্ষণ সরঞ্জামের সহিত..................... তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক তুলনা করিয়া পরীক্ষণে উহা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার অথবা এ্যানারয়েড রিডিংয়ে নিম্নবর্ণিত সংশোধনী প্রয়োজনঃ

থার্মোমিটার নং :

ব্যারোমিটার নং :

এ্যানারয়েড নং :

এই সনদপত্রের মেয়াদ...........................তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

তারিখ :

সূত্র :

পরীক্ষণ কর্মকর্তার স্বাক্ষর

পদবী

ফরম ‘চ’

[বিধি ১৬৬ দ্রষ্টব্য]

পরীক্ষণ সরঞ্জামের সনদপত্র সংক্রান্ত নিবন্ধন বহি ফরম

ক্রমিক সংখ্যা	পরীক্ষণ কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরীক্ষণ সরঞ্জামাদি ব্যবহারের স্থান	সনদপত্রের বিষয়বস্তু	সনদপত্র বহাল থাকার তারিখ

ফরম ‘ছ’

[বিধি ১৮৪(৮) দ্রষ্টব্য]

নির্মাণ সম্পন্নকরণ প্রতিবেদন ও অঙ্গীকারপত্র

এই মর্মে অবহিত করিতেছি যে,

(ক) ....স্থাপিত পেট্রোলিয়াম মজুদাগার/স্থাপনা ও তদস্থিত প্রাঙ্গাণ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা নম্বর-----------তারিখ..............অনুসারে নির্মাণ করা হইয়াছে।

(খ) প্রতিটি ট্যাংক প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ০.২৫ কিলোগ্রাম চাপে পানি দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং পরীক্ষণে ট্যাংক-এ কোনো ছিদ্র ধরা পড়ে নাই এবং ট্যাংকটি উক্ত চাপসহনে সক্ষম বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

(গ) বিধি **১২৯** অনুসারে ট্যাংক-এর ধারণক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

(ঘ) বিধি ৪ (১) অনুসারে নিরাপত্তা লেবেল, বিধি ৪ (২) অনুসারে শর্তাবলি সম্বলিত সাইন বোর্ড, এবং বিধি ৪ (৩) অনুসারে লাইসেন্স নম্বর প্রাঙ্গাণে লটকানো হইয়াছে।

এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,

(ক) বিধি **১৯৫** অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তাকে চাহিবামাত্র মূল লাইসেন্স বা উহার প্রামাণিক অনুলিপি দেখাইতে বাধ্য থাকিব এবং বিধি ৭ অনুসারে প্রস্তাবিত মজুদাগার/স্থাপনা/ প্রাঙ্গাণটি /পরিবহনযান সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও লাইসেন্সের শর্তাবলি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত আছেন এইরূপ একজন অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা পরিচালনা করিব;

(খ) বিধি ১৯৮ (৩) এর বিধান অনুসরণের উদ্দেশ্যে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ ঢাকা এবং বিস্ফোরক পরিদর্শক,................এর টেলিফোন নম্বরসহ তাহাদের দপ্তরের পূর্ণ ঠিকানা লাইসেন্সকৃত মজুদাগার/প্রাঙ্গাণ/ স্থাপনা/পরিবহনযানে সংরক্ষণ করিব।

তারিখ............................ আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

ফরম 'জ'

[তফসিল ১ এর ক্রমিক নং ১ দ্রষ্টব্য]

অনূর্ধ্ব ৪০০ লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আমদানি এবং মজুদাগারে বা বিনে মজুদের লাইসেন্স।

নং - ফি

এতদ্দ্বারা...কে, পেট্রোলিয়াম, আইন ২০১৬ ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে........... লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অথবা প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ আমদানি এবং এতদ্‌সংযুক্ত নকশায় প্রদর্শিত ও নিম্নবর্ণিত মজুদাগারে...............লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১শে ডিসেম্বর,......... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ: লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ।

নকশা নং........... তারিখ:............

মজুদাগারের অবস্থান ও বর্ণনা

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্দ্বারা লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণটি...................... তারিখ.................কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে। প্রাঙ্গণটি এতদ্‌সংযুক্ত অনুমোদিত নকশা অনুসারে এবং লাইসেন্সের শর্ত নং ১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ এবং বিধি ৪, ১৩৬, ১৯৮ (৩) ও ....এর পরিপালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

লাইসেন্স প্রাঙ্গণ পরিদর্শনকালে এতদ্‌সংযুক্ত বর্ণনা এবং শর্ত মোতাবেক পাওয়া না গেলে এই লাইসেন্সটি বাতিল হইবে এবং উপরন্তু যে সমস্ত বিধানাবলি ও শর্ত সাপেক্ষে এই লাইসেন্স ইস্যু করা হইয়াছে উহার যে কোনোটি ভংগের প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হইবেন।

লাইসেন্সের শর্তাবলি

১। প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম কেবল-

(ক) উপযুক্ত অদাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত মজুদাগারে যাহার দরজা এবং জানালা কাঠের নির্মিত হইবে না ; অথবা

(খ) খোলা জায়গায় নিজস্ব জমিতে স্থাপিত প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত ধরনের বায়ু চলাচল উপযোগী লোহার বিনে মজুদ করিতে হইবে।

২। মজুদাগারে মাটির স্তরের নিকট এবং ছাদে বা ছাদের নিকট বায়ু চলাচলের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, বায়ু চলাচলের পথসমূহ প্রতিরৈখিক সেন্টিমিটারে অন্ততঃ ১১ (এগার) টি ফাঁসযুক্ত সূক্ষ্ম তামার তারজালি বা অন্য কোনো অক্ষয়িষ্ণু ধাতব তারের জালি দ্বারা দুই স্তরে আচ্ছাদিত হইবে।

৩। মজুদাগারটি এমন কোনো ভবনের অংশ বিশেষ বা সংলগ্ন হইবে না যাহাতে কোনো লোক বসবাস করে বা কাজ করে অথবা সেখানে লোকজন কোনো কাজে সমবেত হয়। মজুদাগারটি এইরূপ ভবনের অংশবিশেষ হইলে উহা উক্ত ভবন হইতে মজবুত ছিদ্রহীন ও অদাহ্য পদার্থ নির্মিত দেওয়াল দ্বারা পৃথক হইতে হইবে।

৪। মজুদাগারটি কোনো ভবনের ভিতরে হইলে উহা কোনো সিঁড়ির নিচে অথবা সম্ভাব্য অগ্নিকান্ডের সময় ভবন হইতে দ্রুত নির্গমনের জন্য ব্যবহার হইতে পারে এমন স্থানে অবস্থিত হইবে না।

৫। ৬ (ছয়) মিটারের মধ্যে অবস্থিত দুইটি মজুদাগার বা বিন (bin) অথবা অন্য কোনো মজুদ প্রাঙ্গণ একটি মজুদাগার বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত মজুদাগার বা বিনে কোনোরূপে রদ-বদল করা যাইবে না।

৭। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ মজুদাগারের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন মনে করেন এমন কোনো মেরামত করিবার জন্য যদি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সধারীকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন তবে লাইসেন্সধারীকে নোটিশে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের কম নহে, এর মধ্যে মজুদাগারে উক্তরূপ মেরামত কার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

৮। পেইন্ট, বার্নিশ এবং অনুরূপ পদার্থ ব্যতীত প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম টিনে মজুদ করা হইলে উহা বায়ুর জন্য সংরক্ষিত ধারণক্ষমতা বাদ দিয়া অনধিক ৯ (নয়) লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন পেট্রোল টিনে রাখিতে হইবে।

৯। প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম রাখা হইয়াছিল এমন খালি পাত্র সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার এবং পেট্রোলিয়াম বাষ্পমুক্ত করা না পর্যন্ত পরিষ্কার করা ও পেট্রোলিয়াম বাষ্প মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে খোলা ব্যতীত অন্য সকল সময় উহা দৃঢ়ভাবে বন্ধ রাখিতে হইবে।

১০। প্রাঙ্গণের কোনো তৈলাধার মেরামত করা যাইবে না এবং কোনো ব্যক্তি এমন কোনো পাত্র মেরামত করিবেন না বা করাইবেন না যাহাতে তাহার জানামতে পেট্রোলিয়াম রাখা আছে বা রাখা হইয়াছে, যে পর্যন্ত না তিনি সকল যুক্তিসংগত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নিশ্চিত হন যে, পাত্রটি পেট্রোলিয়াম বা প্রজ্বলনীয় বাষ্পমুক্ত হইয়াছে।

১১। অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সর্বদা যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। কোনো প্রকারের পেট্রোলিয়াম যাহাতে নালা, ভূ-গর্ভস্থ নর্দমা, পোতাশ্রয়, নদী অথবা জলস্রোতে নির্গত হইতে না পারে, উহার জন্য সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে কোনো দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড অথবা বিস্ফোরণ ঘটিলে এবং সেই দুর্ঘটনায় জীবননাশ বা ব্যক্তি অথবা সম্পত্তির ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইলে উহা নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকাকে অবিলম্বে সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় অবহিত করিতে হইবে।

১৪। পেট্রোলিয়াম এর নিকট অথবা যে পাত্রে পেট্রোলিয়াম রাখা হয় অথবা রাখা হইয়াছে সেখানে যাহাতে অননুমোদিত কোনো ব্যক্তি প্রবেশ না করিতে পারে, সেদিকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

১৫। কোনো পরিদর্শক অথবা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে সকল যুক্তিসংগত সময়ে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে এবং আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কিনা নিরূপণের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

ফরম ‘ঋ’

[তফসিল-১ এর ক্রমিক নং ২ দ্রষ্টব্য]

পেট্রোলিয়াম আমদানি এবং ট্যাংক ব্যতীত অন্যবিধ পাত্রে-(ক) দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অনধিক ২৫,০০০ লিটার বা (খ) আংশিক দ্বিতীয় শ্রেণির ও আংশিক তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অনধিক ২৫,০০০ লিটার, অথবা (গ) ৩য় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অনধিক ৪৫,০০০ লিটার মজুদের জন্য লাইসেন্স।

নং ফি

এতদ্দ্বারা ....কে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই লাইসেন্সে উল্লিখিত শ্রেণি ও পরিমাণ পেট্রোলিয়াম আমদানি এবং এতদ্‌সংযুক্ত নকশায় প্রদর্শিত ও নিম্নবর্ণিত মজুদাগারে .... লিটার দ্বিতীয় শ্রেণির এবং .... লিটার তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১ শে ডিসেম্বর................. তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ: লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ

নকশা নং- তারিখ:

মজুদাগারের অবস্থান ও বর্ণনা

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছে যে, এতদ্দ্বারা লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গাণটি ....তারিখে.................. কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে যিনি প্রাঙ্গাণটি এতদ্‌সংযুক্ত অনুমোদিত নকশা অনুসারে এবং লাইসেন্সের শর্ত নং ১, ২ ও ৩ এবং বিধি ৪, ১৩৬, ১৯৮(৩).......... এর পরিপালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গাণ পরিদর্শনকালে এতদ্‌সংযুক্ত বর্ণনা এবং শর্ত মোতাবেক পাওয়া না গেলে এই লাইসেন্সটি বাতিল হইবে এবং উপরন্তু যে সমস্ত বিধানাবলি ও শর্ত সাপেক্ষে এই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে উহার যে কোনোটি ভংগের প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হইবেন।

লাইসেন্সের শর্তাবলি

১। পেট্রোলিয়াম কেবল মজুদাগারে মজুদ করিতে হইবে যাহা উপযুক্ত অদাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইবে কিন্তু কড়ি, আড়া, খুঁটি, দরজা ও জানালা কাঠের তৈরী হইতে পারিবে। মজুদাগারটি পাকা ভিত্তির উপর নির্মিত হইবে এবং উহার দেওয়াল ও মেঝে এইরূপভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে অনধিক ৬০ সেন্টিমিটার গভীর একটি সাম্প অথবা পরিবেষ্টনী গঠিত হয়, যাহাতে দুর্ঘটনা বা জরুরী অবস্থায় মজুদাগারটি মজুতব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ পেট্রোলিয়াম ধারণ করিয়া রাখিতে পারে।

২। মজুদাগারটি এমন কোনো ভবনের অংশবিশেষ বা সংলগ্ন হইবে না যাহাতে কোনো লোকজন বসবাস বা কাজ করে অথবা কোনো উদ্দেশ্যে সমবেত হয়, যদি না উহা পর্যাপ্ত মেঝে অথবা অদাহ্য পদার্থ নির্মিত নিচ্ছিদ্র মজবুত দেওয়াল দ্বারা পৃথকীকৃত হইয়া থাকে।

৩। মজুদাগারটি কোনো ভবনের ভিতরে অবস্থিত হইলে উহা কোনো সিঁড়ি কোঠায় অথবা অগ্নিকান্ডের সময় সম্ভাব্য নির্গমনের পথ হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে এমন স্থানে অবস্থিত হইবে না।

৪। ৪ (চার) মিটার অনধিক দূরে অবস্থিত দুইটি মজুদাগারকে একটি মজুদাগার বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৫। পেট্রোলিয়াম বায়ু-অপ্রবেশ্য টিন অথবা ইস্পাত বা লোহা নির্মিত ড্রাম অথবা ক্ষণভংগুর নয় এমন অন্য কোনো পাত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

৬। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্ব অনুমতি ব্যতীত মজুদাগারটিতে কোনোরূপ রদবদল করা যাইবে না।

৭। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ মজুদাগারটি নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন মনে করেন এমন কোনো মেরামত করিবার জন্য যদি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সধারীকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন তাহা হইলে লাইসেন্সধারীকে নোটিশে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে একমাসের কম নহে, এর মধ্যে মজুদাগারে উক্তরূপ মেরামত কার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

৮। পেট্রোলিয়াম পূর্ণ ড্রাম অথবা অনুরূপ পাত্র কেবল লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণেই এবং পেট্রোলিয়াম বাহির করিবার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন শুধুমাত্র ঐ সময়ের জন্য খোলা যাইবে, এবং এইরূপ বাহির করিবার সময় কোনো পেট্রোলিয়াম অথবা উহার বাষ্প নির্গমন প্রতিরোধ কল্পে সর্বপ্রকার সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৯। লাইসেন্সধারীকে পেট্রোলিয়াম বিক্রি বা সরবরাহ এবং অবশিষ্ট তেলের হিসাব রাখিতে হইবে। এই হিসাব তারিখের ক্রমানুসারে পূর্ববতী জের, প্রাপ্তির, বিক্রি এবং অবশিষ্ট নির্দেশ করিবে। এছাড়া, ভিন্ন শ্রেণির ভিন্ন হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১০। কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি যাহাতে রক্ষিত পেট্রোলিয়াম, পেট্রোলিয়ামপূর্ণ পাত্র বা যে পাত্রে পেট্রোলিয়াম ছিল উহার নিকট যাইতে না পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সর্বদা যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। কোনো পেট্রোলিয়াম যাহাতে নালা, নর্দমা, পোতাশ্রয়, নদী অথবা জলস্রোতে নির্গত হইতে না পারে উহার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে যদি এমন কোনো দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড অথবা বিস্ফোরণ ঘটে যাহাতে কোনো লোকের মৃত্যু হয় বা কোনো লোক গুরুতর আহত হয় অথবা সম্পত্তির গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হয় তাহা হইলে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকাকে অবিলম্বে সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় অবহিত করিতে হইবে।

১৪। কোনো পরিদর্শক অথবা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে সকল যুক্তিসংগত সময়ে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে এবং আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কিনা উহা নির্ণয়ের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

ফরম ‘ঞ’

[তফসিল ১ এর ক্রমিক নং ৩ দ্রষ্টব্য]

প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ৪০০ (চারশত) লিটারের অধিক, দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) লিটারের অধিক, আংশিক দ্বিতীয় ও আংশিক তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম একত্রে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) লিটারের অধিক ও তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আমদানি এবং ট্যাংক ব্যতীত অন্যবিধ পাত্রে মজুদের লাইসেন্স।

নং ফি-

এতদ্দ্বারা ....কে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই লাইসেন্সে উল্লিখিত পরিমাণ ও শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আমদানি এবং উক্ত পেট্রোলিয়াম এ তদসংযুক্ত নকশায় প্রদর্শিত ও নিম্নবর্ণিত মজুদাগারে ....লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম, --------------------------- লিটার দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম এবং---------------------------- লিটার তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

** প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম লিটার
দ্বিতীয় শেণীর পেট্রোলিয়াম লিটার
তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম লিটার।

এই লাইসেন্স ৩১ শে ডিসেম্বর ----------------------- তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ: লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

নকশা নং তারিখ:

মজুদাগারের অবস্থান ও বর্ণনা

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্দ্বারা লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণটি.............. তারিখে....................কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে যিনি প্রাঙ্গণটি এতদসংযুক্ত অনুমোদিত নকশা অনুসারে এবং লাইসেন্সের শর্ত নং..........ও...........এবং বিধি........ও........এর পরিপালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণ পরিদর্শনকালে এতদসংযুক্ত বর্ণনা এবং শর্ত মোতাবেক পাওয়া না গেলে এই লাইসেন্সটি বাতিল হইবে এবং উপরন্তু যে সমস্ত বিধানাবলি ও শর্ত সাপেক্ষে এই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে উহার যে কোনোটি ভঙ্গের প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হইবেন।

লাইসেন্সের শর্তাবলি

১। পেট্রোলিয়াম কেবল মজুদাগারে মজুদ করিতে হইবে যাহা উপযুক্ত অদাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইবে, তবে, শুধু দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য গুদামের কড়ি, আড়া, খুঁটি দরজা ও জানালা কাঠের তৈরী হইতে পারিবে। মজুদাগারটি পাকা ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে এবং উহা মজবুত দেওয়াল বা বাঁধদ্বারা পরিবেষ্টিত হইতে হইবে, অথবা দেওয়াল ও মেঝে এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন অনূর্ধ্ব ৬০ (ষাট) সেঃমিঃ গভীর একটি সাম্প বা পরিবেষ্টনী গঠিত হয়। উভয়বিধ পদ্ধতির সমন্বয় গ্রহণযোগ্য। এইরূপে গঠিত পরিবেষ্টনী অথবা সাম্প উক্ত মজুদাগারে কোনো এক সময়ে মজুতব্য মোট পরিমাণ পেট্রোলিয়াম ধারণ করিতে সক্ষম হইতে হইবে এবং উহা এইরূপভাবে নির্মাণ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে তরল পদার্থের আকারে কোনো পেট্রোলিয়াম অগ্নিকান্ড অথবা অন্য কোনো কারণে সেখান হইতে বাহিরে নির্গত হইতে না পারে। প্রথম শ্রেণির ও আংশিক দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উক্ত পরিবেষ্টনী অথবা সাম্প এই গুদাম ঘরের মজুদের জন্য অনুমোদিত সর্বোচ্চ পরিমাণ তৈল ছাড়াও অন্ততঃ শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ অধিক পেট্রোলিয়াম ধারণ ও সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইবে। সাম্প এবং পরিবেষ্টনী অবশ্যই পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং উহাতে কোনো প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থ সঞ্চিত হইতে পারিবে না।

২। পেট্রোলিয়াম নির্গমন প্রতিরোধকল্পে নির্মিত দেওয়ালের ঠিক উপরে ভূমি স্তরের নিকট এবং ছাদে বা ছাদের নিকটে গুদাম ঘরে পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। বায়ু চলাচলের পথসমূহ প্রতিরৈখিক সেন্টিমিটারে অন্ততঃ ১১ (এগার) টি ফাঁস যুক্ত ও স্তর বিশিষ্ট সূক্ষ্ম তামার তারজালি বা অন্য কোনো অক্ষয়িষ্ণু ধাতব তারের জালির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিতে হইবে।

৩। প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অথবা আংশিকভাবে প্রথম শ্রেণির এবং আংশিকভাবে দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের জন্য ব্যবহৃত মজুদাগার বা পরিবেষ্টনী দেওয়াল এবং সংরক্ষণীয় পূর্তকর্মের (protected works) মধ্যে নিম্নলিখিত দূরত্ব সর্বদা বজায় রাখিতে হইবে:-

মজুদের পরিমাণ				**দূরত্ব**
অনূর্ধ্ব	৫,০০০	লিটার		৪ মিটার
	৫,০০০	লিটারের অধিক কিন্তু	অনূর্ধ্ব ৫০,০০০লিটার	৫ মিটার
	৫০,০০০	লিটারের অধিক কিন্তু	অনূর্ধ্ব ১,০০,০০০ লিটার	৬ মিটার
	১,০০,০০০	লিটারের অধিক কিন্তু	অনূর্ধ্ব ১,৫০,০০০ লিটার	৭ মিটার
	১,৫০,০০০	লিটারের অধিক কিন্তু	অনূর্ধ্ব ২,০০,০০০ লিটার	৮ মিটার
	২,০০,০০০	লিটারের অধিক কিন্তু	অনূর্ধ্ব ২,৫০,০০০ লিটার	১০ মিটার
	২,৫০,০০০	লিটারের অধিক		১৫ মিটার

৪। দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের জন্য ব্যবহৃত মজুদাগারে বা পরিবেষ্টনী দেওয়াল এবং সংরক্ষণীয় পূর্তকর্মের মধ্যে নিম্নবর্ণিত দূরত্ব সর্বদা বজায় রাখিতে হইবে:-

মজুদের পরিমাণ	**দূরত্ব**
২৫,০০০ লিটারের অধিক কিন্তু অনূর্ধ্ব ৫০,০০০ লিটার	৪ মিটার
৫০,০০০ লিটারের অধিক কিন্তু অনূর্ধ্ব ২,৫০,০০০ লিটার	৫ মিটার
২,৫০,০০০ লিটারের অধিক	৬ মিটার

৫। স্ক্রীন ওয়াল স্থাপন বা অন্যবিধ বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে অথবা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট যুক্তিসঙ্গত মনে হইলে, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ৩ ও ৪ নং ক্রমিকে নির্ধারিত দূরত্ব হ্রাস করিতে পারিবেন।

৬। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত মজুদাগারটিতে কোনোরূপ রদবদল করা যাইবে না। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি নিয়ে রদবদল করা হইলে লাইসেন্সের সাথে সংযুক্তব্য সংশোধিত নকশায় উহা প্রদর্শন করিতে হইবে।

৭। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ মজুদাগারে নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন মনে করেন এমন কোনো মেরামত করিবার জন্য যদি লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সধারীকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন তাহা হইলে লাইসেন্সধারীকে নোটিশে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের কম নহে, এর মধ্যে মজুদাগারে উক্তরূপ মেরামত কার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

৮। পেট্রোলিয়াম পূর্ণ ড্রাম অথবা অন্যবিধপাত্র কেবল অনুমোদিত প্রাঙ্গণেই এবং পেট্রোলিয়াম বাহির করিয়া আনার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন শুধুমাত্র ঐ সময়ের জন্যই খোলা যাইবে এবং এইরূপে পেট্রোলিয়াম বাহির করিয়া আনার সময় উহা হইতে কোনো পেট্রোলিয়াম অথবা উহার বাষ্প যাহাতে বাহির হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৯। প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম রাখা হইয়াছিল এমন খালি পাত্র সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার এবং পেট্রোলিয়াম ও কোনো প্রজ্জ্বলীয় বাষ্প মুক্ত করা না পর্যন্ত পরিষ্কার করা ও পেট্রোলিয়াম বাষ্প মুক্ত করণের উদ্দেশ্যে খোলা ব্যতীত অন্য সকল সময় দৃঢ়ভাবে বন্ধ রাখিতে হইবে।

১০। কোনো ব্যক্তি এমন কোনো পাত্র মেরামত করিবেন না বা করাইবেন না যাহাতে তাহার জানামতে পেট্রোলিয়াম রাখা হইয়াছে যতক্ষণ তিনি সকল যুক্তিসংগত, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া নিশ্চিত হন যে পাত্রটি পেট্রোলিয়াম বা প্রজ্জ্বলনীয় বাষ্প মুক্ত হইয়াছে; তবে পেট্রোলিয়াম ভর্তি ও প্রেরণের সহিত সংশ্লিষ্ট পাত্রে সচরাচর সম্পাদিত ঝালাই কার্য যখন মজুদাগারের বাহিরে কোনো অনুমোদিত স্থানে সম্পন্ন করা হয়, তখন এই ঝালাইকার্য এই শর্তবলে নিষিদ্ধ হইবে না।

১১। কোনো পেট্রোলিয়াম যাহাতে নালা, নর্দমা পোতাশ্রয়, নদী অথবা জলস্রোত নির্গত হইতে না পারে উহার জন্য সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি যাহাতে রক্ষিত পেট্রোলিয়াম, পেট্রোলিয়ামপূর্ণ পাত্র বা যে পাত্রে পেট্রোলিয়াম ছিল উহার নিকট যাইতে না পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে সংঘটিত কোনো দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরণের ফলে কোনো লোকের প্রাণহানি বা কেহ গুরুতর আহত হইলে অথবা সম্পদের ক্ষতি হইলে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকাকে অবিলম্বে সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় অবহিত করিতে হইবে।

১৪। কোনো পরিদর্শক অথবা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে সকল যুক্তিসংগত সময়ে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে এবং আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কিনা উহা নিরূপণের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

ফরম 'ট'

[তফসিল ১ এর ক্রমিক নং ৪ দ্রষ্টব্য]

মোটরযানে জ্বালানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে পাম্প সংযুক্ত ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম মজুদের লাইসেন্স

নং- ফি

এতদ্দ্বারা...কে, পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে......... লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অথবা প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থ আমদানি এবং এতদসংযুক্ত নকশায় প্রদর্শিত ও নিম্নবর্ণিত মজুদাগারে......... লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১শে ডিসেম্বর, ... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ: লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ।

নকশা নং......... তারিখ:

মজুদাগারের অবস্থান ও বর্ণনা

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্দ্বারা লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গাণটি........... তারিখে.....................কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে যিনি প্রাঙ্গাণটি সংরক্ষণীয় পূর্তকর্ম হইতে নিরাপদ দূরত্বে এতদসংযুক্ত অনুমোদিত নকশা অনুসারে এবং লাইসেন্স শর্ত নং-১, ২, ৩, ৬ ও ১২ এবং বিধি ৪, ১৩৬, ১৯৮ (৩) ও..... এর পরিপালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উর্ত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গাণ পরিদর্শনকালে এতদ্‌সংযুক্ত বর্ণনা এবং শর্ত মোতাবেক পাওয়া না গেলে এই লাইসেন্সটি বাতিল হইবে এবং উপরন্তু যে সমস্ত বিধানাবলি ও শর্ত সাপেক্ষে এই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে উহার যে কোনোটি ভংগের প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুনঃ একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হইবেন।

লাইসেন্সের শর্তাবলি

১। এতদসংযুক্ত নকশায় প্রদর্শিত স্থানে সম্পূর্ণ ভূ-গর্ভে স্থাপিত..............লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন এক বা একাধিক গ্যাস নিরোধী ধাতব ট্যাংকে পেট্রোলিয়াম মজুদ করিতে হইবে। প্রতিটি ট্যাংক ইট বা কংক্রীট নির্মিত গর্তে স্থাপিত হইবে এবং ট্যাংকের চতুষ্পার্শ্বে বালি, মাটি বা কাদা দ্বারা এমনভাবে আবদ্ধ অবস্থায় রাখিতে হইবে যাহাতে ট্যাংক এবং ইট বা কংক্রীট নির্মিত গর্তের বায়ু প্রবেশের জন্য কোন জায়গা খালি না থাকে এবং ট্যাংকটি দৃষ্টিগোচর না হয়। যদি ট্যাংকটি ঝালাইকৃত, প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ০.৩১ কেজি/বর্গ সে.মি. পর্যন্ত চাপে পরীক্ষিত এবং ভূ-গর্ভে স্থাপিত ও জনসমাগমস্থল হইতে দূরে অবস্থিত কোন ব্যক্তিগত, ইজারা বা ভাড়া করা জমির উপর স্থাপিত হয় তবে এই ধরনের ইট বা কংক্রীট নির্মিত গর্ত বাধ্যতামূলক নহে। ভূ-নিম্নস্থ ট্যাংক এর উপরের খালি জায়গা অবশ্যই কোনো কাজে ব্যবহার করা চলিবে না।

২। ট্যাংক এ পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা অপসারণ অথবা ট্যাংক এ বায়ু নির্গমনের পথ বা গভীরতা পরিমাপক পাইপ ব্যতীত অন্য কোন ছিদ্র থাকিবে না; ভর্তিকরণ পাইপ ও গভীরতা পরিমাপক পাইপ ট্যাংক এর প্রায় তলদেশ পর্যন্ত বর্ধিত থাকিবে।

৩। উন্মুক্ত স্থানে বাষ্প নির্গমনের জন্য প্রত্যেকটি ট্যাংক এ ভেন্ট পাইপ সংযুক্ত থাকিবে। বাষ্প নির্গমন পাইপটি মজবুতভাবে স্থাপিত হইবে এবং উহা অন্যূন ৪ (চার) মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট হইবে। পাইপটির উপরের মুখ হুডসহ প্রতি রৈখিক সেন্টিমিটারে অন্যূন ১১ (এগার) টি ফাঁসযুক্ত সূক্ষ্ম তামা বা অন্য কোন অক্ষয়ীষ্ণু ধাতব তারের জালিযুক্ত ঢাকনা আচ্ছাদিত থাকিবে অথবা উপরের মুখে বায়ু গমন এবং নির্গমন ভাল্ভ সংযুক্ত থাকিবে।

৪। কোনো পাম্প বা ট্যাংক কোন ভবনের ভিতরে স্থাপন করা যাইবে না। যদি কোন ট্যাংক কোন ভবনের ভিতরে স্থাপন করা হইয়া থাকে তবে ইহা কেবল ট্যাংক ওয়াগন হইতে ভূ-গর্ভস্থ পাইপের মাধ্যমে ভর্তি করিতে হইবে, যাহাতে ফিল পয়েন্ট উক্ত ভবন হইতে অন্যূন ৪ (চার) মিটার দূরে উন্মুক্ত স্থানে থাকে।

৫। লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত প্রাঙ্গণের কোন পাম্প বা ট্যাংক এর অবস্থান পরিবর্তন অথবা কোন ট্যাংক এর স্থানান্তরসহ রদবদল করা যাইবে না; তবে অনুমোদিত সকল রদবদল সংশোধিত নকশায় প্রদর্শনপূর্বক উহা লাইসেন্সের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

৬। লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রাঙ্গণের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন মনে করেন এমন কোন সংস্কার করিবার জন্য যদি লাইসেন্সধারীকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন তবে লাইসেন্সধারী নোটিশে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে একমাসের কম নহে, এর মধ্যে প্রাঙ্গণে উক্তরূপ সংস্কার কার্যসম্পন্ন করিবেন।

৭। প্রত্যেক ট্যাংক মেরামত করিবার পূর্বে সকল পেট্রোলিয়াম এবং প্রজ্বলনীয় বাষ্প মুক্ত করিতে হইবে; যখন কোন ট্যাংক পরিষ্কার বা মেরামতের জন্য খোলা হয় তখন কোন বৈদ্যুতিক বা অন্য কোন বাতি, বৈদ্যুতিক তার অথবা বৈদ্যুতিক পাখা ট্যাংক এর ম্যানহোলের নিকট আনা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না যোগ্য রসায়নবিদ অথবা প্রকৌশলী লিখিতভাবে ট্যাংকটি গ্যাসমুক্ত হইয়াছে বলিয়া সনদপত্র প্রদান করেন। (ট্যাংকের অভ্যন্তরভাগ আয়নার সাহায্যে আলোকিত করা যাইতে পারে)।

৮। পেট্রোলিয়াম সীল করা অবস্থায় ট্যাংক এ প্রবেশ করিবে; সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ট্যাংক এ পেট্রোলিয়াম ভর্তি করা যাইবে না- যদি না এতদউদ্দেশ্যে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত ধরনের মোটর ট্যাংক ওয়াগন হইতে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদনক্রমে ভর্তির কাজ করা হয়।

ব্যাখ্যা ''সীল করা অবস্থা'' বলিতে এমন তরল পদার্থ সরবরাহকারী পাইপ বুঝাইবে যাহা কোন ট্যাংক এর সাথে স্ক্রু দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে এমনভাবে সংযুক্ত থাকিবে যাহাতে শর্ত নং ৩ অনুসারে নির্মিত ট্যাংকের গ্যাস নির্গমন পাইপ ব্যতীত অন্যকোন পথে তরল পদার্থ বা বাষ্প বাতাসে নির্গত হইতে না পারে।

৯। ট্যাংক এ পেট্রোলিয়াম স্থানান্তরের সময় প্রজ্বলনীয় বাষ্পে আগুন ধরাইতে সক্ষম এমন কোন কৃত্রিম আলো ট্যাংক ওয়াগনের সন্নিকটে আনা যাইবে না এবং এইরূপ স্থানান্তরের কাজে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি ধূমপান করিবেন না; যখন ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংক এ ব্যারেল হইতে পেট্রোলিয়াম ভর্তি করা হয় তখন ব্যারেল হইতে ১০ (দশ) মিটারের মধ্যে এরূপ কোন আলো রাখা চলিবে না।

১০। এতদযুক্ত নকশায় চিহ্নিত স্থানে স্থাপিত পাম্পের সাহায্য ব্যতীত ট্যাংক হইতে কোন পেট্রোলিয়াম অপসারণ করা যাইবে না; সংযোগ ও সরঞ্জামাদিসহ প্রত্যেকটি পাম্প এমনভাবে নির্মাণ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে যেন উহা গ্যাস নিরোধী এবং পেট্রোলিয়াম নিরোধী হয়; ট্যাংক ও পাম্পের মধ্যে সংযোগকারী পাইপ ভূ-গর্ভে স্থাপন করিতে হইবে।

১১। মোটরযানের জ্বালানি ট্যাংক এ পেট্রোলিয়াম সরবরাহ নিম্নলিখিতভাবে করিতে হইবে:

(ক) অনুমোদিত পাম্পের দ্বারা শক্ত ধাতব পাইপের মাধ্যমে পাম্প করিয়া অনুমোদিত স্থানে স্থাপিত ভূ-উপরস্থ অনধিক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিমাপক ট্যাংক এ আনয়ন এবং তথা হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয় এমন কর্কযুক্ত এবং নজলবিশিষ্ট মজবুত নমনীয় পাইপের মাধ্যমে মোটরযানের জ্বালানি ট্যাংক সরবরাহ, অথবা

(খ) অনুমোদিত পাম্পের দ্বারা শক্ত ধাতব পাইপের মধ্য দিয়া পাম্প করিয়া অনুমোদিত স্থানে স্থাপিত অনুমোদিত ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ভূ-উপরিস্থ সার্ভিস ট্যাংক এ আনয়ন এবং সেখান হইতে শক্ত ধাতব পাইপের মাধ্যমে অনুমোদিত স্থানে স্থাপিত অনধিক ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিমাপক ট্যাংকে আনয়ন এবং তথা হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয় এমন কর্কযুক্ত এবং নজলবিশিষ্ট মজবুত নমনীয় পাইপের মাধ্যমে মোটর যানের জ্বালানি সরবরাহ, অথবা

(গ) অনুমোদিত স্থানে স্থাপিত অনুমোদিত পরিমাপক পাম্প দ্বারা পাম্প করিয়া নিরাপদ ট্যাপ ও নজলযুক্ত নমনীয় হোস পাইপের মাধ্যমে মোটর যানের জ্বালানি ট্যাংক এ সরবরাহ।

১২। সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পাম্প হইতে মোটরযানে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করা যাইতে পারে যদি- (ক) পেট্রোলিয়াম গ্রহণকারী যানের বৈদ্যুতিক বাতি ছাড়া সকল বাতি নির্বাপিত হয়, (খ) পাম্প ও যান বৈদ্যুতিক বাতি দ্বারা বা অপারগতায় অন্য কোন প্রকার আলো দ্বারা আলোকিত করা হয় এবং (গ) প্রজ্বলনীয় বাষ্পে আগুন ধরাইতে সক্ষম এমন কোন আলো পাম্প অথবা পেট্রোলিয়াম গ্রহণকারী যানের ৪ (চার) মিটারের মধ্যে স্থাপন বা আনয়ন করা না হয়।

১৩। (ক) ইঞ্জিন চালু অবস্থায় এবং ছয় জনের অধিক যাত্রী পরিবহনের জন্য লাইসেন্সকৃত যানের মধ্যে কোন যাত্রী থাকা অবস্থায় মোটর যানের মধ্যে কোন পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করা যাইবে না; এবং

(খ) যে কোন মোটর যানের মধ্যস্থ ও তথায় কার্যরত কোন ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম ভর্তি করিবার সময় ধূমপান করিবেন না।

১৪। শর্ত নং ৭ এর প্রয়োজন ব্যতীত অথবা নির্ধারিত ধারণক্ষমতা সম্পন্ন পরিমাপক দ্বারা পাম্পের যথার্থতা পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছাড়া মোটর যানের জ্বালানি ট্যাংক ব্যতীত অন্যকোন পাত্রে ট্যাংক বা পাম্প হইতে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করা যাইবে না।

১৫। লাইসেন্সকৃত স্থায়ী তৈল সরবরাহ ব্যবস্থা বিকল হইলে বহনযোগ্য পাম্প ব্যবহার করিবার পূর্বে লিখিতভাবে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোপূর্বক এবং বহনযোগ্য পাম্পের জন্য প্রযোজ্য এই লাইসেন্সের শর্তাবলি পালন সাপেক্ষে অনধিক এক মাসের জন্য স্থায়ী তৈল সরবরাহ ব্যবস্থার পরিবর্তে বহনযোগ্য কার্বসাইড পাম্প ব্যবহারের জন্য এই লাইসেন্স বৈধ হইবে; যেখানে বহনযোগ্য পাম্প হইতে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংক এর সহিত অস্থায়ী সংযোগ দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকগুলি ব্যবহার করা যায় সেখানে কোন অবস্থাতেই ভূমির উপর কোন পেট্রোলিয়াম (পাম্পের ভিতরের পেট্রোলিয়াম ব্যতীত) রাখা যাইবে না।

১৬। যেখানে বহনযোগ্য পাম্প ব্যবহার করা হয় যেখানে পাম্প হইতে ৬ (ছয়) মিটারের মধ্যে অথবা নিকটবর্তী সরকারী জমিতে অনধিক ৪০০ (চারশত) লিঃ পেট্রোলিয়াম আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা যাইবে।

১৭। যে লাইসেন্সধারী প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম বিক্রয়ার্থে মজুদ করেন তিনি লাইসেন্স প্রাঙ্গণের কোন ভবনে নিরাপদভাবে বন্ধ করা ৯ (নয়) লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন স্ট্যান্ডার্ড টিনে অনধিক ২৭ (সাতাশ) লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ করিতে পারেন এবং জেলা প্রশাসনের প্রয়োজন থাকিলে কমপক্ষে ৯ (নয়) লিটার মজুদ করিতে পরিবে।

১৮। কোন অনুমোদিত ব্যক্তি যাহাতে রক্ষিত পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়ামপূর্ণ পাত্র বা যে পাত্রে পেট্রোলিয়াম ছিল উহার নিকট যাইতে না পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

১৯। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণের ব্যবস্থাপনা অথবা প্রাঙ্গণের কাজ বা উহার আনুষঙ্গিক কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে এবং যে কার্য যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় নয় এমন কার্য হইতে বিরত থাকিবে এবং প্রত্যেকে নিজের সাধ্যনুযায়ী অন্যকে এইরূপ কাজ হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট থাকিবে।

২০। কোন পেট্রোলিয়াম যাহাতে কোন নালা বা নর্দমায় নির্গত হইতে না পারে তাহার জন্য সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২১। কার্বসাইড অথবা বহনযোগ্য যে কোন ধরনের প্রতিটি পাম্পের জন্য লাইসেন্সধারী কমপক্ষে দুই টিন বা দুই ড্রাম ভর্তি শুষ্ক বালি অগ্নিনির্বাপনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখিবে।

২২। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে সংঘটিত কোন দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরণের ফলে কোন লোকের প্রাণহানী বা কেহ গুরুতর আহত হইলে অথবা সম্পদের ক্ষতি হইলে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা

নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং বাংলাদেশের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে তাৎক্ষণিকভাবে এবং যেখানে সুযোগ আছে টেলিগ্রাম বা টেলিফোনে বা অন্য কোন প্রচলিত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে।

২৩। কোন পরিদর্শক অথবা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে এবং বিধি ও লাইসেন্সের শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কি না নিরূপণের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে।

২৪। বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) মোটর, সুইচ, গিয়ার এবং পাম্পের সকল প্রকার বৈদ্যুতিক তার অগ্নিনিরোধী ধরনের হইবে যাহা ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন নং ২২৯-এর শর্তাবলি পূরণ করে; এবং

(খ) একটি দ্বিমেরু (Double Pole) সুইচ সহজ গম্যস্থানে পাম্প হইতে অন্যূন ৪ (চার) মিটার দূরে স্থাপন এবং অবশ্যই এমনভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতে পাম্পকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়।

২৫। (ক) লাইসেন্সধারী সকল প্রকার পেট্রোলিয়ামের মজুদ, বিক্রয় বা সরবরাহের রেকর্ড এবং হিসাব সংরক্ষণ করিবেন; হিসাবে প্রতিদিনের প্রারম্ভিক জের, প্রাপ্তি, বিক্রয়, সমাপ্তি জের এবং মিটার রিডিং পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকিবে; ভিন্ন ধরনের পেট্রোলিয়ামের জন্য পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

(খ) পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ এর ১৩ ধারার প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যখনই তলব করিবেন লাইসেন্সধারী তাহাকে মজুদ বই এবং রেকর্ড দেখাইবেন।

২৬। প্রাঙ্গণে পেট্রোলিয়াম মজুদ করিবার পূর্বে লাইসেন্সধারী লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে এই মর্মে লিখিত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন যে, প্রাঙ্গণটি অনুমোদিত নকশানুযায়ী নির্মাণ করা হইয়াছে।

ফরম ‘ঠ’

[তফসিল ১ এর ক্রমিক নং ৫ দ্রষ্টব্য]

পেট্রোলিয়াম আমদানি এবং স্থাপনায় পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য লাইসেন্স

নং ফি

এতদ্দ্বারা ....কে, পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই লাইসেন্সে উল্লিখিত পরিমাণ ও শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আমদানি এবং এতদসংযুক্ত নকশায় প্রদর্শিত ও নিম্নবর্ণিত স্থানে উক্ত পেট্রোলিয়াম ** মজুদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

** ট্যাংক-এ প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম লিটার

ট্যাংক ব্যতীত অন্যবিধ পাত্রে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম

ট্যাংক দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম

ট্যাংক ব্যতীত অন্যবিধ পাত্রে দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম

ট্যাংক-এ তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম

ট্যাংক ব্যতীত অন্যবিধ পাত্রে তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ....

মোট...........................

এই লাইসেন্স ৩১শে ডিসেম্বর,................................ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ: প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।

নকশা নং তারিখ:

মজুদাগারের অবস্থান ও বর্ণনা

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্দ্বারা লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গাণটি........................ তারিখে............................ কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে যিনি প্রাঙ্গাণটি এতদসংযুক্ত অনুমোদিত নকশা অনুসারে এবং লাইসেন্সের শর্ত নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১৪ ও ১৫ এবং বিধি ৪, ১৩৪, ১৩৬, ১৯৮ (৩) ও........... এর পরিপালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

পরিদর্শনকালে এতদসংযুক্ত বর্ণনা ও শর্তাবলি অনুসারে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গাণ পরিদৃষ্ট না হইলে, এই লাইসেন্স বাতিল হইবে এবং উপরন্তু যে সমস্ত বিধানাবলি ও শর্ত সাপেক্ষে এই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে উহার যে কোনোটি ভঙ্গের প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হইবেন।

লাইসেন্সের শর্তাবলি

১। পেট্রোলিয়াম কেবল স্থাপনার মধ্যে এতদসংযুক্ত নির্ধারিত মজুদ ট্যাংক, মজুদাগার ও ফিলিং শেড অথবা এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত অন্য কোনো স্থানে রাখিতে হইবে।

২। (ক) কোনো ট্যাংক একটি অনুমোদিত ভিত্তির উপর বসাইতে হইবে এবং উহার চারিদিক দেওয়াল বা মজবুত বেষ্টনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে অথবা আংশিকভাবে উহা একটি গর্তের মধ্যে প্রোথিত হইবে। এইরূপে গঠিত পরিবেষ্টনী নিম্নবর্ণিত যে কোনো এক শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ধারণ করিবে এবং মজুদের নিমিত্ত নিধারিত শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ধারণ করিবার মত যথেষ্ট আয়তন বিশিষ্ট হইতে হইবে এবং এমনভাবে নির্মিত ও রক্ষিত হইবে যেন উহার মধ্যে হইতে কোনো পেট্রেলিয়াম তরল পদার্থের আকারে অগ্নিকান্ড অথবা অন্য কোনো কারণে বাহির হইতে না পারে—

(অ) ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ট্যাংক একই ডাইকের মধ্যে মজুদ করা হইলে ডাইকের ধারণক্ষমতা বৃহত্তর ট্যাংকের ধারণক্ষমতার সমান হইবে;

(আ) শুধুমাত্র ৩য় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের ক্ষেত্রে ডাইকের উচ্চতা ২ (দুই) মিটারের উর্দ্ধে হইবে।

(ই) ডাইক বা বেষ্টনী দেওয়ালের উচ্চতা ২ (দুই) মিটারের বেশী হইতে পারিবে না। যদি ডাইক ওয়ালটি মাটির তৈরী হয় এবং ১ (এক) মিটারের বেশী উচুঁ হয় তবে ওয়ালের উপরের প্রান্তে প্রস্থ ০.৬ (শূন্য দশমিক ছয়) মিটারের কম হইতে পারিবে না; তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ২ (দুই) মিটারের উচুঁ ডাইক ওয়ালের অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে;

(ঈ) ডাইক ওয়ালের সাথে সংযুক্ত ড্রেইনে নিয়ন্ত্রন ভাল্ব এমনভবে স্থাপন করিতে হইবে যাহা অগ্নিকান্ডের সময় বান্ড ওয়ালের বাহির হতে নিরাপদে চালনা করা যায়। ডাইক ওয়ালের অভ্যন্তরে সকল পানি কার্যকর ইন্টারসেপ্টারের মাধ্যমে নির্গত হইবে;

(উ) একই ডাইক ওয়ালের মধ্যে স্থাপিত fixed roof ধরনের ট্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে মজুদ ক্ষমতা ৬০ (ষাট) হাজার কিলোলিটারের বেশী হইবে না এবং floating roof ট্যাংক-এর ক্ষেত্রে বা বিশেষভাবে নির্মিত ট্যাংক এর ক্ষেত্রে ১,২০,০০০ (এক লাখ বিশ হাজার) কিলোলিটারের বেশী হইতে পারিবে না। এই ধরনের ডাইকের ক্ষেত্রে কোন কারণে ট্যাংক হতে নির্গত পেট্রোলিয়াম অন্য ট্যাংক এ হুমকি সৃষ্টি না করার লক্ষ্যে ডাইকের অভ্যন্তরে ৬ মিটারের উর্দ্ধে উচ্চতার অভ্যন্তরীণ দেওয়াল নির্মাণ করিতে হইবে; তবে ৯(নয়) মিটারের কম ব্যাস সম্পন্ন একাধিক ট্যাংক এর ধারণক্ষমতা ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কিলোলিটারের কম হইলে উক্ত ট্যাংকগুলিকে একটি ট্যাংক হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(খ) পরিবেষ্টনীর মধ্যে প্রয়োজনীয় পাইপ ও ভাল্ব এবং ট্যাংক-এ অবস্থানের জায়গা ব্যতীত বাকী জায়গা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার ও খালি রাখিতে হইবে। বিকল্প পন্থায় বায়ু নিরোধী ধাতব ট্যাংক সম্পূণরূপে ভূ-গর্ভে স্থাপিত হইবে এবং ট্যাংক-এর চারপাশে বালি, মাটি অথবা কাদা দ্বারা এমনভাবে মোড়ক দিতে হইবে যেন ভূ-স্তরের নীচে বায়ু প্রবেশ করিতে

না পারে এবং ট্যাংকটি দৃষ্টিগোচর না হয়। এইরূপভাবে প্রোথিত ট্যাংক-এর ক্ষেত্রে ৮নং শর্তে নির্দেশিত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে না, কিন্তু প্রোথিত ট্যাংক-এর উপরের খালি জায়গা অবশ্যই কোনো কাজে ব্যবহার করা যাইবে না। ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংক-এর ভর্তিকরণ পাইপ এবং গভীরতা মাপক পাইপ ট্যাংক-এর তলদেশ পর্যন্ত পৌছাইতে হইবে।

৩। উন্মুক্ত স্থানের বায়ু গমনাগমনের জন্য প্রতিটি ট্যাংক-এ পাইপ সংযুক্ত থাকিবে। বায়ু নির্গমনের উক্ত পাইপের খোলা মুখ ঢাকনা সজ্জিত এবং প্রতিরৈখিক সেন্টিমিটারে ১১টি ফাঁসযুক্ত তামার বা অক্ষয়িঞ্চু ধাতব তারজালি দ্বারা আবৃত থাকিবে অথবা ট্যাংকটিতে অনুমোদিত কোনো চাপ প্রশমন ভাল্ব বা বিপজ্জনক অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক চাপ প্রতিরোধকারী অন্যকোনো অনুমোদিত ব্যবস্থা সজ্জিত হইবে।

৪। কোনো ট্যাংক-এ ঢালাই লোহা নির্মিত ভাল্ব ব্যবহার করা যাইবে না এবং স্থাপনার সকল ভাল্বেই খুলিবার ও বন্ধ করিবার দিক নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে।

৫। পাম্প কেবল এতদসংযুক্ত নকশায় নির্ধারিত স্থানে স্থাপিত হইবে এবং ইহার অন্যান্য সংযোগ ও সংযুক্ত সরঞ্জামাদি এমনভাবে নির্মিত ও রক্ষিত হইবে যেন কোনো প্রকার পেট্রোলিয়াম ছিদ্রপথে নির্গত হইতে না পারে।

৬। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত লাইসেন্সকৃত স্থাপনার কোনোরূপ রদবদল করা যাইবে না। অনুমোদন সাপেক্ষে কোনো রদবদল করা হইলে উহা লাইসেন্সের সহিত সংযুক্ত সংশোধিত নকশায় প্রদর্শন করিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ এই শর্তের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ''স্থাপনা'' বলিতে মজুদ ট্যাংক-এ হইতে নির্গত ও ট্যাংক-এ সমাপ্ত পাইপ এবং ভর্তি ও খালাস করিবার পাইপের সহিত সংযুক্ত সকল সুবিধাদি, পল্টুন, জেটি ও অন্যান্য অবতরণ সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ প্রাঙ্গণের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন মনে করেন এমন কোনো মেরামত করিবার জন্য যদি লাইসেন্সধারীকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন তাহা হইলে লাইসেন্সধারীকে নোটিশে নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে একমাসের কম নহে, এর মধ্যে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে উক্তরূপ মেরামত কার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

৮। পেট্রোলিয়াম মজুদ, ভর্তি, খালাস বা পাম্পিং এর সুবিধাদি হইতে অন্য কোন সুবিধাদি, ভবন নং সীমানা দেওয়াল বা পূর্তকর্ম এর মধ্যে সারণী-১, ২ এবং ৩ এ বর্ণিত দুরত্ব বজায় রাখিতে হইবে।

৯। কোন স্থাপনায় ট্যাংক এ ১ম ও ২য় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের পরিমাণ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কিলোলিটারের উর্ধ্বে হইলে অথবা পেট্রোলিয়াম মজুদের যে কোন ট্যাংক এর ব্যাস ৯(নয়) মিটারের উর্ধ্বে হইলে উক্ত ট্যাংক এর বিভিন্ন সুবিধাদি, ভবন, সীমানা বেষ্টনী বা সংরক্ষণীয় পূর্তকর্মের মধ্যে সারণী ১ ও সারণী ২ এ উল্লিখিত দুরত্ব বজায় রাখিতে হইবে;

১০। কোন স্থাপনার ট্যাংক এ শুধুমাত্র ৩য় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অথবা ১ম ও ২য় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের পরিমাণ অনুর্ধ্ব ৫০০০ (পাঁচ হাজার) কিলোলিটার হইলে এবং ট্যাংক এর ব্যাস অনুর্ধ্ব ৯ (নয়) হইলে উক্ত স্থাপনার বা ট্যাংক হইতে বিভিন্ন সুবিধাদি, ভবন, সীমানা বেষ্টনী ও সংরক্ষণীয় পূর্তকর্মের মধ্যে সারণী-৩ এ উল্লিখিত দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে।

১১। পর্দা প্রাচীর স্থাপন বা অন্যবিধ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইলে অথবা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের মতে যুক্তিসংগত প্রতিপন্ন হইলে ৮নং শর্তে নির্ধারিত দূরত্ব লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হ্রাস করিতে পারিবেন।

১২। মজুদাগার বা ফিলিং শেড উপযুক্ত অদাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইবে। মজুদাগারটি পাকা ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে এবং উহা মজবুত দেওয়াল বা বাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে অথবা দেওয়াল ও মেঝে এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন সর্বনিম্ন ২৫ (পঁচিশ) সেন্টিমিটার এবং সর্বোচ্চ ১০০ (একশত) সেন্টিমিটার গভীর একটি সাম্প বা পরিবেষ্টনী গঠিত হয়। উভয়বিধ পদ্ধতির সমন্বয় গ্রহণযোগ্য। এইররূপে গঠিত সাম্প বা পরিবেষ্টনী কোনো এক সময়ে মজুতব্য মোট পেট্রোলিয়াম ধারণ করিতে সক্ষম হইতে হইবে এবং উহা এইরূপে নির্মাণ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে তরল পদার্থের আকারে কোনো পেট্রোলিয়াম অগ্নিকান্ড অথবা অন্য কোনো কারণে সেখান হইতে বাহিরে নির্গত হইতে না পারে। প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম অথবা আংশিক প্রথম শ্রেণি এবং আংশিক দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উক্ত সাম্প বা পরিবেষ্টনী এই মজুদাগারে মজুদের জন্য অনুমোদিত সর্বোচ্চ পরিমাপের চেয়ে অতিরিক্তি অন্ততঃ শতকরা ৫ (পাঁচ) ভাগ পেট্রোলিয়াম ধারণে সক্ষম হইবে। সাম্প এবং পরিবেষ্টনীসমূহ অবশ্যই পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং উহাতে কোনো প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থ সঞ্চিত হইতে পারিবে না।

১৩। প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের প্রতিটি মজুদাগার বা ফিলিং সেডের পেট্রোলিয়াম নির্গমন প্রতিরোধ কল্পে, নির্মিত দেওয়াল ঠিক উপরে ভূমি স্তরের নিকটে এবং ছাদে বা ছাদের নিকটে পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়ূ চলাচলের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। বায়ু চলাচলের পথসমূহ প্রতিরৈখিক সেন্টিমিটারে ১১টি ফাঁসযুক্ত ও দুই স্তর বিশিষ্ট সুক্ষ্ম তামার তার বা অন্যকোনো অক্ষয়িষ্ণু ধাতব তারের জালি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে।

১৪। শুধুমাত্র অনুমোদিত নকশায় উল্লিখিত স্থানে ট্যাংকলরি স্থিরভাবে অবস্থান করে পেট্রোলিয়াম ভর্তি এবং খালাস করিতে হইবে এবং বিধি ১২০ হইতে ১৪০ এর অনুলিপি স্পষ্ট করে মুদ্রণ করে সহজে দৃশ্যমান স্থানে ঝুলিয়ে রাখিতে হইবে।

১৫। যে সমস্ত ট্যাংকলরি আইন অনুসারে উল্লিখিত বিধি পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করে না সে সমস্ত ট্যাংকলরীতে ভর্তি খালাস বা লাইসেন্সকৃত পেট্রোলিয়াম মজুদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেওয়া হইবে না।

১৬। আগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধ কল্পে সর্বদা যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৭। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে কোনো দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড অথবা বিস্ফোরণ ঘটিলে এবং সেই দুর্ঘটনায় জীবননাশ বা ব্যক্তি অথবা সম্পত্তির গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হইলে উহা নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটবর্তী থানার ভারপাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকাকে অবিলম্বে সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় অবহিত করিতে হইবে।

১৮। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক কর্তৃক এইরূপ নির্ধারিত হইলে মজুদ ট্যাংক অগ্নিনির্বাপন ফোম ব্যবস্থার সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে এবং উহা সর্বদা সঠিক কার্যকরী অবস্থায় রাখিতে হইব।

১৯। কোনো পেট্রোলিয়াম যাহাতে নালা, নর্দমা, পোতাশ্রয়, নদী অথবা জলস্রোতে নির্গত হইতে না পারে এবং পরিবেষ্টনী অথবা সাম্প যাহাতে স্থায়ীভাবে কোনো নালা বা নর্দমার সহিত সংযুক্ত না হয় উহার জন্য সকল সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২০। লাইসেন্সধারী সকল প্রকার পেট্রোলিয়ামের মজুদ, বিক্রয় বা সরবরাহের রেকর্ড ও হিসাব এমন ফরমে সংরক্ষণ করিবেন যে ফরম, সময় সময়, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিয়া দিবেন। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পরিদর্শক বা নমুনা সংগ্রহণকারী কর্মকর্তাকে মজুদ বহি এবং রেকর্ড দেখাইতে হইবে।

২১। লাইসেন্সধারী লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণ হইতে—

(ক) পেট্রোলিয়াম মজুদের প্রকৃত লাইসেন্সধারী বা তাহার প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে লাইসেন্সযোগ্য পরিমাণ পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করিতে পারিবে না , অথবা

(খ) জলপথে বা সড়কপথে ট্যাঙ্কে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য যথাক্রমে ফরম ‘ড’ বা ফরমে ‘ঢ’ তে মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্সর মেয়াদ না থাকিলে অনুরূপ কোনো জলযানে বা স্থলযানে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করিতে পারিবেন না।

২২। কোনো পরিদর্শক অথবা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে সকল যুক্তিসংগত সময়ে প্রবশে করিতে দিতে হইবে এবং আইন ও এই বিধিমালার বিধানবলী এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কিনা উহা নিরূপণের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

ফরম ‘ড’

[তফসিল-১ এর ক্রমিক নং ৬দ্রষ্টব্য]

ট্যাংক এ জলপথে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের লাইসেন্স

নং ফি-

এতদ্দ্বারা..
.... পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত জলযানে ট্যাংক-এ জলপথে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

জলযানের নাম :

নিবন্ধ নং :

গ্রোস টন :

এই লাইসেন্স ৩১শে ডিসেম্বর,.........................তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

তারিখ: প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।

নকশা নং তারিখ:

এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্দ্বারা লাইসেন্সকৃত জলযানটি ....তারিখে .... কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে যিনি প্রাঙ্গণটি এতদসংযুক্ত অনুমোদিত নকশা অনুসারে এবং লাইসেন্সের শর্ত নং.. .... ও এবং বিধি.. ও .. এর পরিপালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

লাইসেন্সকৃত জলযানটি পরিদর্শনকালে এতদসংযুক্ত বর্ণনা মোতাবেক পাওয়া না গেলে এই লাইসেন্সটি বাতিল হইবে এবং উপরন্তু যে সমস্ত বিধি ও শর্ত সাপেক্ষে এই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে উহার যে কোনোটি ভঙ্গের প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হইবেন।

লাইসেন্সের শর্তাবলি

১। পেট্রোলিয়াম কেবল এতদসংযুক্ত অনুমোদিত নকশায় প্রদর্শিত নির্ধারিত ট্যাংক-এ রাখিতে হইবে।

২। সংরক্ষণীয় পূর্তকর্ম হইতে লাইসেন্সকৃত জলযান সর্বদা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া নোঙ্গর করিতে হইবে, নিরাপত্তা জোনের মধ্যে পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাসের সময় ব্যতীত অন্য কোনো লোক বা পরিবহন যান অবস্থান করিতে পারিবে না।

৩। উন্মুক্ত স্থানে বায়ু গমনাগমনের জন্য প্রত্যেকটি ট্যাংক-এ পাইপ সংযুক্ত থাকিবে। বায়ু নির্গমন পাইপটি মজবুতভাবে স্থাপিত হইবে এবং উহা অন্যূন ৪ (চার) মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট হইবে। উক্ত পাইপটির উপরের মুখ ঢাকনা সংযুক্ত এবং প্রতিরৈখিক সেন্টিমিটারে অন্ততঃ ১১টি ফাঁসযুক্ত সূক্ষ্ম তামা বা অন্যকোনো অক্ষয়িষ্ণু ধাতব তারের জালি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে অথবা উপরের মুখে বায়ু গমন ও নিগর্মন ভাল্ব সংযুক্ত থাকিবে।

৪। পেট্রোলিয়াম মজুদের যে কোনো ট্যাংক ভর্তিকরণ পাইপের মাধ্যমে ভর্তি করিতে হইবে এবং এইরূপ ভর্তিকরণ পাইপ ও গভীরতা পরিমাপক পাইপ ট্যাংক-এর প্রায় তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিবে।

৫। এতদসংযুক্ত নকশায় চিহ্নিত স্থানে স্থাপিত পাম্পের সাহায্য ব্যতীত ট্যাংক হইতে কোনো পেট্রোলিয়াম অপসারণ করা যাইবে না। সংযোগ ও সংযুক্ত সরঞ্জামাদিসহ প্রতিটি পাম্প এমনভাবে নির্মাণ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে উহা গ্যাসনিরোধী ও পেট্রোলিয়াম নিরোধী হয়।

৬। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতীত লাইসেন্সকৃত জলযানের কোনো রূপ রদবদল করা যাইবে না। অনুমোদন সাপেক্ষে কোনো রদবদল করা হইলে উহা লাইসেন্সের সহিত সংযুক্ত নকশায় প্রদর্শন করিতে হইবে ।

৭। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ প্রাঙ্গাণের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন মনে করেন এমন কোনো মেরামত করিবার জন্য যদি লাইসেন্সধারীকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন তাহা হইলে লাইসেন্সধারীকে নোটিশের নির্দিষ্ট মেয়াদ. নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে একমাসের কম নহে, এর মধ্যে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গাণে উক্তরূপ মেরামত কার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

৮। লাইসেন্সকৃত জলযানের ডেকের উপর কোনো পাত্র রাখিয়া উহাতে কোনো পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করা যাইবে না অথবা উক্ত ডেকের উপর অন্যবিধভাবে কোনো পেট্রোলিয়াম নাড়াচাড়া করা যাইবে না।

৯। কোনো ট্যাংক-এ ঢালাই লোহা নির্মিত ভাল্ব ব্যবহার করা যাইবে না এবং স্থাপনার সকল ভাল্বই খুলিবার ও বন্ধ করিবার দিক নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে।

১০। পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়াম বাষ্প মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে ট্যাংক-এর ম্যানহোল কভার খোলা রাখা যাইবে না ।

১১। কোনো পেট্রোলিয়াম যাহাতে নালা, নর্দা, পোতাশ্রয়, নদী অথবা জলস্রোতে নির্গত হইতে না পারে সেই জন্য সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। দৈবদুর্বিপাকে যদি কোনো পেট্রোলিয়াম পানিতে নির্গত হয় তাহা হইলে পানিতে নির্গত পেট্রোলিয়ামকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ কার্যকর ইমালিসফায়িং পদার্থ বা নির্গত পেট্রোলিয়ামকে নিরাপদে আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সর্বদা লাইসেন্সকৃত স্থাপনা বা জলযানে প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

১২। পেট্রোলিয়াম ধারণকৃত কোনো ট্যাংক বা তৎসংলগ্ন আবদ্ধ স্থানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো যন্ত্রের দ্বারা বা অগ্নি, ওয়েল্ডিং, তপ্ত পেরেক মারা বা জ্বালাই দ্বারা মেরামত করা যাইবে না, যদি না—

(ক) ট্যাংক বা পাত্রটি পরিষ্কার এবং পেট্রোলিয়াম বাষ্প মুক্ত করা হয় অথবা উক্ত মেরাতের জন্য অন্যকোনো নিরপত্তামূলক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়; এবং

(খ) একজন বিস্ফোরক পরিদর্শক এই মর্মে প্রত্যয়ন করেন যে, উক্ত যন্ত্র, অগ্নি, ওয়েল্ডিং, তপ্ত পেরেক মারা বা জ্বালাই দ্বারা উহা মেরামত নিরাপদ হইবে।

১৩। লাইসেন্সকৃত জলযানে কোনো দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড অথবা বিস্ফোরণ ঘটিলে এবং সেই দুর্ঘটনায় জীবননাশ বা ব্যক্তি অথবা সম্পত্তির গুরুতর ক্ষয়ক্ষতি হইলে উহা নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বাংলাদেশ, ঢাকাকে অবিলম্বে সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় অবহিত করিতে হইবে।

১৪। অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সর্বদা যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পেট্রোলিয়াম হইতে সৃষ্ট অগ্নি নির্বাপনের জন্য পর্যাপ্ত এবং উপযোগী অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জাম সুবিধাজনক স্থানে সর্বদা কার্যকর অবস্থায় প্রস্তুত রাখিতে হইবে যাহাতে অগ্নিকান্ডের সময় তাৎক্ষণিকভাবে উহা ব্যবহার করা যায়।

১৫। বিদ্যুৎ চালিত পাম্প নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অনুসারে হইবে, যথা:—

(ক) মোটর, সুইচ গিয়ার এবং পাম্পের খাচার সকল প্রকার বৈদ্যুতিক তার স্থাপন ব্যবস্থা এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে উহা অগ্নিনিরোধী হয় এবং বৃটিশ স্ট্যান্ডার্ড বিনির্দেশ নম্বর ৪৬৮১ এর শর্তাবলি পূরণ করে; এবং

(খ) একটি ডবল পোল সুইচ সহজে নাগালের মধ্যে পাম্প হইতে অন্যূন ৪ (চার) মিটার দূরে স্থাপন করিতে হইবে এবং এমনভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতে পাম্পটিকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায়।

১৬। লাইসেন্সকৃত জলযানে অন্যূন ৪ (চার) টি ভিন্ন ও সহজে দৃশ্যমান স্থানে ''ধুমপান ও আগুন নিষিদ্ধ'' সতর্কবাণী সম্বলিত সাইনবোর্ড লাগাইতে হইবে যাহার প্রতিটি অক্ষরের আয়তন হইবে অন্যূন ২৫ বর্গ সেন্টিমিটার।

১৭। লাইসেন্সকৃত জলযানটি এমন একজন ব্যক্তির সার্বক্ষণিক দায়িত্বে থাকিবে যিনি লাইসেন্সের শর্তাবলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা রাখেন।

১৮। লাইসেন্সকৃত জলযানে সর্বদা মূল লাইসেন্স বা উহার প্রামাণিক অনুলিপি রাখিতে হইবে এবং আইনের ধারা ১৩ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে উহা চাহিবামাত্র তাহাকে দেখাইতে হইবে।

১৯। আইনের ধারা ১৩ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে লাইসেন্সকৃত জলযানে পরিদর্শন করিতে দিতে হইবে এবং আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কিনা উহা নিরূপণের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

ফরম 'ঢ'

[তফসিল ১ এর ক্রমিক নং ৭ দ্রষ্টব্য]

ট্যাংক-এ স্থলপথে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য লাইসেন্স।

নং ফিস

এতদ্দ্বারা...
....কে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত পরিবহন যানে স্থাপিত ট্যাংক-এর স্থলপথে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

পরিবহন যানের বর্ণনা

প্রস্তুতকারকের নাম : নিবন্ধন নং :

ইঞ্জিন নং : চেসিস নং :

মালিকের নাম :

ধারণ-ক্ষমতা :

পরিবহনের জন্য অনুমোদিত পেট্রোলিয়ামের শ্রেণি :

এই লাইসেন্স ৩১ শে ডিসেম্বর.....................তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

তারিখ: - লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ।

নকশা নং- তারিখ:-

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এতদ্দ্বারা লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানটি ....তারিখে.............. কর্তৃক পরিদর্শন করা হইয়াছে যিনি পরিবহন যানটি এতদসংযুক্ত অনুমোদিত নকশা অনুসারে এবং লাইসেন্সের শর্ত নং ৬, ৭, ৮, ১২ ও ...... এবং বিধি ৪, ৭৫-৮২ ও .... এর পরিপালন দেখিতে পাইয়াছেন মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন।

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

পরিদর্শনকালে এতদসংযুক্ত বর্ণনা ও শর্তাবলি অনুসারে লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানটি পরিদৃষ্ট না হইলে এই লাইসেন্স বাতিল হইবে এবং উপরন্তু যে সমস্ত বিধি ও শর্ত সাপেক্ষে এই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে উহার যে কোনোটি ভঙ্গের প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হইবেন।

লাইসেন্সের শর্তাবলি

১। লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানটি ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম ব্যতীত যাত্রী বা অন্য কোনো বস্তু পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না।

২। লাইসেন্সের শর্তাবলি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল কেবল এইরূপ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকেই পরিবহন যানটি চালনা করিতে বা উহার দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত রাখিতে হইবে।

৩। লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানে ধুমপান করা অথবা আগুন, কৃত্রিম আলো বা প্রজ্বলনীয় বাষ্পে আগুন ধরাইতে সক্ষম এমন কোনো বস্তু বহন করা যাইবে না।

৪। লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানের ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা পেট্রোলিয়াম খালাসের পূর্বে—

(ক) উহার ইঞ্জিন বন্ধ করিতে হইবে এবং যথাযথ সুইচ বা অন্যভাবে ব্যাটারী বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে;

(খ) বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা ট্যাংক হইতে পেট্রোলিয়াম খালাসের পাইপের সহিত উহার চেসিসের সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে; এবং

(গ) পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাসের জন্য সঠিক পাইপ বাছাই করিতে হইবে এবং উভয় প্রান্ত তৈল নিরোধী কাপলিং (compling) দ্বারা সংযোগ করিতে হইবে।

৫। লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানে পেট্রোলিয়াম তৈলের আগুন নির্বাপনের উপযোগী অন্যূন ৯ (নয়) লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন সহজে বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম সর্বদা বহন করিতে হইবে এবং এই সরঞ্জাম সুগম ও নিরাপদ স্থানে তালাবিহীন অবস্থায় রাখিতে হইবে।

৬। লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানে পরিবহনীয় প্রত্যেক শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য একটি আলাদা তৈল নিরোধী ও বৈদ্যুতিকভাবে অবিচ্ছিন্ন পাইপ সর্বদা বহন করিতে হইবে এবং উক্ত পাইপের উভয় প্রান্ত তৈল-নিরোধী কাপলিং থাকিবে যাহা লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানের পেট্রোলিয়াম খালাসের নির্গমন পাইপ (discharge faucet) এবং যে তৈলাধারে পেট্রোলিয়াম খালাস করা হইবে উহার পেট্রোলিয়াম প্রবেশ পাইপ (inlet pipe) এর সাথে মানানসই হইতে হইবে।

৭। মাটির সহিত বৈদ্যুতিক সংযোগের (earthing) জন্য একটি শক্ত এবং নমনীয় তার সর্বদা লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানে বহন করিতে হইবে এবং তারটি অন্যূন ৫ (পাঁচ) মিটার দীর্ঘ হইবে এবং উহার উভয়প্রান্তে উপযুক্ত ক্লাম্প বা ক্লিপ থাকিতে হইবে।

৮। পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়াম বাষ্প মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে ট্যাংক-এর ম্যানহোল কভার খোলা রাখা যাইবে না ।

৯। বিধি ১৪ এর বিধান পরিপালন ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি ট্যাংক-এ প্রবেশ করিবেন না বা কাউকে প্রবেশ করাইবেন না এবং ট্যাংক-এ কোনো মেরামত, ঝালাই বা অন্যবিধ তপ্ত কার্য করিবেন না ।

১০। বিধি ৪ এর বিধান অনুসারে প্রতিটি লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানে অন্যূন ২ (দুই) টি নিরাপত্তা লেবেল লাগাইতে হইবে যাহাতে ধারণকৃত পদার্থ সহজে সনাক্ত করা যায়।

১১। সকল ট্যাংক-এ পেট্রোলিয়াম নিরোধী স্ক্রু সংযুক্ত ঢাকনা বিশিষ্ট ম্যানহোল থাকিতে হইবে। প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ট্যাংক-এ প্রতিরৈখিক সেন্টিমিটারে অন্যূন ১১ (এগার) টি ফাঁস বিশিষ্ট তারজালি দ্বারা অনুমোদিত নমুনায় সঠিকভাবে সংরক্ষিত বায়ু নির্গমন পথ অথবা রিলিফ ভাল্ব সংযুক্ত থাকিতে হইবে এবং ট্যাংক-এর চতুর্দিকে উক্তরূপ সুরক্ষিত বায়ু নির্গমন পথ থাকিতে হইবে।

১২। লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানে সবসময় লাইসেন্স বা উহার প্রামাণিক অনুলিপি রাখিতে হইবে এবং একজন পরিদর্শক কর্তৃক চাহিবা মাত্র তাহাকে উহা দেখাইতে বাধ্য থাকিবে।

১৩। লাইসেন্সকৃত পরিবহন যানে সংঘটিত কোনো দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরণের ফলে কোনো ব্যক্তির প্রাণহানি বা কেউ গুরুতর আহত হইলে অথবা সম্পত্তির ক্ষতি হইলে উহা নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকাকে অবিলম্বে সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় অবহিত করিতে হইবে।

১৪। সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি প্রতিপালিত হইতেছে কিনা উহা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে নমুনা সংগ্রহের জন্য কোনো পরিদর্শক অথবা নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তাকে যে কোনো যুক্তিযুক্ত সময়ে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

বিশেষ ফরম

(তফসিল ১ এর ক্রমিক নং ৮ দ্রষ্টব্য)

বিশেষ পদ্ধতিতে পেট্রোলিয়াম আমদানি ও মজুদের লাইসেন্স

নং ফি:

এতদ্দারা.. ....কে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে .... লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আমদানি এবং এতদ্‌সংযুক্ত নকশায় প্রদর্শিত ও নিম্নবর্ণিত প্রাঙ্গণে .... পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইল।

* .... লিটার ২য় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম।

এই লাইসেন্স ৩১ শে ডিসেম্বর .... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারিখ : প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ।

নকশা নং তারিখ :

লাইসেন্সকৃত যান/স্থাপনার অবস্থান ও বর্ণনা

.... নামক ভাসমান নোঙ্গারকৃত যাহা এতদসংযুক্ত অনুমোদিত নক্‌শায় দেখানো হইয়াছে।

নবায়নের তারিখ	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ	লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গাণ পরিদর্শনকালে এতদ্‌সংযুক্ত বর্ণনা এবং শর্ত মোতাবেক পাওয়া না গেলে এই লাইসেন্সটি বাতিল হইবে এবং উপরন্তু যে সমস্ত বিধানাবলি ও শর্ত সাপেক্ষে এই লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে উহার যে কোনোটি ভংগের প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন একই ধরণের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দন্ডের দ্বিগুণ হারে দন্ডিত হইবেন।

লাইসেন্সের শর্তাবলী

১। পেট্রোলিয়াম কেবল এতদসংযুক্ত নক্শায় নির্ধারিত মজুদ ট্যাংক বা মজুদাগার অথবা এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত অন্য কোন স্থানে রাখিতে হইবে।

২। সংরক্ষণীয় পূর্তকর্ম হইতে লাইসেন্সকৃত স্থাপনা, পরিবহন যান, ট্যাংক বা ফিলিং সেড এতদ্‌সংযুক্ত নক্শায় প্রদর্শিত নিরাপদ দূরত্ব সর্বদা বজায় রাখিতে হইবে এবং উক্ত নিরাপত্তা জোনের মধ্যে পেট্রোলিয়াম ভর্তি বা খালাসের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে কোন লোক বা পরিবহন যান অবস্থান করিবে না।

৩। উন্মুক্তস্থানে বায়ু গমনাগমনের জন্য প্রত্যেকটি ট্যাংক-এ পাইপ সংযুক্ত থাকিবে। বায়ু নির্গমন পাইপটি মজবুতভাবে স্থাপিত হইবে এবং উহা অন্যূন ৪ (চার) মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট হইবে। উক্ত পাইপটির উপরের মুখ ঢাকনা সংযুক্ত এবং প্রতি রৈখিক সেন্টিমিটারে অন্যূন **১১**টি ফাঁসযুক্ত সুক্ষ তামা বা অন্য কোন অক্ষয়িষ্ণু ধাতব তারের জালি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে অথবা উপরের মুখে বায়ু গমন ও নির্গমন ভাল্ব সংযুক্ত থাকিবে।

৪। পেট্রোলিয়াম মজুদের যে কোন ট্যাংক ভর্তিকরণ পাইপের মাধ্যমে ভর্তি করিতে হইবে এবং এইরূপ ভর্তিকরণ পাইপ ও গভীরতা পরিমাপক পাইপ ট্যাংক-এর প্রায় তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিবে।

৫। লাইসেন্সকৃত স্থাপনার বা জলযানের ট্যাংক-এ সীল করা অবস্থায় পেট্রোলিয়াম ভর্তি করিতে হইবে এবং অনুরূপ অবস্থায় সরবরাহ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা : ''সীল করা অবস্থায় পেট্রোলিয়াম ভর্তি" অর্থ ট্যাংক-এর সহিত সরবরাহকারী পাইপ স্ক্রু দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়ে এমনভাবে সংযুক্ত করা বুঝায় যাহাতে ৩নং শর্তে উল্লিখিত বায়ু নির্গমন পথ ব্যতীত অন্য কোন পথে পেট্রোলিয়াম বা উহার বাষ্প বায়ুতে না মিশিতে পারে।

৬। এতদ্‌সংযুক্ত নক্শায় চিহ্নিত স্থানে স্থাপিত পাম্পের সাহায্য ব্যতীত ট্যাংক হইতে কোন পেট্রোলিয়াম অপসারণ করা যাইবে না। সংযোগ বা সংযুক্ত সরঞ্জামাদিসহ প্রতিটি পাম্প এমনভাবে নির্মিত ও সংরক্ষণ করিতে হইবে যেন উহা গ্যাসনিরোধী ও পেট্রোলিয়াম নিরোধী হয়।

৭। লাইসেন্সকৃত জলযানের ডেকের উপর কোন পাত্র রাখিয়া উহাতে কোন পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করা যাইবে না অথবা উক্ত ডেকের উপর অন্যবিধভাবে কোন পেট্রোলিয়াম নাড়াচাড়া করা যাইবে না।

৮। কোনো স্থাপনা, পরিবহন যান বা ট্যাংক-এ ঢালাই লোহা নির্মিত ভাল্ব ব্যবহার করা যাইবে না এবং স্থাপনার সকল ভাল্বই খুলিবার ও বন্ধ করিবার দিক নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে।

৯। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণের অবস্থান পরিবর্তনসহ স্থাপনা, পরিবহন যান, বার্জ বা ট্যাংক-এর কোনরূপ রদবদল করা যাইবে না। অনুমোদিত কোন রদবদল এই লাইসেন্সের সহিত সংযুক্ত নক্শায় দেখাইতে হইবে।

ব্যাখ্যা : ''স্থাপনা" অর্থ জলযানের কোন অংশবিশেষ বা মজুদ ট্যাংক হইতে নির্গত ও ট্যাংক-এ সমাপ্ত পাইপ এবং ভর্তি ও খালাস করিবার পাইপের সহিত সংযুক্ত সকল সুবিধাদি, পল্টুন, জেটি ও অন্যান্য অবতরণ সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১০। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ প্রাঙ্গণে নিরাপত্তার প্রয়োজনে কোন মেরামত কার্য করিবার জন্য যদি লাইসেন্সধারীকে লিখিত নির্দেশ প্রদান করে, তবে লাইসেন্সধারী নোটিশের নির্দিষ্ট মেয়াদ, যাহা নোটিশ জারীর তারিখ হইতে এক মাসের কম নহে, এর মধ্যে লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে উক্তরূপ মেরামত কার্য সম্পাদন করিবে।

১১। যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে ট্যাংকের ম্যানহোল কভার খোলা রাখা যাইবে না।

১২। কোন পেট্রোলিয়াম যাহাতে নালা, নর্দমা, পোতাশ্রয়, নদী অথবা জলস্রোতে নির্গত হইতে না পারে সেই জন্য সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। দৈবদুর্বিপাকে যদি কোন পেট্রোলিয়াম পানিতে নির্গত হয় তাহা হইলে পানিতে নির্গত পেট্রোলিয়ামকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ কার্যকর ইমালসিফায়িং পদার্থ বা নির্গত পেট্রোলিয়ামকে নিরাপদে আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সর্বদা লাইসেন্সকৃত স্থাপনা বা জলযানে প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

১৩। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণে কোন দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড অথবা বিস্ফোরণ ঘটিলে এবং সেই দুর্ঘটনায় জীবননাশ বা ব্যক্তি অথবা সম্পত্তির গুরুতর ক্ষতি হইলে উহা নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশকে অবিলম্বে সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় অবহিত করিতে হইবে।

১৪। কোন ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম ধারণকৃত কোনো ট্যাংক বা পাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিকারী কোন যন্ত্রের দ্বারা বা অগ্নি, ওয়েল্ডিং, তপ্ত পেরেক মারা বা ঝালাই দ্বারা মেরামত কার্য করিতে পারিবে না, যদি না-

(ক) ট্যাংক বা পাত্রটি পরিষ্কার এবং পেট্রোলিয়াম বাষ্প মুক্ত করা হয় অথবা উক্ত মেরামতের জন্য অন্য কোন নিরাপত্তামূলক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়; এবং

(খ) একটি ডাবল পোল সুইচ সহজে নাগালের মধ্যে পাম্প হইতে অন্যূন ৪ (চার) মিটার দূরে স্থাপন করিতে হইবে এবং অবশ্যই এমনভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতে পাম্পটিকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায়।

১৫। অগ্নিকান্ড বা বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে সর্বদা যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পেট্রোলিয়াম হইতে সৃষ্ট অগ্নি নির্বাপনের জন্য পর্যাপ্ত এবং উপযোগী অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জাম সুবিধাজনক স্থানে সর্বদা কার্যকর অবস্থায় প্রস্তুত রাখিতে হইবে যাহাতে অগ্নিকান্ডের সময় তাৎক্ষণিকভাবে উহা ব্যবহার করা যায়।

১৬। লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণের অন্যূন ৪ (চার) টি ভিন্ন ও সহজে দৃশ্যমান স্থানে ''ধুমপান ও আগুন নিষিদ্ধ" সতর্কবাণী সম্বলিত সাইনবোর্ড লাগাইতে হইবে যাহার প্রতিটি অক্ষরের ক্ষেত্রফল হইবে অন্যূন ২৫ (পঁচিশ) বর্গ সেন্টিমিটার।

১৭। লাইসেন্সধারী লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণ হইতে পেট্রোলিয়াম মজুদের লাইসেন্সধারী বা তাহার অনুমোদিত ব্যক্তি অথবা পরিবহনকারী হিসাবে বন্দর কর্তৃপক্ষ বা রেল প্রশাসন ব্যতীত অন্য কাহাকেও লাইসেন্সযোগ্য পরিমাণ পেট্রোলিয়াম এবং জল পথে বা স্থলপথে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য পেট্রোলিয়াম আইন ও এই বিধিমালার অধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স ব্যতীত কোনো জাহাজে বা পরিবহন যানে কোন পেট্রোলিয়াম সরবরাহ করিবে না।

১৮। লাইসেন্সধারী সকল প্রকার পেট্রোলিয়াম মজুদ, বিক্রয় বা সরবরাহের রেকর্ড ও হিসাব এমন ফরমে সংরক্ষণ করিবে যে ফরম, সময় সময়, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিয়া দিবে এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে মজুদ বহি ও রেকর্ড চাহিবামাত্র দেখাইতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। লাইসেন্সকৃত স্থাপনা বা পরিবহন যানটি এমন একজন ব্যক্তির সার্বক্ষণিক দায়িত্বে থাকিবে যিনি লাইসেন্সের শর্তাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা রাখেন।

২০। লাইসেন্সকৃত জলযানে সর্বদা মূল লাইসেন্স বা উহার প্রামাণিক অনুলিপি রাখিতে হইবে এবং বিধি ১৯৭ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে উহা চাহিবামাত্র তাহাকে দেখাইতে হইবে।

২১। বিধি ১৯৭ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে সকল যুক্তিসঙ্গত সময়ে লাইসেন্সকৃত জলযানে পরিদর্শন করিতে দিতে হইবে এবং আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলি এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কিনা উহা নিরূপনের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

সারণী-১
[বিধি ১৩৪ (১) (ক) দ্রষ্টব্য]

(১) এই সারণীতে-

ব্য.বৃ. বৃহত্তর ট্যাংকের ব্যাস বুঝাইবে

ব্য.ক্ষু. ক্ষুদ্রতম ” ” ”

× নির্মাণ অথবা কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বুঝাইবে যাহা ২ মিটারের কম হইবে না।

(২) বিকল্প দূরত্ব নির্ধারিত থাকিলে সর্বনিম্ন দূরত্ব বজায় রাখা যাইতে পারে।

দূরত্বসমুহ প্রত্যেকটি ট্যাংকের পরিধির নিকটতম বিন্দু হইতে মাপিতে হইবে; তবে ট্যাংক যানের ভর্তি ও খালাসকরণ এলাকায় উক্ত দূরত্ব ভর্তি/খালাসকরণ স্থানের মধ্য বিন্দু হইতে মাপিতে হইবেঃ

হইতে→ পর্যন্ত	প্রথম শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক	দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক	তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক	প্রথম /দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ/ভর্তিকরন সেড	তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ/ভর্তিকরন সেড	ট্যাংক যানে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভর্তি / খালাস এলাকা	ট্যাংক যানে তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম ভর্তি /খালাস এলাকা	অগ্নিনিরোধী বৈদ্যুতিক পাম্প	অগ্নিনিরোধী নহে এমন বৈদ্যুতিক পাম্প	স্থাপনানায় অবস্থিত অফিস ভবন, কর্মশালা, গুদাম বিনোদন ভবন, ফায়ার স্টেশন ইত্যাদি	স্থাপনার চর্তুস্পাশস্থ সীমানা বেষ্টনী
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(১) প্রথম শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক	০.৫ ব্য.বৃ. অথবা ব্য, ক্ষু. অথবা ১৫ মিঃ	০.৫ ব্য.বৃ. অথবা ব্য, ক্ষু.	৬ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	২০ মিঃ

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক	০.৫ ব্য.বৃ. অথবা ব্য, ক্ষু. অথবা ১৫ মিঃ	০.৫ ব্য.বৃ. অথবা ব্য, ক্ষু.	৬ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	৮ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ
(৩) তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক	৬ মিঃ	৬ মিঃ	×	১৫ মিঃ	×	৮ মিঃ	×	×	×	৮ মিঃ	৪.৫ মিঃ
(৪) প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ/ ভর্তিকরণ শেড	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	×	৮ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	৮ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ
(৫) তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ/ভর্তিকরণ শেড	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	×	৮ মিঃ	×	৮ মিঃ	×	×	×	৮ মিঃ	৪.৫ মিঃ
(৬) ট্যাংক যানে প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর পেঃ ভর্তি/খালাস এলাকা	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	৮ মিঃ	১৫ মিঃ	৮ মিঃ	×	×	৮ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(৭) ট্যাংক যানে তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম ভর্তি/খালাস এলাকা	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	×	১৫ মিঃ	×	×	×	×	×	৮ মিঃ	৩ মিঃ
(৮) ফ্রেম গ্রুপ বৈদ্যুতিক পাম্প	৮ মিঃ	৮ মিঃ	×	৮ মিঃ	×	৮ মিঃ	×	×	৮ মিঃ	৮ মিঃ	৩ মিঃ
(৯) নন ফ্রেম গ্রুপ বৈদ্যুতিক পাম্প	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	×	১৫ মিঃ	×	১৫ মিঃ	×	৮ মিঃ	×	৩ মিঃ	×
(১০) স্থাপনায় অবস্থিত অফিস ভবন, কর্মশালা, গুদাম বিনোদন ভবন, ফায়ার স্টেশন ইত্যাদি	১০মিঃ	১৫ মিঃ	৮ মিঃ	১৫ মিঃ	৮ মিঃ	১৫ মিঃ	৮ মিঃ	৮ মিঃ	৩ মিঃ	×	×
(১১) স্থাপনার চতুষ্পার্শ্বস্থ সীমানা বেষ্টণী	২০ মিঃ	১৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	১৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	১৫ মিঃ	৩ মিঃ	৩ মিঃ	×	×	×

সারণী-২

[বিধি ১৩৪ (১)(ক) দ্রষ্টব্য]

মজুদ ট্যাংকসমূহের আন্তঃদূরত্ব

এই সারণীতে-

ব্য,বৃ. বৃহত্তর ট্যাংকের ব্যাস বুঝাইবে

ব্য.ক্ষু. ক্ষুদ্রতম ট্যাংকের ব্যাস বুঝাইবে

ধরণ	ফ্লোটিং রূফ ট্যাংক	ফিক্সড রূফ ট্যাংক (১ম ও ২য় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম)	৩য় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম
৫০ মিটার ব্যাস পর্যন্ত ট্যাংক	(ব্য.বৃ. + ব্য. ক্ষু.)/৪ (ন্যূনতম ১০ মিটার)	(ব্য.বৃ. + ব্য. ক্ষু.)/৪ (ন্যূনতম ১০ মিটার)	(ব্য.বৃ. + ব্য. ক্ষু.)/৬ (ন্যূনতম ৬ মিটার)
৫০ মিটার ব্যাসার্ধের অধিক ব্যাস বিশিষ্ট ট্যাংক	(ব্য.বৃ. + ব্য. ক্ষু.)/৪	(ব্য.বৃ. + ব্য. ক্ষু.)/৩	(ব্য.বৃ. + ব্য. ক্ষু.)/৪

সারণী-৩

[বিধি ১৩৪ (১) (খ) দ্রষ্টব্য]

(১)এই সারণীতে-

ব্য.বৃ. বৃহত্তর ট্যাংকের ব্যাস বুঝাইবে

ব্য.ক্ষু. ক্ষুদ্রতম ” ” ”

× নির্মাণ অথবা কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বুঝাইবে যাহা ২ মিটারের কম হইবে না।

(২) বিকল্প দূরত্ব নির্ধারিত থাকিলে সর্বনিম্ন দূরত্ব বজায় রাখা যাইতে পারে।

দূরত্বসমুহ প্রত্যেকটি ট্যাংকের পরিধির নিকটতম বিন্দু হইতে মাপিতে হইবে; তবে ট্যাংক যানের ভর্তি ও খালাসকরণ এলাকায় উক্ত দূরত্ব ভর্তি/খালাসকরণ স্থানের মধ্য বিন্দু হইতে মাপিতে হইবে।

হইতে→ পর্যন্ত	প্রথম শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক	দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক	তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক	প্রথম শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ/ ভর্তিকরণ সেড	দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ/ ভর্তিকরণ সেড	তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ/ভর্তি করণ শেড	ট্যাংক যানে ১ম শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম ভর্তি /খালাস করণ এলাকা	ট্যাংক যানে ২য় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম ভর্তি /খালাস করণ এলাকা	ট্যাংক যানে ৩য় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম ভর্তি /খালাস করণ এলাকা	অগ্নিনিরাধী বৈদ্যুতিক পাম্প	অগ্নি নিরোধী নহে এমন বৈদ্যুতিক পাম্প	অফিস ভবন গুদাম, বিনোদন ভবন ইত্যাদি	স্থাপনার চর্তুম্পাশস্থ বেষ্টনী
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(১) প্রথম শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক	০.৫ ব্য.বৃ. অথবা ৬ মিঃ	০.৫ ব্য.বৃ.	০.৫ ব্য.বৃ. অথবা ৭ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ	৩ মিঃ	১৫ মিঃ	১৫ মিঃ
(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক	০.৫ ব্য.বৃ. অথবা ৬ মিঃ	০.৫ ব্য.বৃ.	০.৫ ব্য.বৃ.	৯ মিঃ	০.৫ ব্য.বৃ.	০.৫ ব্য.বৃ.	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৩ মিঃ	৪.৫ মিঃ	ব্য.বৃ. অথবা ৪.৫ মিঃ	ব্য.বৃ. অথবা ৪.৫ মিঃ

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(৩) তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক	০.৫ ব্য.বৃ. অথবা ৬ মিঃ	০.৫ ব্য.বৃ. অথবা ৬ মিঃ	×	৯ মিঃ	০.৫ ব্য.বৃ.	×	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	×	×	×	ব্য.বৃ. অথবা ৩ মিঃ	ব্য.বৃ. অথবা ৩ মিঃ
(৪) প্রথম শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ ট্যাংক/ ভর্তিকরণ শেড	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	×	৪.৫মিঃ	৬ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ
(৫) দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ/ ভর্তিকরণ শেড	৯ মিঃ	০.৫ ব্য.বৃ.	০.৫ ব্য.বৃ.	৪.৫ মিঃ	×	১.৫ মিঃ	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	১.৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ
(৬) তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম মজুদ/ ভর্তিকরণ শেড	৯ মিঃ	০.৫ ব্য.বৃ.	×	৬ মিঃ	১.৫ মিঃ	×	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	×	×	×	৩ মিঃ	৩ মিঃ

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(৭) ট্যাংক যানে প্রথম শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম ভর্তি/খালাস এলাকা	১৫ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	×	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৩ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ	৯ মিঃ
(৮) ট্যাংক যানে দ্বিতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম ভর্তি/খালাস এলাকা	১৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৯ মিঃ	×	৪.৫ মিঃ	২.৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ
(৯) ট্যাংক যানে তৃতীয় শ্রেণীর পেট্রোলিয়াম ভর্তি/খালাস এলাকা	১৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	×	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	×	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	×	×	×	৩ মিঃ	৩ মিঃ
(১০) ফ্লেম প্রুফ বৈদ্যুতিক পাম্প	৩ মিঃ	৩ মিঃ	×	৩ মিঃ	১.৫ মিঃ	×	৩ মিঃ	১.৫ মিঃ	×	×	৩ মিঃ	×	×
(১১) নন ফ্লেম প্রুফ বৈদ্যুতিক পাম্প	১৫ মিঃ	৪.৫ মিঃ	×	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	×	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	×	×	×	৩ মিঃ	৩ মিঃ

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(১২) স্থাপনাস্থ অফিস ভবন, গুদাম, বিনোদন ভবন ইত্যাদি	১৫ মিঃ অথবা ৪.৫ মিঃ	০.৫ ব্য.বৃ. অথবা ৩ মিঃ	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৩ মিঃ	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৩ মিঃ	×	×	×	×	×
(১৩) স্থাপনাস্থ চর্তুপার্শ্বস্থ বেষ্টনী	১৫ মিঃ অথবা ৪.৫ মিঃ	ব্য.বৃ. অথবা ৩ মিঃ	০.৫ ব্য.বৃ.	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৩ মিঃ	৯ মিঃ	৪.৫ মিঃ	৩ মিঃ	×	×	×	×

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. জহির রায়হান
যুগ্মসচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত| web site : www.bgpress.gov.bd